জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মার্কিন বর্ণবিদ্বেষ

বর্ণবিদ্বেষের জেরে ক্যালিফোর্নিয়ায় খুন হতে হল ভারতীয় যুবক মুহাম্মদ নিজামুদ্দিনকে। তেলেঙ্গানার যুবক থাকতেন সান্টাক্লারাতে। রুমমেটের সঙ্গে ঝগড়ার সময় ছুরি দিয়ে আঘাত করে। পুলিশ এসে সরাসরি গুলি চালায় ভারতীয় এই যুবককে

পুজোয় বৃষ্টি

মহালয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনার পাশাপাশি বাংলার জেলাতেও পুজোতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী হালকা বৃষ্টি, নবমীতে ভারী বর্ষণের শঙ্কা

জয়নগরে ত্রিকোণ প্রেমে খুন যাবজ্জীবন তিন অভিযুক্তকে

সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মৃত্যু গায়ক জুবিন গর্গের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১১৮ ● ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ৩ আশ্বিন ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 118 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 20 SEPTEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

প্রবন্ধ ও সাহিত্যের সেরা সম্ভার

আসছে জাগোবাংলা মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল উৎসব সংখ্যা ১৪৩২

প্রকাশিত হবে মহালয়ায়

উদ্বোধক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নজরুল মঞ্চ ॥ দুপুর ৩টে

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জঙ্গল

নীরবে নির্জনে
এলেম অরণ্য নিকেতনে।
শাল পিয়ালের বনে
পারুল নাচে মনে।
দু'পাশে গাছের সারি
মাঝখানে দিয়ে চলে গাড়ি।
আমার সারথি পবন
আর পথের সাথি বন।
সূর্য তখন গাছের আড়ালে
আমরা রয়েছি ডালে-আবডালে।
পৌঁছলাম এসে চাপড়ামারি
হাতি সাথিদের ছড়াছড়ি।
ছোট্ট দিঘিতে জল
হাতির পদধ্বনিতে করে টলমল।
গন্ডার আর বাইসন
অরণ্য মাতার প্রাণমন।
চারিদিকে পাখির কিচির মিচির
মনে হয় গড়ি সবুজ প্রাচীর।
চালসা, বানারহাট, চাপড়ামারি
মনে হয় রোজ উঁকি মারি।
গরুমারা আর ধূপঝোরা
ওখানে পাই বর্ষণের সাড়া।
পাহাড়ের রাস্তায় সুকনা
জঙ্গলে নদীর আয়না।
চোখের পলকে যতই দেখি
হৃদয়ে করে শুধু উকিঝুঁকি।
সাধ যেন মেটে না
ফিরে আসতে মন চায় না।।

পুজো উদ্বোধন

আজ থেকে শুরু করবেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আজ, শনিবার থেকে পুজো উদ্বোধন শুরু করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ শহরের তিনটি বড় পুজোর উদ্বোধন হবে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। বিকেলে উত্তরের হাতিবাগান সর্বজনীন। তারপর টালা প্রত্যয় এবং শেষে মন্ত্রী সুজিত বসুর পুজো বলে খ্যাত শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উদ্বোধন রয়েছে। আগামী কাল, রবিবার মহালয়ার দিনও একগুচ্ছ পুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে নজরুল মঞ্চে দলীয় মুখপত্র জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যা প্রকাশ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর তিনি যেতে পারেন দক্ষিণের ৯৫ পল্লি, যোধপুর পার্ক, বাবুবাগান, সেলিমপুর পল্লির পুজো উদ্বোধনে। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে ৯৫ পল্লি থেকে ভার্চুয়ালি তিনি নাকতলা উদয়ন সংঘের পুজো উদ্বোধন করতে পারেন। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের পুজো চেতলা অগ্রণীতে। প্রতি বছরই এই পুজোর উদ্বোধনের সঙ্গে মায়ের চোখ আঁকেন মুখ্যমন্ত্রী। এই চেতলার পুজো মণ্ডপ থেকেই ভার্চুয়ালি জেলার বেশ কিছু পুজো উদ্বোধনের কথা রয়েছে তাঁর।

সপ্তমী-অষ্টমীতে শাহর মন্ত্রকের পরীক্ষা

বাংলার আবেগকে ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা

প্রতিবেদন : বিজেপির দ্বিচারিতার এও এক নমুনা বটে। একইসঙ্গে অপদার্থতারও। বাংলা, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর সময়ই পরপর দু'দিন (২৯/৩০ সেপ্টেম্বর) পরীক্ষা ফেলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাও আবার আইবি সিকিউরিটি রিক্রুটমেন্টের। বুঝুন কাণ্ড! ভরা শারদোৎসবের মাঝে পরীক্ষা। অথচ যাঁর ডিপার্টমেন্ট পরীক্ষা নেবে সেই মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স (স্বরাষ্ট্র দফতর)-এর মন্ত্রী অমিত শাহ, তিনিও নাকি কলকাতায় আসবেন পুজো উদ্বোধনে! একে কী বলবেন? দুর্গাপুজোর মাঝে কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা— এ-কথা শুনেই লোকজন ভিরমি খাচ্ছেন। তাও আবার কলকাতাতে।

বিজেপি বাংলাবিরোধী এতদিনে মানুষ জেনে গিয়েছে। তারা মেকি বঙ্গদরদি সেজে বাংলার মসনদ দখল করতেই নানা ছলছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। যার মধ্যে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, এজেন্সি পলিটিক্স, বাংলায় দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না থেকে শুরু করে নানা মিথ্যাচার ও অনাচার-অপপ্রচারের শেষ নেই। কিন্তু অমিত শাহ যেখানে দুর্গাপুজো উদ্বোধনে আসবেন সেই বাংলাতে সেই পুজোর মাঝখানে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির পরীক্ষা! আর ডিপার্টমেন্ট এই শিডিউল তৈরি করছে অথচ তিনি জানেন না তা তো নয়। আসলে বাংলা ও বাঙালিকে নিয়ে বিজেপির কোনও সেন্টিমেন্ট নেই।

(এরপর ১২ পাতায়)

টালিগঞ্জের ৯৭ নং ওয়ার্ডে অশোকনগর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির এবারের প্রয়াস 'বাংলা আমার মায়ের ভাষা'। প্রতিমার বৈশিষ্ট্য : মায়ের দুই কোলে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। দেবী সরস্বতীর হাতে 'বর্ণপরিচয়' ও মা লক্ষ্মীর হাতে 'সহজপাঠ', বাংলা ভাষার প্রচারে কার্তিক ও গণেশ। প্রতিমা পরিকল্পনায় অরূপ বিশ্বাস। প্রতিমা শিল্পী নব পাল।

দিল্লির পুজোমণ্ডপে মোদির ছবিতে 'না'

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোর মণ্ডপে প্রতিমার পায়ের কাছে নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখতে হবে! দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তর ফতোয়া মানব না বলে জানিয়ে দিল দিল্লির দুর্গাপুজো কমিটিগুলি। ফলে এই আপত্তিকর ফতোয়া জারি করেও পুজো কমিটির সম্মিলিত চাপের কাছে ব্যাকফুটে যেতে বাধ্য হল দিল্লি প্রশাসনকে। আদতে মুখ পুড়ল বিজেপির। এমনকী দিল্লি প্রশাসনের

এই ফতোয়ার বিরোধিতা করেছে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ি পুজো কমিটিও। বহু বছরের পুরনো এবং অন্যতম বড় এই পুজোর কর্মকর্তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই মায়ের মণ্ডপে তাঁরা নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখবেন না। একই কথা জানিয়েছে অন্যান্য দুর্গাপুজো কমিটিগুলিও। আর এসব দেখে-শুনে হতভম্ব রেখা গুপ্ত এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা।

(এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

20 September, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৮৬ প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬)

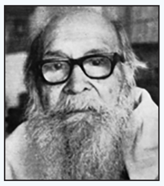

এদিন শান্তিনিকেতনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ছন্দবিশারদ, ঐতিহাসিক ও রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ। ছাত্রাবস্থায় তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য জেলে যান। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় খুলনার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে (বর্তমান দৌলতপুর কলেজ) ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্তি (১৯৩২-'৪২) লাভের মধ্য দিয়ে। ১৯৪২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে তিনি বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনে রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হলে প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা বিভাগের প্রধান হন এবং রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসবকালে পুনর্গঠিত রবীন্দ্রভবনের প্রথম রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করলে তাঁকে বিশ্বভারতীর প্রফেসর ইমেরিটাস করা হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে অবদানের জন্য পেয়েছেন প্রফুল্ল স্মৃতি পুরস্কার, বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার, কেশবচন্দ্র গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার, দেশিকোত্তম উপাধি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ডি'লিট, এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে মরণোত্তর রবীন্দ্রশতবার্ষিকী স্মারকপদক প্রভৃতি।

১৯৩৪ সোফিয়া লরেন

এদিন রোমে জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট তাঁকে ক্লাসিক্যাল হলিউড ছবির একুশ শতকের শ্রেষ্ঠ তারকা অভিনেত্রীর স্বীকৃতি দিয়েছে। শ্রেষ্ঠ নায়িকা হিসেবে অস্কার জিতেছেন। কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন। পাঁচবার পেয়েছেন বিশেষ গোল্ডেন গ্লোব। ১৯৯১-এ পান জীবনকৃতী সম্মাননা। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে আছে 'দ্য প্রাইড অ্যান্ড দ্য প্যাশন', 'সানফ্লাওয়ার', 'ইয়েস্টারডে, টুডে অ্যান্ড টুমরো' ইত্যাদি। ১৯৮০ দশকের শুরু থেকে ছবিতে অভিনয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেন।

২০১৭ পশ্চিম অতলান্তিকে জন্ম নেওয়া মারিয়া ঘূর্ণিঝড় পুয়ের্তো রিকোতে আছড়ে পড়ে। ৯০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মারা যায় প্রায় তিন হাজার মানুষ। এর ক'দিন আগেই ইরমা আছড়ে পড়েছিল ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে।

১৯৪৬ শুরু হল কান চলচ্চিত্র উৎসব। এর প্রথম আসর বসে ১৯৩২ সালে। তবে কানে নয়, এটি হয়েছিল ইতালির ভেনিস শহরে। তাই এর নামও কান চলচ্চিত্র উৎসব ছিল না। শুধুই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নামে এটা পরিচিত ছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে পুরস্কারের বিষয়ে ইতালির মুসোলিনি ও জার্মানির অ্যাডলফ হিটলার হস্তক্ষেপ করায় উৎসব আয়োজনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই পরের বছর কানে উৎসবটি হয়। এরপরই শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ কারণে মাঝে কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৪৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ফেস্টিভ্যাল 'দু ফিল্ম ডি কান' নামে উৎসবটি শুরু হয়। চলেছিল ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এটাই ছিল কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম আসর। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালে উৎসবটি হয়নি। অবশ্য ততদিনে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক উৎসবের মর্যাদা পেয়ে গেছে এটি। ১৯৫৫ সালে ফ্রান্সের কান শহরকে স্থায়ীভাবে এ উৎসব আয়োজনের কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়।

২০০০ প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে এদিন অলিম্পিক পদক এনে দিলেন কর্ণম মালেশ্বরী। সিডনি অলিম্পিকে ৬৯ কেজি ভারোত্তোলন বিভাগে সব মিলিয়ে ২৪০ কেজি ওজন তুলে তিনি ব্রোঞ্জপদক নিশ্চিত করেন। ভারতীয় মেয়েদের খেলাধুলার জগতে তৈরি হয় এক নতুন ইতিহাস।

১৮৭০ ইতালি

এদিন রোম দখল করে। ভিক্টর ইম্যানুয়েলের কাছে আত্মসমর্পণ করেন পোপ একাদশ পিয়াস। এর ফলে ১১৬ বছর ধরে চলে-আসা ভাটিকান ও তার সংলগ্ন এলাকায় পোপের শাসনের অবসান ঘটে। রোম ইতালির রাজধানী হয়।

১৯৭৩ টেনিস দুনিয়ায় জনপ্রিয় দ্বৈরথ দ্বিতীয় ব্যাটেল অফ সেক্সেস এদিন মহিলা খেলোয়াড় বিলি জিন কিং তাঁর পুরুষ প্রতিপক্ষ ববি রিগসকে ৬-৪, ৬-৩, ৬-৩ সেটে পরাস্ত করেন।

কর্মসূচি

■ পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর ২ ব্লকের ৬/২ পপয়াড়া অঞ্চলে তোরকো ২ নম্বর সংসদের মাংলই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন বিডিও, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সনাতন বেরা, উপপ্রধান দীপক মুর্মু-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫০১

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. নদী হতে আগত মৃত্তিকা ৪. চন্দ্র, চাঁদ ৬. বৌদ্ধ পণ্ডিতবিশেষ ৭. মজাদার ৯. এক নরক ১২. ক্ষান্ত, নিবৃত্ত ১৩. কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার— ১৪. বিচলিত।

উপর-নিচ : ১. ঝাড়পোঁছ ২. হুঁশ, খেয়াল ৩. ভারতপ্রসিদ্ধ নদী ৫. মিথ্যাবাদী ৮. কৈলাসপর্বত ১০. অল্পতা, হ্রাস ১১. নবরত্ন-র অন্যতম ১২. অনাদায়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫০০ : পাশাপাশি : ১. দুপয়সা ৩. পরত ৫. খল ৭. ইন্তিহা ৮. রওনা ১০. গণনা ১২. মঞ্জিল ১৪. ধব ১৭. গলদা ১৮. কাদম্বর। **উপর-নিচ :** ১. দুঃখ ২. সানাই ৩. পরিহার ৪. তর্ক ৬. লক্ষণ ৯. ওষুধ ১১. নামজাদা ১২. লটকা ১৫. বছর ১৬. যোগ।

১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০০৫০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০৬০০
হলমার্ক গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৫১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৮৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৯০০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.০৬	৮৭.৫৭
ইউরো	১০৪.৯৫	১০২.৮৭
পাউন্ড	১২০.৩৪	১১৮.০৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মনামি ঘোষ, সঙ্গে কনীনিকা

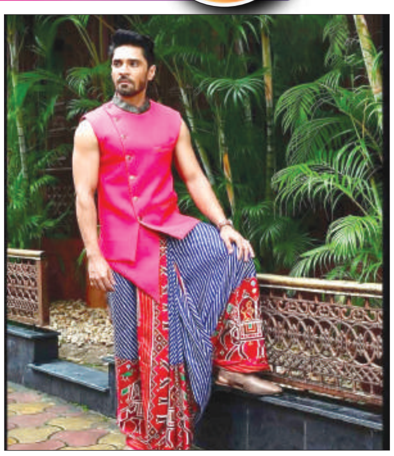

■ গৌরব চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

20 September, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

কাটল জট। রেল ও রাজ্য, দু'পক্ষের আলোচনায় মিটে গেল চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ে মেট্রো রেল প্রকল্পের নির্মাণ সমস্যা। চলতি মাসেই শুরু হয়ে যাবে বকেয়া কাজ, জানাল আরভিএনএল

পুজোর আগে শহরের রাস্তার হাল খতিয়ে দেখলেন মেয়র

■ রাস্তার হাল খতিয়ে দেখছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সন্ধ্যায় শ্যামবাজারে (বাঁদিকে), বিকেলে বেহালায়।

প্রতিবেদন : দিন গোনা শেষ। রাত পোহালেই মহালয়া। শহরে পুজোর ঢাকে কাঠি প্রায় পড়েই গিয়েছে। শনিবারই কলকাতার কয়েকটি পুজোমণ্ডপের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে শহরের রাস্তাঘাট কোথায় কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, শেষ মুহূর্তে পথঘাটের হালহকিকত সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রাজপথে নামলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার বিকেলের পর দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার অবস্থা ঘুরে দেখেন মহানাগরিক। সঙ্গে ছিলেন পুর-কমিশনার ধবল জৈন-সহ রাস্তা ও অন্যান্য বিভাগীয় আধিকারিকরা। বেহালার জেমস লং সরণি, শখেরবাজার, মতিলাল গুপ্ত রোড, হরিদেবপুর মহাত্মা গান্ধী রোড-সহ একাধিক রাস্তায় কোথায় কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, কতদূর সারানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখেন মেয়র। প্রয়োজনীয় নির্দেশ-পরামর্শও দেন তিনি। মেয়র বলেন, অনেকদিন ধরে অভিযোগ ছিল, কেইআইআইপি যে ১৩৫টি রাস্তার কাজ করেছে, তার মধ্যে কিছু রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে। পুরসভার রোড ডিপার্টমেন্ট আর কেইআইআইপি মিলে সেই রাস্তাগুলো ঠিক করে দিয়েছে। এখনও ওভারঅল যা দেখলাম, কাউন্সিলরদের থেকেও যা রিপোর্ট পেলাম, ঠাকুরপুকুরের কিছু ছাড়া সব রাস্তাই মোটামুটি ঠিক আছে। পুজোর আগে তাও ঠিক হয়ে যাবে। এদিন হরিদেবপুরে রাস্তা পরিদর্শনের সময় এক মহিলা মেয়রের কাছে কলকাতার রাস্তাঘাটের হাল নিয়ে অভিযোগ জানান। তাঁর দাবি, জেলার রাস্তা এত ভাল হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার কিছু রাস্তা বারবার খারাপ হয়ে যায় কেন? মহানাগরিক গুরুত্ব সহকারে তাঁর অনুযোগ শুনে বুঝিয়ে বলেন, জেলায় বারবার জল কিংবা ইলেকট্রিকের কাজের জন্য রাস্তা খুঁড়তে হয় না। তাছাড়া কলকাতার মতো ফুটপাথও জেলায় নেই। বর্ষায় অতিবৃষ্টির জেরে শহরের রাস্তা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এবার আমরা পেভার্স ব্লকের ব্যবহার করছি সব রাস্তায়। এদিন রাতে মহানাগরিক বাইপাস থেকে শুরু করে বেলেঘাটা, ফুলবাগান, উলটোডাঙা, শ্যামবাজার, লেনিন সরণি, পার্ক স্ট্রিট, পার্ক সার্কাস, গড়িহাট, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জের রাস্তা ঘুরে দেখেন।

মন্ত্রীর উদ্যোগে সাব-স্টেশনের কন্ট্রোল রুম বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন

■ শুক্রবার সল্টলেক স্টেডিয়াম সাব স্টেশনের কন্ট্রোল রুম বিল্ডিংয়ের সূচনায় বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

প্রতিবেদন : আরও ভাল বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে তৎপর দফতর। এই লক্ষ্যেই শুক্রবার চালু হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন সংস্থার সল্টলেক স্টেডিয়াম ১৩২ কেভি জিআই সাব স্টেশনের কন্ট্রোল রুম বিল্ডিং। সূচনা করলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সূচনার পর মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই সাব-স্টেশনের বিদ্যুৎ সংবহন ক্ষমতা ১৮৬.৩ এমভিএ। সাব-স্টেশনটি সল্টলেক স্টেডিয়াম সংলগ্ন অঞ্চলের প্রায় ১ লক্ষ সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহক, মেট্রোরেল, আইটি সেক্টর এবং শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রের বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রসঙ্গত, শহরে বিদ্যুৎ পরিষেবা আরও উন্নত করতে ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে দফতর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নারীদিবসে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সল্টলেকের ১৩২ কেভি জিআই সাব স্টেশন চালু করেছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, যা শুধু বাংলা নয়, সারা দেশের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষেত্রে অন্যতম নজির স্থাপন করেছে।

পুজোয় মাঝরাত অবধি চলবে ফেরি পরিষেবা

সংবাদদাতা, হাওড়া: দুর্গাপুজোয় পরিবহণ নিয়ে একটা চিন্তা থাকে দর্শনার্থীদের। এবার সেই চিন্তা মিটিয়ে হাওড়া এবং কলকাতার মধ্যে মাঝরাত পর্যন্ত ফেরি পরিষেবা চলার কথা জানালেন হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান বাপি মান্না। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য এবার হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতি রাত ৮টার পরিবর্তে রাত ১২টা পর্যন্ত লঞ্চ চালানো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দর্শনার্থীদের ভিড় থাকলে বারোটার পরেও লঞ্চ চালানো হবে। তিনি বলেন, রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত যাত্রীরা ফেরিঘাটে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত চালানো হবে লঞ্চ। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী গ্রাম থেকে রাতের কলকাতায় ঠাকুর দেখতে আসেন। শুধু হাওড়া নয়, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া সহ বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী ট্রেনে চেপে হাওড়া স্টেশনে আসেন। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মোট আটটি লঞ্চ চালানো হবে। হাওড়া থেকে সরাসরি বাগবাজার, শোভাবাজার, আহিরীটোলা, গোলাবাড়ি রুটের পাশাপাশি বাবুঘাট রুটেও লঞ্চ চালানো হবে। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত ৬ দিন এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। এই জন্য সমিতির কর্মচারীদের পুজোর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। শহরতলি এবং গ্রামের দর্শনার্থীরা রাস্তার যানজট এড়িয়ে নির্বিঘ্নে যাতে তাড়াতাড়ি পুজোমণ্ডপে পৌঁছে যেতে পারেন তার জন্যেই মাঝরাত পর্যন্ত লঞ্চ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পুজোর আগে রাস্তা মেরামত পুরসভার

■ হাওড়া শহরের রাস্তা মেরামতের কাজ পরিদর্শনে মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। রয়েছেন পুরকর্তারাও।

হাওড়া

সংবাদদাতা, হাওড়া : পুজোর আগে ফের উন্নয়নের জোর পুর প্রশাসনের। পুজোর আগে শহরের সমস্ত রাস্তা মেরামত করতে উদ্যোগী হল হাওড়া পুরসভা। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। শহরের ছোট থেকে মাঝারি মাপের যেসব রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সেগুলি সবই মেরামত করে দেওয়া হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে খবর, কিছু রাস্তায় প্যাচওয়ার্ক এবং কিছু রাস্তার আমূল মেরামত করা হচ্ছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের 'ডব্লু' রোড, মধ্য হাওড়ার যোগীন মুখোপাধ্যায় রোড, শিবপুরের কাশীনাথ চ্যাটার্জি লেন, কামারডাঙা রোড, সালকিয়ার ত্রিপুর রায় লেন, নস্করপাড়া রোড-সহ এরকম একাধিক রাস্তায় জোরকদমে মেরামতের কাজ চলছে। হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী পুর ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি রাস্তা মেরামতির কাজ সরেজমিনে ঘুরে দেখছেন। বিভিন্ন জায়গায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদারকি করছেন। ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী জানান, পুজোর আগে হাওড়া শহরের অধিকাংশ রাস্তাই পুরোপুরি মেরামত করা হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে জোরকদমে কাজ চলছে। এর জন্য পুরসভার তরফে সমস্ত বরো মিলিয়ে ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া পঞ্চাননতলা রোড, বেলিলিয়াস রোড, নরসিংহ দত্ত রোড, ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাস রোডের মতো বড় রাস্তাগুলি কেএমডিএ'র তরফে মেরামত করা হচ্ছে। হাওড়া-আমতা রোড জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অধীন হওয়ায় ওই রাস্তাটি ওঁরাই সংস্কার করবেন। পুজোর আগেই শহরের অধিকাংশ ভাঙাচোরা রাস্তার অধিকাংশই মেরামত করা হয়ে যাবে।

পাড়া সমাধান শিবিরে অনন্য উদ্যোগ হাড়োয়ায়

সংবাদদাতা, হাড়োয়া : মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির। এবার এই ক্যাম্প থেকেই নেওয়া হল পরিবেশ বাঁচানোর উদ্যোগ। এদিনের শিবিরে যে সমস্ত

মানুষ এসেছিলেন তাঁদের হাতে চারাগাছ ও একটি করে লাল গোলাপ তুলে দেওয়া হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শালিপুর গ্রামে শুক্রবার 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির বসেছিল। সেই ক্যাম্প থেকে এবার পরিবেশ বাঁচাতে অভিনব উদ্যোগ নিল পঞ্চায়েত, প্রশাসন। এদিনের ক্যাম্পে পরিবেশ বাঁচানোর বিশেষ বার্তাও দেওয়া হয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন যেভাবে দিনের পর দিন বাড়ছে তাতে আগামী দিনে উদ্বেগ আরও বাড়বে বই কমবে না। তাই প্রশাসন এবার 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পকে বেছে নিলেন পরিবেশ বাঁচানোর জন্য অর্থাৎ ক্যাম্পে আসা সাধারণ মানুষকে একটি করে ফলের গাছ উপহার দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁদেরকে সেই গাছটিকে কীভাবে যত্ন করবেন এবং কীভাবে গাছ থেকে লালন-পালন করবেন সেই বার্তা দেওয়া হয়। আগামী দিনে আরও বেশি-বেশি করে গাছ লাগানোর বার্তাও দেওয়া হয়।

ধৃত মূল অভিযুক্ত

প্রতিবেদন : ১৩ দিনের লুকোচুরি শেষে পুলিশের জালে হরিদেবপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত দেবাংশু বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে অভিযান চালিয়ে দেবাংশুকে গ্রেফতার করেন হরিদেবপুর থানার তদন্তকারী অফিসাররা। ৫ সেপ্টেম্বর রাতে রিজেন্ট পার্ক এলাকার একটি ফ্ল্যাটে জন্মদিনের পার্টির নাম করে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে এক অভিযুক্ত চন্দন মল্লিককে বর্ধমান স্টেশন থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে ১০ সেপ্টেম্বর। কিন্তু ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল আর-এক অভিযুক্ত দেবাংশু বিশ্বাস। পরিবারের তরফে বারবার তদন্তে অসহযোগিতা করা হচ্ছিল। কিন্তু তদন্তকারীরা ক্রমাগত অভিযুক্তের মায়ের উপর নজর রেখেছিলেন। তার পরই বৃহস্পতিবার রাতে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে মায়ের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে দেবাংশু।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মশকরার জবাব

বিজেপি নামের দলটি আসলে বাংলাবিরোধী, বাঙালিবিরোধী, বাংলা সংস্কৃতি-বিরোধী। যেনতেন প্রকারেণ বাংলার বিরোধিতা করা স্বভাব, ব্যতিব্যস্ত করার মন নিয়ে ৩৬৫ দিন চলেছে। বাংলায় দুর্গোৎসব শুধু যে সবচেয়ে বড় উৎসব তাই নয়, সারা পৃথিবীর বাঙালি এই উৎসবকে ঘিরে একত্র হন। এটা এখন কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের অনুষ্ঠান নয়, এটা এখন মানুষের উৎসব। সারা দেশ জুড়ে এই উৎসব চলে। যে মুম্বইয়ে গণেশ উৎসব সবচেয়ে ধুমধাম করে হয়, সেখানেও বিশাল ধুমধাম দুর্গাপুজোকে ঘিরে। দেশ থেকে বিদেশ, সর্বত্র। পুজো মানেই চারটে দিন ছুটি। পুজো মানেই পরিবার, স্বজন, পড়শিদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করা। আর সেই পুজোতেই অমিত শাহর মন্ত্রক একটি পরীক্ষা ফেলে দিয়েছে। এইসব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ফেলার আগে দেখে নেওয়া হয়, যেন কোনও রাজ্যে কোনও উৎসব বা ছুটি না থাকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বাংলার দুর্গাপুজোর দুটো দিনে এই পরীক্ষা ফেলেছে। বাংলা, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর সময়ই পরপর দু'দিন পরীক্ষা ফেলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাও আবার আইবি সিকিউরিটি রিক্রুটমেন্টের। বুঝুন কাণ্ড! ভরা শারদোৎসবের মাঝে পরীক্ষা। অথচ যাঁর ডিপার্টমেন্ট পরীক্ষা নেবে, সেই মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স (স্বরাষ্ট্র দফতর)-এর মন্ত্রী অমিত শাহ, তিনিও নাকি কলকাতায় আসবেন পুজো উদ্বোধনে! একে কী বলবেন? এরা বাংলাবিরোধী নয়? বাঙালির শ্রেষ্ঠ দুর্গোৎসবের সময় এই মশকরা বাঙালি ভাল ভাবে নিলেন না। জবাব হবে যথাসময়ে।

মতলবটা কী?

বিহারে নির্বাচন হবে। তার আগে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চায় নির্বাচন কমিশন। এ পর্যন্ত যুক্তি বোঝা গেছিল। ধরে নেওয়া যেতেই পারে সেই কারণেই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন হয়েছে। আগামী বছর অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ুতে নির্বাচন। এটাও মেনে নেওয়া যায় যে, ওইসব রাজ্যেও ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চায় কমিশন। অর্থাৎ ভোটের আগে জাল ভোটার, ভুয়ো ভোটার ঝাড়াই-বাছাই করে সংশোধিত তালিকা নির্মাণ। কিন্তু নির্বাচন কমিশন হঠাৎ গোটা দেশেই ভোটার তালিকা সংশোধনের লক্ষ্যে দেশ জুড়ে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) করতে এতটা মরিয়া কেন? এটা অবশ্যই অস্বাভাবিক। কারণ , এই তো বিগত দেড় দু'বছরের মধ্যে কতগুলি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেল? ২০২৩ সালে ৯টি রাজ্যে। ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, কর্নাটক, মিজোরাম, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা। এরপর ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট। পাশাপাশি আরও ৮টি রাজ্যে হয়েছে ভোট। ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, জম্মু-কাশ্মীর, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশেও হয়ে গেল বিধানসভা ভোট। অর্থাৎ এর মধ্যে একাধিক রাজ্য আছে যেখানে ভোট হয়েছে, তারপর এখনও ১২ মাসও কাটেনি। ২০২৫ সালে ভোট হল দিল্লিতে। সবেমাত্র ৬ মাস আগে। তার মানে বিগত দেড় দু'বছরের মধ্যে দেশের ১৮টি রাজ্যেই ভোট হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ এদের ভোটার তালিকায় এত স্বল্প সময়ের মধ্যেই কী এমন গোলমাল হয়ে গেল? এসব রাজ্যের পরবর্তী ভোট আবার ২০২৮ সাল থেকে শুরু হবে। অনেক দেরি। তাহলে এইসব রাজ্যেও আবার সবেমাত্র ভোট হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় গোটা দেশের সঙ্গেই ভোটার তালিকা সংশোধন হবে কোন যুক্তিতে? কেন কমিশন হঠাৎ গোটা দেশেই এভাবে এসআইআর করতে চাইছে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি তবে আদতে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন? বিহারের ভোট আগামী দিনে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবে। সেটা বুঝতে পেরেই কি মোদির এই পদক্ষেপ? আগামী চার বছরে মোদির জনপ্রিয়তা আবার শিখরে পৌঁছবে— এরকম কোনও সম্ভাবনা আর আছে? নেই। রামমন্দিরই যেখানে অযোধ্যায় বিজেপিকে জেতাতে পারেনি, কেন্দ্রে গরিষ্ঠতা দিতে পারেনি, তখন হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি অথবা ঘোষণাও পারবে না। কিন্তু ২০২৯ সালে লোকসভা ভোট হলে নরেন্দ্র মোদি আবার প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হবেন এই সম্ভাবনা কম। সেটা মাথায় রেখেই কি এই ছল?

— সিদ্ধার্থ দত্ত, নিউ আলিপুর, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ডাক্তার! ও ডাক্তার!!

মার্চ মাসের শেষের দিকে বিদেশের মাটিতে শান্ত ও দৃঢ়ভাবে বিরূপ পরিস্থিতি সামলে মুখ্যমন্ত্রী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজের ও দেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করেছেন। আর এখন, ছয় মাসের মধ্যে সেদিন যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, তাঁদের দোষে তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক দলের ও দেশের মাথা হেঁট হল। লিখছেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

'ডাক্তার মানে তো মানুষ নয়
আমাদের চোখে সে তো ভগবান
কসাই আর ডাক্তার এক'ই তো নয়
কিন্তু দুটোই আজ প্রফেশান
কসাই জবাই করে প্রকাশ্য দিবালোকে
তোমার আছে ক্লিনিক আর চেম্বার
ও ডাক্তার... ও ডাক্তার...'

চেনা গান। কথা ও সুর, নচিকেতার। এই গানে কসাই আর ডাক্তার অন্বিত হয়েছে অর্থলোলুপতার সৌজন্যে। আর এখন জানছি বামপন্থী রামপন্থী ভয়ানক মমতা-বিরোধী ডাক্তার কসাইসুলভ হয়ে উঠছেন মাংসলোলুপ হওয়ার কারণে। সে মাংস আবার কোনও গবাদি পশুর খাদ্য-উপযোগী মাংস নয়। একেবারে তাজা মাংস। নারী শরীরের! এবং, কী আশ্চর্য! অত্যাশ্চর্য সমাপতন! সেই ডাক্তারবাবুও বিলাতি ডিগ্রিধারী। এক্কেবারে নচিকেতার গানের মতো।

মনে পড়ে কলিগুলো?
ও ডাক্তার, ও ডাক্তার...
তুমি কতশত পাশ করে
এসেছ বিলেত ঘুরে
মানুষের যন্ত্রণা ভোলাতে
ও ডাক্তার, ও ডাক্তার...
তোমার এমবিবিএস না না এফআরসি
বোধহয় এ টু জেড ডিগ্রি ঝোলাতে
ও ডাক্তার, ও ডাক্তার...

মহিলা সহকর্মীদের 'টাটকা মাংস' হিসেবে দেখা, অপারেশন টেবিলে নার্সের স্তন খামচে ধরা— ব্রিটেনের 'যৌন শিকারি' বাঙালি ডাঃ অমল বোসের কথা বলছি।

একদা ল্যাঙ্কাশায়ার ব্ল্যাকপুল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে হৃদরোগ চিকিৎসার বিভাগীয় প্রধান। আপাতদৃষ্টিতে একজন 'নিবেদিতপ্রাণ, অত্যন্ত দক্ষ শল্যচিকিৎসক। কিন্তু সেটা ডাঃ জেকিলের ছবি। মিঃ হাইড হিসেবে এই ব্যক্তিরই অন্য রকম কীর্তিকলাপ।

অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতির সময় এক নার্সের স্তন খামচে ধরেছিলেন তিনি। আর এক মহিলার অভিযোগ, কলম খুঁজতে গিয়ে তিনি তাঁর পকেটে হাত দেন ও স্তন খামচে ধরে 'তাজা মাংস' বলে বর্ণনা করেন। এহ বাহ্য, ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে তিনি একাধিকবার মহিলা সহকর্মীদের যৌনহেনস্থা করেন বলে প্রমাণিত। অন্তত পাঁচজন মহিলা সহকর্মী তাঁর হয়রানির শিকার হয়েছেন। ২০২৩ সালে যৌনহেনস্থার অভিযোগে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা গড়ায়। ব্রিটেনের আদালত ৫৫ বছর বয়সি এবং পাঁচ সন্তানের বাবা এই বিকৃত রুচির বাম-রামপন্থী চিকিৎসককে ৬ বছরের জন্য জেলে পাঠিয়েছে।

প্রিস্টন ক্রাউন কোর্টে বিচারক ইয়ান আনসওয়ার্থ অমলকে বলেন যে, তিনি তাঁর 'উচ্চ অবস্থান' ব্যবহার করে সহকর্মীদের 'টার্গেট' করে গেছেন! এই বিশ্বাসের বশে তিনি এই কাজ করেছেন যে তিনি কোনওভাবেই অভিযুক্ত হবেন না। তাঁকে 'সাদা পোশাকের আড়ালে থাকা এক যৌন শিকারি' বলে বর্ণনা করে আদালত। কারণ, অমলের মধ্যে কৃতকর্মের কোনও প্রকৃত অনুশোচনা দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন বিচারকেরা। এমন রত্নখচিত চরিত্র যাঁর, তাঁকেই বীরের সন্মান দিতে ইতস্তত করেনি গণশক্তি।

অক্সফোর্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ পণ্ড করার অপচেষ্টা যেসব রাম-বাম 'বীরপুঙ্গবরা' চালান, তাঁদের অন্যতম ছিল এই 'সাদা পোশাকের আড়ালে থাকা এক যৌন শিকারি' ডাক্তার অমল বোস। এসএফআই সেদিন এই ডাক্তারের অপচেষ্টার সাফাই দিতে গিয়ে বলেছিল, 'অক্সফোর্ডে গিয়ে মিথ্যাভাষণ দেবেন, আর SFI চুপ করে শুনবে? তা হয় না।'

সেদিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনেই অমল বোসের মতো গুটিকয় বিক্ষোভকারীকে 'বাপি বাড়ি যা' করে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিয়েছিলেন নিজের মনকে বশে রেখে, সংযত রেখে। বিক্ষোভকারীদের স্লোগান এবং পোস্টারের সামনে তিনি বললেন, 'আমি আপনাদের সকলকে খুব ভালবাসি। আপনারা আপনাদের পার্টিকে আরও মজবুত করুন। যাতে আমার সঙ্গে তারা লড়তে পারে!' পাশাপাশি মনে করিয়ে দিলেন, দেশের প্রতিনিধি হয়েই তিনি বিলেতে এসেছেন, অক্সফোর্ডে বক্তৃতা করছেন। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'আমাকে অপমান করছেন করুন। দেশকে অপমান করবেন না।' মমতার উদ্দেশে যখন বিক্ষোভকারীরা পোস্টার দেখাচ্ছেন, তখন জননেত্রীও পোডিয়াম থেকে পাল্টা পোস্টার দেখান। তাতে তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ করা ছবি। ১৯৯০ সালের ১৬ অগাস্ট হাজরা মোড়ে তাঁর উপর যে হামলা হয়েছিল, পরের দিনের সংবাদপত্রে ওই ছবিটিই প্রকাশিত হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী যখন ওই ছবি তুলে ধরছেন, তখন বিক্ষোভকারীদের দিক থেকে বলা হয়, 'নাটক! নাটক!' পাল্টা জননেত্রী শান্ত অথচ দার্ঢ্য কণ্ঠে বলেন, 'কোনও নাটক নয়। এটাই ঘটনা।' বাকি দর্শকদের সমবেত প্রতিবাদের সামনে বিক্ষোভকারীরা অবশ্য বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেননি। পোস্টার নিয়ে হল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয় তাঁদের। আর নেত্রী বলেন, 'ওঁরা আমায় মিস্ করলেন।' তার পরে বললেন জনপ্রিয় ইংরেজি গানের দু'লাইন, 'ইফ ইউ মিস্ দ্য ট্রেন অ্যাম অন, ইউ উইল নো দ্যাট আই অ্যাম গন! ইউ ক্যান হিয়ার দ্য হুইসল ব্লো আ হানড্রেড মাইলস।' সেটা ছিল এ-বছরেরই ২৮-২৯ মার্চের ঘটনা। ছ'মাসের মধ্যে জানা যাচ্ছে, বুক পকেট থেকে কলম নেওয়ার অছিলায় নার্সের স্তন খামচে জেলে গেছেন অভয়া মঞ্চের চিকিৎসক।

সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হাসিমুখে জানান, এতে আমার আরও এখানে আসতে ইচ্ছে করছে। মনে রাখবেন, দিদি কারও তোয়াক্কা করে না, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো হাঁটে। যদি পারো, আমাকে ধরো।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত নারী, শিশু ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত ছিলেন। তিনি নিজের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন 'কন্যাশ্রী' ও 'স্বাস্থ্য সাথী' নিয়েও কথা বলেন।

আর কী আশ্চর্য! ওই ডাক্তার নারী নির্যাতনের দায়ে জেলে গেলেন। একেবারে কাব্যিক ন্যায়বিচার!

বিদেশের মাটিতে শান্ত ও দৃঢ়ভাবে বিরূপ পরিস্থিতি সামলে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজের ও দেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করেছেন। আর এখন, সেদিন যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল, তাঁদের দোষে তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক দলের ও দেশের মাথা হেঁট হল।

এর বেলা গণশক্তি কী সাফাই দেবে?

রাম পক্ষ বাম পক্ষ যাই সাফাই দিক, ওদের মিথ্যে কথায় কান না দিয়ে, আসুন আমরা গলা মেলাই নচিকেতার গানে,

'তোমার ছেলের চোখে দেখেছ কি
কত ঘৃণা জমা অবাক্ত
তোমারও অসুখ হবে, তোমারি
দেখানো পথে
যদি তোমাকেই দেখে কোনও
ডাক্তার
ও ডাক্তার... ও ডাক্তার...
ও ডাক্তার... ও ডাক্তার...'

পুনশ্চ : অক্সফোর্ডে যারা জননেত্রীর ভাষণ ভণ্ডুল করতে নেমেছিল তারা কেবল ডাঃ অমল বোসের মতো বামাচারী ছিলেন না, গেরুয়া পার্টিও উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে। সুশীল ডোকওয়াল এক্কা, ব্রিটেনের এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সংস্থার উচ্চপদে কর্মরত, তিনিও মার্চের শেষ ভাগে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে শামিল ছিলেন বলে জানা গিয়েছিল। এক্কা কট্টর বিজেপি সমর্থক বলে পরিচিত। ফলে বিলেতের মাটিতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় রাম-বাম যৌথ ষড়যন্ত্রের একেবারে হাতেগরম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তখনই। অমল বোস যখন জেলে, তখন সুশীল ডোকওয়াল এক্কার মনের অবস্থা কেমন, সেটা অবশ্য এখনও অজ্ঞাত।

মহালয়ার দিন ব্লু লাইনে মেট্রোর সংখ্যা বাড়াচ্ছে কর্তৃপক্ষ। সাধারণত দিনে ১৩০টি মেট্রো ব্লু লাইনে চলাচল করলেও রবিবার শহিদ ক্ষুদিরাম ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে চলাচল করবে ১৮২টি মেট্রো

পুজোয় নিরাপত্তা-নজরদারি প্রস্তুত আছে কলকাতা পুলিশ

উত্তর থেকে দক্ষিণ পুজোমণ্ডপ পরিদর্শনে সিপি

প্রতিবেদন : শিয়রে শারদোৎসব। আর কয়েকদিনের মধ্যেই শহর জুড়ে জনতার ঢল নামবে। জনস্রোতে ভাসবে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ। তার আগে শুক্রবার কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুজো প্যান্ডেলগুলি ঘুরে দেখলেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। সকাল থেকে বৃষ্টি মাথায় শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে চেতলা অগ্রণী, সুরুচি সংঘ, কেঁদুয়া শান্তি সংঘ, দেশপ্রিয় পার্ক, ত্রিধারা সম্মিলনী, একডালিয়া এভারগ্রিন, বেহালা নতুন দল, টালা প্রত্যয় এবং কলেজ স্কোয়ারের মতো মণ্ডপ পরিদর্শন করেন নগরপাল। সঙ্গে ছিলেন কলকাতা পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। মূলত ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন কমিশনার। নগরপাল জানিয়েছেন, আগামিকাল থেকেই আমরা কিছু কিছু প্রস্তুতি রাখছি। পুজোর দিনগুলিতে আমরা অনেক এক্সট্রা ম্যান পাওয়ার রাখছি। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের উপর আলাদা করে জোর দেওয়া হবে। বড় বড় পুজো যেগুলি থাকছে, সেখানে ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর

■ দক্ষিণ কলকাতায় মণ্ডপ পরিদর্শনে মনোজ ভার্মা। রয়েছেন দেবাশিস কুমার।

দেওয়া হচ্ছে। সারারাত পুলিশ থাকবে। বিশেষ করে রাত ২টো থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত অতিরিক্ত পুলিশ থাকছে। কমিশনারের কথায়, সাধারণ মানুষের সুরক্ষাই আমাদের মূল লক্ষ্য। ইতিমধ্যে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে। পুজোর সময় শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা যাতে স্বাভাবিক থাকে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হবে। পুজোর ক'টা দিন মানুষ যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য কলকাতা পুলিশ সবরকমভাবে প্রস্তুত।

৮ হাজার পড়ুয়াকে ইলেকট্রিশিয়ানের প্রশিক্ষণ রাজ্যের

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার প্রায় আট হাজার পড়ুয়াকে ইলেকট্রিশিয়ানের প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে। বিভিন্ন আইটিআই-তে আটদিনের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কোর্স শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে প্রার্থীরা কারিগরি শিক্ষা দফতরের শংসাপত্র পাবেন। যা ভবিষ্যতে তাঁদের চাকরির সুযোগ তৈরিতে সাহায্য করবে। যাঁরা আগে থেকেই ইলেকট্রিশিয়ানের প্রাথমিক কোর্স করেছেন, মূলত তাঁদেরই এ প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাতে-কলমে শেখানো হবে বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং-এর কাজ, পাশাপাশি হাইটেনশন তারে কাজ করার পাঠও দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রার্থীরা শংসাপত্র দেখিয়ে লাইসেন্সিং বোর্ডে আবেদন করতে পারবেন। কারণ হাইটেনশন লাইনে কাজ করতে গেলে বৈধ লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। যোগ্য মনে করলে তাঁদের দেওয়া হবে আনুষ্ঠানিক লাইসেন্স।

মুণ্ডবিহীন মৃতদেহ উদ্ধারে ৩ জনের যাবজ্জীবন সাজা

■ মনিরা খাতুন, ফরমান লস্কর ও বাবলু আতিয়ার রহমান।

সংবাদদাতা, জয়নগর : রাজাপুর কারাবেগ গ্রামে এক মহিলার মুণ্ডবিহীন মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বারুইপুর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। এছাড়াও দশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়।২০২০ সালের ১৬ অক্টোবর জয়নগর থানার রাজাপুর কারাবেগ গ্রামে এক মহিলার মুণ্ডবিহীন মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্ত নেমে ফরমান লস্কর, আতিয়ার রহমান ও মনিরা খাতুনকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারী অফিসার। ১৬ জন সাক্ষী দেয়। বৃহস্পতিবার তিনজনকেই দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। শুক্রবার বারুইপুর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তিনজনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করে। এদিন বিচারক জানান, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারায় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। এছাড়াও জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয়মাস কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়।

রাজ্য-রাজ্যপাল বিবাদে বৈঠক চান নরিম্যান

প্রতিবেদন : সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের শপথবাক্য একই। দু'জনেরই কর্তব্য সংবিধান ও জনগণের স্বার্থরক্ষা করা। অথচ দু'জনের নিয়োগ বা অপসারণের পদ্ধতি আলাদা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সাংসদ ও বিধায়কদের দ্বারা। কিন্তু রাজ্যপালকে নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের একমাত্র পথ ইমপিচমেন্ট। রাজ্যপালকে ইচ্ছে করলেই রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া যায়। এ-কারণেই রাজ্যপাল বরাবরই কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। এমনই মত সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রোহিন্টন ফলি নরিম্যানের। শুক্রবার কলকাতায় ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিসডিক্যাল সায়েন্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নিজের ভাষণে তিনি একথা বলেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হচ্ছে। এরমধ্যে বিধানসভায় পাশ হওয়া একের পর এক বিল আটকে রাখা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে। দেশজুড়ে তৈরি হওয়া এই বিরোধের স্থায়ী মীমাংসায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সাংবিধানিক বৈঠকের প্রয়োজন। সেখান থেকে কোনও সমাধান মিলতে পারে বলেই মনে করেন নরিম্যান।

এনইউজেএসে আয়োজিত 'রাজ্যপাল কি কেন্দ্রের প্রহরী না রাজ্যের প্রকৃত প্রধান' শীর্ষক সপ্তম এম কে নাম্বিয়ার ভাষণ দিতে এসেছিলেন নরিম্যান। বলেন, বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল ফেরত পাঠানোর পর ফের পাশ হয়ে অনুমোদনের জন্য এলে তা কতদিন আটকে রাখা যাবে, তার স্পষ্ট কোনও সময়সীমা নেই। তবে সেই বিল ফেরত পাঠালে রাজ্যপাল অনুমোদন দিতে বা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে বাধ্য। এখানেই সমস্যা শুরু। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন ভোপালের জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ভি বিজয়কুমার এবং এনইউজেএসের উপাচার্য ড. নির্মলকান্তি চক্রবর্তী।

অস্কারে হোমবাউন্ড

প্রতিবেদন : অস্কারের মঞ্চে কোন ছবি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে, আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ঘোষণা করল ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। ভারতের অফিসিয়াল অস্কার মনোনয়ন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ঈশান খট্টর-জাহ্নবী কাপুর অভিনীত ছবি 'হোমবাউন্ড'। কোনও বাংলা ছবি না থাকলেও অস্কারে মনোনয়নের দৌড়ে ছিল হিন্দি-সহ ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ২৪টি ছবি। তার মধ্যে সরকারি মনোনয়ন হিসেবে 'হোমবাউন্ড' ছবিটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সাংসদ অভিষেকের উদ্যোগে কলেজে হল সেবাশ্রয় শিবির

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : পড়াশোনার পাশাপাশি যাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-সুবিধা পান এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগতে না হয়, সেই কারণে কলেজেই অনুষ্ঠিত হল সেবাশ্রয় ক্যাম্প। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এবং ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার দলীয় পর্যবেক্ষক শামিম আহমেদের ব্যবস্থাপনায় ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুক্রবার এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য এই ক্যাম্পে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও আসাম, ওড়িশা, মণিপুর, ঝাড়গ্রাম-সহ দেশের নানা জায়গা থেকে প্রায় দেড় হাজার ছাত্রী এখানে পড়াশোনার জন্য হস্টেলে থাকেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরও কয়েক হাজার ছাত্রী পড়াশোনার জন্য এখানে আসেন। সমস্ত ছাত্রীর স্বাস্থ্য-সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্যোগ নিয়েছেন। এই ক্যাম্পে চক্ষু পরীক্ষা, স্ত্রীরোগ, ইসিজি, ইউএসজি-র মতো পরীক্ষা করার ব্যবস্থাও ছিল।

■ শুক্রবার মহামায়াতলার জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে পুজোর গাইড ম্যাপ উদ্বোধন করেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি। ছিলেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিধায়ক লাভলি মৈত্র, ফিরদৌসী বেগম, বিশ্বনাথ দাস ও বিভাস সরদার-সহ পুলিশ কর্তারা।

দৃষ্টিহীনরাও ঘুরে দেখলেন উমার পরিবারকে

সংবাদদাতা, হুগলি: কথায় আছে ভক্তিতে ভগবান। অনুভূতি দিয়ে ভগবানকে উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু তারপরেও চোখ পরম রত্ন। দৃষ্টি না থাকলে গোটা দুনিয়াটাই অন্ধকার। তাই চোখে দেখার অনুভূতিটা অন্যরকম। কিন্তু ওরা চোখে দেখতে পায় না তাই ভগবানের রূপ-রস-গন্ধ আস্বাদন করতে পারে না। তবে এবার ওরাও ছুঁয়ে দেখল উমাকে। স্পর্শ নিল কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর। আর এই ব্যবস্থা করলেন হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়।

আর একদিন পরেই মহালয়া, সূচনা হবে দেবীপক্ষের। সকলেই মেতে উঠবে পুজোর আনন্দে। তবে অন্ধ শিশুদের যাতে কোনওভাবে মন খারাপ না হয় সেই কারণে তাদের একদম মা দুর্গাকে ছুঁয়ে পুজো অনুভব করার ব্যবস্থা করলেন সুবীর মুখোপাধ্যায়। এই দৃষ্টিহীন শিশুরা পুজোর দিনগুলোতেও আজকে যেভাবে মাকে স্পর্শ করে অনুভব করল ঠিক সেইভাবেই পুজোর দিনগুলোতেও অনুভব করবে।

■ মা'কে স্পর্শ করে দেখছে দৃষ্টিহীনরা।

আজ উত্তরপাড়া মাখলা এলাকার দৃষ্টিহীন স্কুলের শিশুদের চণ্ডীতলা এলাকার পটুয়াপাড়ায় নিয়ে গিয়ে তাদের মা দুর্গাকে স্পর্শ করে পুজোর অনুভব করানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়। আর এই সুযোগ পেয়ে মা দুর্গাকে স্পর্শ করার আনন্দে তখন অনেকেরই চোখে জল। আর এই শিশুদের আনন্দে যেন এলাকার মানুষরাও আজকেই অনুভব করলেন এক অন্য পুজোর আনন্দ। এদিনের এই অন্য পুজোর উৎসবে শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের সাথে ছিলেন জেলা জনশিক্ষা অধিকর্তা সুদীপ্তা মজুমদার সহ স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকারা। আনন্দে এদিন ছোট ছোট বাচ্চারা গান গেয়ে উপভোগ করে পুজোর আনন্দ। এবিষয়ে সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, ওদের দৃষ্টি নেই। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মাকে অনুভব করে। মাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে চায়। কিন্তু পুজোর সময় প্যান্ডেলে পৌঁছেও মাকে ছুঁয়ে দেখতে পারে না। কারণ আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি। মা ওদের কাছে অধরা রয়ে যায়। তাই মাতৃপক্ষের ঠিক প্রাক্কালে শিশির ধোয়া শারদ প্রাতে মাখলা দুই ব্রেল স্কুলের দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আজ সকালে পটুয়াপাড়ায়। ঘুরে ঘুরে ওদের ছুঁয়ে দেখালাম ঠাকুর। ওরা ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করল গণেশ ঠাকুরের শুঁড় আর বাহন ইঁদুর, কার্তিকের ময়ূর, লক্ষ্মীর পেঁচা, মা সরস্বতীর বীণা আর হাঁস, মহিষাসুর, মায়ের রাজরাজেশ্বরী সাজ আর মায়ের পা দু'খানি। এইটুকুতেই কী আনন্দ ওদের!

রাজ্য
20 September, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাতের শহরে বেপরোয়া গাড়ির তাণ্ডব। বৃহস্পতিবার স্ট্র্যান্ড রোডে ভূতনাথ মন্দিরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ধাক্কা মারে চারচাকা গাড়ি। সামনে বসে থাকা ৫ জন জখম হন। পুলিশ চালককে আটক করেছে

বাড়ি গিয়ে সমীক্ষার নামে তথ্য পাচার

বিজেপির চক্রান্তের পর্দাফাঁস বাসন্তীতে জালে এক তরুণী

সংবাদদাতা, বাসন্তী : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমীক্ষার নাম করে এ-রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিজেপির এই ষড়যন্ত্র নিয়ে আগেই রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আশঙ্কা যে অমূলক নয়, এরই মধ্যে তা প্রমাণিত। রাজ্যের একাধিক এলাকায় এর আগে এই ধরনের সমীক্ষার অভিযোগ উঠেছে। গ্রেফতারও হয়েছে কয়েকজন। ফের একই ঘটনা বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়ায়। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার কয়েকজন মহিলা মোবাইল ফোন ও ট্যাব, ল্যাপটপ নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষার নামে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। সেই তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পোর্টালে তোলা হচ্ছিল। সন্দেহ হওয়ায় এক মহিলা জেরা করতেই বেরিয়ে আসে আসল ঘটনা। তাঁকে আটক করে স্থানীয় মহিলারা পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছেন। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের কাঁঠালবেড়িয়ায়। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষার নামে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন সুজাতা সানা নামে ওই মহিলা। তাঁর বাড়ি সন্দেশখালি থানার দাউদপুর গ্রামে। অভিযুক্তের কাছে ইম্পেটাস রিসার্চ লিমিটেড নামে এক সংস্থার আইডেন্টি কার্ড মিলেছে। অভিযোগ, তথ্য সংগ্রহের সময় ওই মহিলা জানতে চান, কোন রাজনৈতিক দল ভাল? নরেন্দ্র মোদি না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কে বেশি জনপ্রিয়? পাকাবাড়ি না কাঁচাবাড়ি কোনটা ভাল? পাকিস্তান না বাংলাদেশ, কোন দেশ পছন্দ? এইসব প্রশ্নের উত্তর তিনি এনসিএস নামের এক পোর্টালে পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু দিল্লিতে তাঁদের সংস্থার দফতরে বারবার ফোন করেও উত্তর মেলেনি।

এছাড়াও আধার নম্বর, ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর-সহ অন্যান্য তথ্য নেওয়া হচ্ছিল। এলাকার মানুষ ওই মহিলাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজা গাজি ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তার কথায় অসঙ্গতি মেলায় তাকে বাসন্তী থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। বাসন্তীর পুলিশ মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সেখানে তাকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেন। পরে পুলিশ ওই তরুণীকে ছেড়ে দেয়। বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, রাজ্যে গভীর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে কেন্দ্র। সমীক্ষার নামে তথ্য সংগ্রহ করে তা দিল্লিতে পাচার করা হচ্ছে। এক মহিলা সমীক্ষার নামে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়ায়। পুলিশের হাতে মহিলাকে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।

সার্ভে করতে গিয়ে বাসন্তীতে গণ-জিজ্ঞাসাবাদের মুখে অভিযুক্ত তরুণী সুজাতা সানা। বৃহস্পতিবার।

নিম্নচাপ, পুজোয় ভিলেন হওয়ার সম্ভাবনা বৃষ্টির

প্রতিবেদন : পুজোর মুখে ফের চোখ রাঙাচ্ছে নিম্নচাপ। রাজ্য জুড়েই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি। মহালয়াও বৃষ্টি ভেজা হবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ২৫ সেপ্টেম্বরের আগে উত্তর বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। এর প্রভাব থাকবে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শনিবার বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। মহালয়ায় আংশিক মেঘলা আকাশ ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। কিন্তু দুপুরের পর থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপকূলের জেলাগুলিতে রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্তও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে পুজোয় যে ভিলেন বৃষ্টি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২১ তারিখ মহালয়ার দিন দক্ষিণের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠী থেকে শুরু করে ২ অক্টোবর নবমী পর্যন্ত বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ১ অক্টোবর বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গেও ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে বাড়বে বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে শনিবার অপেক্ষাকৃত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে।

হাওড়ার ৫০ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্মিত দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে প্রায় ৫০০ জন দুঃস্থকে নতুন বস্ত্র বিতরণ করলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র, শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে, যুবনেতা কার্তিক ঘোষ, অমিত বিশ্বাস-সহ অন্যরা।

বসিরহাটে দুর্গাপুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ-উন্মোচন। অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি রাজ্যে বাঙালি বিদ্বেষ, ভিন রাজ্যে যাচ্ছেন না মহিলা ঢাকিরা

সংবাদদাতা, হুগলি: এ বছর আয় খানিকটা কম হোক। কিন্তু কোনওভাবেই বাংলার সম্মান খোয়াতে দেওয়া যাবে না। বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার্থে চলতি বছর উপরি আয়ের আশা ত্যাগ করলেন আরামবাগের মহিলা ঢাকিরা। বছরে ৩৬০ দিন অপেক্ষায় থাকেন। বছরের বিশেষ পাঁচটা দিনে উপরি আয়ের আশায় দিন গুনতে থাকেন। কিন্তু এবার ভিন রাজ্যের ডাক ফেরাতে হচ্ছে তাঁদের। ভিন রাজ্যে ঢাক বাজাতে বাদ সেধেছে বাঙালি বিদ্বেষ।

মনের মধ্যে অজানা আশঙ্কা পুষে রেখে বেশি রোজগারের টানেও কেউ আর অন্য রাজ্যে যেতে চাইছেন না তাঁরা। মন ভার করে তাই এখানেই থেকে যাওয়া। জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রের পুনে, নাগপুর, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এমনকী উত্তরপ্রদেশ থেকেও আমন্ত্রণ আসে তাঁদের কাছে। এ বারে সেই ডাক ফেরাতে হচ্ছে তাঁদের। আরামবাগের মহিলা ঢাকিদের রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর বিশেষ সেই কার্ড দিয়েছে। তাতে তাঁরা মহালয়ার দিন থেকে ১৪ দিন কাজ করবেন ঢাকের উপরে। তাতেই তাঁদের আয় হবে উপরি।

উল্লেখ্য, আরামবাগ মহকুমায় এই মুহূর্তে মহিলা ঢাকিদের বেশ কয়েকটি দল আছে। সেই সব দলকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদেরই প্রশিক্ষক দিলীপ দাস। তিনিই তাঁদের 'মাস্টারমশাই'। তাঁর তত্ত্বাবধানে ও প্রশিক্ষণে আজ অনেক মহিলা, গৃহবধূ এই কাজে এসে, সম্মানের সঙ্গে উপার্জন করছেন। সংসারের হাল ধরেছেন। নিজেদের খরচ, সংসার খরচ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে নেন তাঁরা। ২৪ পরগনায় চারটি, পশ্চিম মেদিনীপুরের রামজীবনপুর এলাকায় একটি, বাঁকুড়ার ইন্দাসে একটি, আরামবাগে দু'টি, চুঁচুড়ার দিকে একটি— মোট ন'টি মহিলা ঢাকপার্টি আছে বলে জানান দিলীপবাবু। তবে এবারে বাইরে যেতে নারাজ তাঁরাও। এই মহিলা ঢাকিরা বলছেন, বাড়তি রোজগারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সম্মান খোয়াতে পারবেন না তাঁরা। মাস্টারমশাই দিলীপ বলেন, এঁদের ভিন রাজ্য থেকে ডাক এসেছিল। ভাবলাম, নিয়ে যাব। কিন্তু আতঙ্ক পিছু ছাড়ল না। আমি আশা, ভরসাও পেলাম না। থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ওঁরা সেইভাবে ভরসা দিতে পারেননি। যাওয়াই হল না ভিন রাজ্যে। এখানেই এঁরা বাজাবেন। এতেই সন্তুষ্ট এই সব মহিলা ঢাকি।

কেন্দ্রকে তোপ

সংবাদদাতা, হুগলি : এসআইআর ও সিএএ-র প্রতিবাদে শুক্রবার চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ (হুগলি)-র সভা থেকে বিজেপিকে বিঁধলেন সাংসদ তথা মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্য মমতাবালা ঠাকুর। কেন্দ্রকে আক্রমণ করে তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্র একের পর এক আইন করে মতুয়া সম্প্রদায়কে গোলামে পরিণত করতে চাইছে। আইন করে ওঁরা মতুয়াদের ধ্বংস করতে চাইছে।

পুরপ্রধানের নির্দেশে মাঠ সাফাইয়ের কাজ শুরু

সংবাদদাতা, বনগাঁ: 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে পুরপ্রধানের অভিনব উদ্যোগ। শুক্রবার বনগাঁ পুরসভার ১৬৯, ১৭০ ও ১৭১ নং বুথের শিবির অনুষ্ঠিত হয় বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠ, কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, স্থানীয় কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, কাউন্সিলর মৌসুমী চক্রবর্তী, বনগাঁ পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক, সহকারী নির্বাহী আধিকারিক-সহ অন্যরা। এদিন পুরসভার পক্ষ থেকে গোপাল শেঠ কলেজের পড়ুয়াদের জন্য ক্যারম বোর্ড, ফুটবল ও পেন বিতরণ করেন। পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থাও করেন। তাঁরা পুরপ্রধানের কাছে কলেজের মাঠের ঘাস কেটে সেটা খেলার উপযুক্ত করে দেওয়ার অনুরোধ জানান। অনুরোধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরপ্রধানের নির্দেশে মাঠের ঘাস কাটার কাজ শুরু হয়। অধ্যাপকদের স্মারক ও পেন দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হল ইংরেজবাজারে। স্থানীয়রা দেহটি দেখতে পেয়ে খবর দেন পুলিশে। মৃতের পরিচয় জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

পুলিশের সাফল্য

■ পুলিশের সাফল্য। সাইবার প্রতারণায় খোয়া যাওয়া উদ্ধার করা মোট ৩,৪৭,৬৫৮ টাকার চেক তিনজন ব্যক্তির হাতে তুলে দিল পুলিশ। এদিকে চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের অদূরে এসডিপিও মেখলিগঞ্জের নতুন অফিসের দ্বারোদঘাটন করেন উত্তরবঙ্গ জোনের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী রাজেশকুমার যাদব। একই অনুষ্ঠানে স্কুল ছাত্রদের বই বিতরণ, ৪২টি হারানো মোবাইল বিতরণ এবং ট্রাফিক সচেতনতার উদ্দেশ্যে হেলমেট বিতরণ এবং দুর্গাপূজার চেক বিলির পাশাপাশি তিস্তা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করা এক যুবতীকে বাঁচানোর জন্য দু'জন স্থানীয় যুবকের বীরত্বের জন্য সম্মাননাও দেওয়া হয়।

গাঁজা পাচারে ধৃত ৩

■ ইংরেজবাজার থানার তৎপরতায় গাঁজা পাচারের বড় চক্র ধরা পড়ল। শুক্রবার ঝলঝলিয়া রেল হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে এক মহিলা-সহ তিন পাচারকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম নূপুর মণ্ডল, গৌতম দাস ও রাহুল সাহা। সকলের বাড়ি শিলিগুড়িতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা ধূপগুড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা এনে মালদহ শহরের রথবাড়ি এলাকায় এক ব্যক্তির কাছে সরবরাহ করত। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩৪ কেজি গাঁজা। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, এই চক্রে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে। পাচার রুট ও মূল মদতদাতাদের খুঁজে বের করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

প্রশিক্ষণ শিবির

■ এসআইআর নিয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই শুরু হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা। এরই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার রায়গঞ্জ কর্নজোড়ায় অডিটোরিয়াম হলে আয়োজিত হল রায়গঞ্জ মহকুমার বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও'দের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির। রায়গঞ্জ মহকুমার মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির তত্ত্বাবধানে এদিনের এই বিএলও'দের প্রশিক্ষণে রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহারের বিএলওদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদিন কর্নজোড়ায় অডিটোরিয়াম হলে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন রায়গঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বুথ লেভেল অফিসাররা।

পুজোর আগে বাড়ছে সাইবার প্রতারণা দমনে বিশেষ উদ্যোগ কোচবিহার পুলিশের

সংবাদদাতা, কোচবিহার : পুজোর আগে বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রতারকরা। অনলাইনে ফাঁদ পেতে বসে আছে তারা। জামা, জুতো কিনতে গিয়েও প্রতারণার শিকার হচ্ছেন অনেকে। এসব মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই পুলিশ নিয়েছে ব্যবস্থা। জোরকদমে চলছে সচেতনতার প্রচারও। এবার নজরদারি আরও জোরালো করতে ব্যবস্থা নিল কোচবিহার পুলিশ। জেলার ট্রাফিক অফিসে সাইবার ক্রাইম থানার নতুন ভবনের সূচনা হল শুক্রবার। যেখান থেকে আরও বেশি করে নজরদারি চালাবেন আধিকারিকরা। উদ্বোধন করেন পুলিশের আইজি রাজেশকুমার যাদব ও জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বালকর। এদিনের এই অনুষ্ঠানে আইজি ও ডিআইজি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা, কোচবিহার জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ অধিকারিকরা। সাইবার ক্রাইম থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন হল কোচবিহারে। উদ্বোধন করেছেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব। জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বালকরও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আইজি ও ডিআইজি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ কোচবিহার জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ অধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নানাভাবে সাইবার অপরাধীরা জাল ফেলছে। তাতে মোটা অঙ্কের টাকা খোয়াচ্ছেন অনেকে। এই পরিস্থিতিতে সামাজিক মাধ্যমগুলিতেও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। সেইসঙ্গে সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে জোর দেওয়া হচ্ছে। আইজি রাজেশ কুমার যাদব জানান, বেশ কয়েকজনের টাকা ফেরানো হয়েছে। কোচবিহার শহরে সাইবার ক্রাইম থানার নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন করার পাশাপাশি জেলা পুলিশ সুপার অফিসে পুনর্নির্মাণ করে ডিএসপি ট্রাফিক-এর নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধনও করেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব। উক্ত সকল অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি ড. সন্তোষ নিম্বালকর, কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য পুলিশ অধিকারিকরা।

■ সাইবার থানার নতুন ভবনের উদ্বোধনে পুলিশ আধিকারিকরা।

বিসর্জনে বিপত্তি এড়াতে আত্রেয়ী নদীর ঘাট পরিদর্শন

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : এবার পুজোর আগে বিসর্জন ঘাট ও কার্নিভাল স্থল নিয়ে প্রস্তুতিতে নামল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। শুক্রবার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বালুরঘাট আত্রেয়ী নদীর সদরঘাট পরিদর্শন করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবছরও সেখানেই হবে প্রতিমা নিরঞ্জন। এদিনের পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভা চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, সদর ডিএসপি বিক্রম প্রসাদ, ট্রাফিক ডিএসপি বিশ্বমঙ্গল সাহা, ট্রাফিক আইসি অরুণকুমার তামাং, বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস-সহ জেলা প্রশাসনের অন্য আধিকারিকরা। প্রশাসনের তরফে শুধু বিসর্জন ঘাটই নয়, পুজো কার্নিভালের স্থান নিয়েও এদিন পরিদর্শন হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরেই কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হওয়ায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হচ্ছিল। তাই যানজট এড়াতে বিকল্প জায়গা চিহ্নিতকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে মঙ্গলপুর এলাকার ট্রাক টার্মিনাস সংলগ্ন স্থানকে সম্ভাব্য কার্নিভাল ভেনু হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

■ পরিদর্শনে আধিকারিকরা।

টয়ট্রেন আসছে স্টিম ইঞ্জিনে

■ ১৩০ বছরের ইতিহাস নিয়ে আসছে টয়ট্রেন। জুড়বে স্টিম ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনে টানা টয়ট্রেনে ভ্রমণের পাশাপাশি, সেটির ইতিহাসের আলাদা রোমাঞ্চ উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। ১৮৮১ সালে ৭৭৭-বি ইঞ্জিনটি তৈরি করে শার্প স্টিউয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানি। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের অ্যাটলাস ওয়ার্কশপে এই ইঞ্জিনটি তৈরি করা হয়। ওই সময় একইভাবে মোট ৩২টি ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছিল।

সংস্কারের দু'সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাপ্রোচ রোড

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল রাস্তা। শুরু হয় সংস্কারের কাজ। কাজ শেষ হয়েছে দু'সপ্তাহ আগেই। এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে প্রবল বৃষ্টি, হড়পা বানে রাস্তার মাঝের অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই এশিয়ান হাইওয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা এই রাস্তার নির্মাণকাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেতু সংস্কারের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের একটি তাঁবু ছিল ওই অ্যাপ্রোচ রোড ঘেঁষে। তাঁবুটিও নষ্ট হয়েছে। সেসময় তাঁবুতে কেউ না থাকায় বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায় শ্রমিকরা। রাতেই ঘটনাস্থলে যান প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বর্তমানে সেতু সংস্কারের কাজ বন্ধ। বীরপাড়া থানার পুলিশ ওই সেতুর দুই পাশে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রসঙ্গত, গত ৩১ মে হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অ্যাপ্রোচ রোড। এরপর মেরামতের কাজ শুরু হয়। কিন্তু ফের হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নবনির্মিত রাস্তাটি। রাস্তার মাঝখানের অংশ ধুয়ে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গ্যারগান্ডা নদীর সড়কসেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের পশ্চিম অংশ গত ৩১ মে প্রবল বৃষ্টি এবং হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

■ এভাবেই ভেঙে গিয়েছে রাস্তা।

৩০০ বছর ধরে সম্প্রীতির সুরে বাঁধা চাঁচল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

সংবাদদাতা, মালদহ : সতীঘাটে ঘট ভরে কৃষ্ণা নবমী তিথি থেকে শুরু মালদহের চাঁচলের রাজ ঠাকুর বাড়ির সিংহবাহিনীর পুজো। টানা ১৪ দিন ধরে চলবে এই পুজো। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে শুরু হওয়া পুজো, একসময় যা রাজার পুজো ছিল, এখন তা হয়ে উঠেছে স্থানীয়দের পুজো। রাজবাড়ির একটি অংশে তৈরি হয়েছে মহকুমা আদালত। আর একটি অংশে এখন কলেজ। কিন্তু ঐতিহ্যের গরিমায় আজও উজ্জ্বল সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি প্রাচীন এই রাজবাড়ির পুজো। এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেখানো লণ্ঠনের আলোয় দেবীর বিসর্জন হয়। সতেরো শতকের শেষভাগ। সেই সময় উত্তর মালদহের বিস্তীর্ণ এলাকার রাজা ছিলেন রামচন্দ্র রায়চৌধুরি। শুধু বাংলা নয়, বিহারের কিছু অংশও তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ কিন্তু প্রজাদরদি এবং ধর্মপ্রাণ হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব ভারত জুড়ে। কথিত আছে, একবার রাজা স্বপ্নাদেশ পান দেবী চণ্ডীর। সেই স্বপ্নাদেশে মহানন্দার ঘাটে স্নান করতে যান তিনি। সেই সময় তাঁর হাতে চতুর্ভুজা অষ্টধাতুনির্মিত মূর্তি উঠে আসে। দেবী চণ্ডীর অষ্টধাতুর মূর্তি সতীঘাট থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে রাজবাড়িতে এনে প্রতিষ্ঠা করেন চাঁচলের রাজা রামচন্দ্র। সেদিন থেকেই রাজবাড়িতে শুরু হয় দেবীর নিত্যপুজো। তবে প্রথমে মহানন্দানদীর পাড়ে মাটির ঘর ও খড়ের ছাউনি দিয়ে মন্দির তৈরি করে পুজো শুরু করা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে তা পরিবর্তন হয়েছে। পরবর্তীতে এই বংশের অন্যতম রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরির নির্দেশে তৎকালীন ম্যানেজার সতীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সেখানে পাকা দুর্গাদালান নির্মিত হয়। ততদিনে জায়গাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে পাহাড়পুর হয়েছে। প্রতিবছর এখানেই রাজবাড়ির দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়।

৮
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

20 September, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বাংলা ছাড়া দেশের আর কোনও রাজ্যে কৃষকদের বিনা পয়সার বিমা নেই : মন্ত্রী

সংবাদদাতা, কোলাঘাট : কৃষিক্ষেত্রে সরকারের তরফে বাংলার সমস্ত কৃষকের জন্য বিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই বিমা নিয়ে এবার ভারতের অন্য রাজ্যগুলির প্রসঙ্গ টেনে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, কৃষকদের জন্যই আমাদের সব কিছু। আমাদের সরকার কৃষকদের ওপর যেভাবে ফোকাস করে সেটা ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে নেই। এখানকার কৃষকরা বিনা পয়সায় বিমার সুবিধা পান। এক পয়সাও প্রিমিয়াম দিতে হয় না। সবটাই মুখ্যমন্ত্রী দেন। এটা আর কোনও রাজ্যে নেই।

শুক্রবার কোলাঘাট ব্লকে কৃষিভবন উদ্বোধনে এসে বাংলার কৃষকদের জন্য কৃষিবিমা নিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমার মনে আছে বিহারের কৃষিমন্ত্রী, ওড়িশার কৃষিমন্ত্রী আমরা কেমনভাবে বিমা দিই জানার জন্য এসেছিলেন। আমাদের রাজ্যে যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার হয় সেটা খুব কম রাজ্যে হয়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর কৃষিকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তার জন্য আমরা ক্রপিং ইন্টারসিটিতে ভারতবর্ষে এক নম্বর। অনেকে অনেক বড় বড় রাজ্যের কথা বলেন। কিন্তু তথ্যগুলো দেখলে বোঝা যাবে, আমরা কোন জায়গায় আছি। জানা গিয়েছে, এতদিন ভাড়া বাড়িতেই কোলাঘাট ব্লকের কৃষি দফতরের কাজ চলত। এবার নবনির্মিত ভবনে তা স্থানান্তরিত হল। শুক্রবার সেই কৃষি ভবনের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কৃষি অধিকর্তা সুকান্ত সাহা রায়, কোলাঘাটের বিডিও অর্ঘ্য ঘোষ, কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরজিৎ মান্না প্রমুখ। দফতরের নতুন ভবন থেকে এদিন মন্ত্রী আত্মা প্রকল্পে বেশ কজন প্রশিক্ষিত কৃষকের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন।

■ কোলাঘাটে নতুন কৃষিভবন উদ্বোধনে এসে বক্তব্য পেশে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

সন্তানের দাবি নিয়ে আদালত-চত্বরেই মা ও বাবার হাতাহাতি

সংবাদদাতা, কাটোয়া : সন্তানের অধিকার নিয়ে শুক্রবার কাটোয়ার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বাবা-মায়ের অভূতপূর্ব টানাহ্যাঁচড়ার ঘটনা দেখে হতবাক হয়ে যান আদালত-চত্বরে উপস্থিত মানুষজন। মা ও বাবা দুজনেই পরে আলাদা করে দাবি জানান, তাঁদের ৮ বছরের ছেলে তাঁর কাছেই থাকতে চায়। এদিকে টানাটানির সময় শিশুটিকে নিয়ে পালায় তার মামার বাড়ির লোকজন বলে জানা যায়। শিশুটির বাবা মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার সুন্দরপুর গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ আজিজুল রহমানের অভিযোগ, আমার স্ত্রীর চরিত্র ভাল নয়। তাই ছেলেকে আমার কাছে রেখেছিলাম। তাঁর আইনজীবী মহম্মদ সাদিক হাসান জানান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আজ শুনানি শেষে মামলাটি ড্রপ করে দেন। শিশুর মা আমিনা বিবির আইনজীবী শেখ পারভেজ আবদুল্লাহের বক্তব্য, আমার মক্কেলের সন্তানকে দু'মাস ধরে জোর করে আটকে রেখেছিল ওর বাবা। আমরা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাকে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু শুনানি শেষে বিচারক মামলাটি খারিজ করে দেন। সন্তান কার কাছে থাকবে সে-বিষয়ে রায় দেওয়ার এক্তিয়ার তাঁর নেই। এখন সে কার কাছে আছে তা বলতে পারব না। প্রসঙ্গত, ৯ বছর আগে আজিজুল রহমানের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম মসজিদপাড়ার বাসিন্দা আমিনা বিবির বিয়ে হয়। তাঁদের ৮ বছরের শিশুসন্তানের অধিকারের প্রশ্নে দুজনের লড়াই শেষে আদালত পর্যন্ত গড়ালেও সেখানে কোনও কিনারা হল না। বরং খুদে সন্তানকে নিয়ে বাবা-মায়ের প্রকাশ্যে হাতাহাতি দেখে অবাক হয়ে গেলেন মানুষ।

শিশু-অপুষ্টি রুখতে জেলা জুড়ে এবার চালু হবে ডোনেশন বক্স

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলা নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে শুক্রবার পালিত হল সুপুষ্টি মাস উদযাপন। বর্ধমান নতুন কালেক্টরেট ভবনে উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) প্রতীক সিং। ছিলেন জেলা পরিষদের নারী ও শিশু দফতরের কর্মাধ্যক্ষ মাম্পি রুদ্র, জেলা আইসিডিএস প্রকল্পাধিকারিক পারমিতা সেনগুপ্ত-সহ জেলার সিডিপিওরা। মাম্পি রুদ্র জানান, এবছর বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের জন্য বিশেষ ডোনেশন বক্স রাখা হচ্ছে প্রতিটি কেন্দ্রে। এই বক্সে যে কেউ অপুষ্ট শিশু ও মায়েদের জন্য যে ফলমূল, শাকসবজি দান করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সমাজকল্যাণ শাখার জেলা সহ সভাপতি তপন ঘোষ জানান, তাঁদের সমাজ কল্যাণ ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রতিটি সরকারি কর্মী একজন করে অপুষ্ট শিশুর দায়িত্ব নেবেন। খুব শীঘ্রই এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হবেউল্লেখ্য, বর্তমানে পূর্ব বর্ধমানে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা ২৮৮। তপনবাবু জানান, তাঁরা চান সংখ্যাটা শুন্যে নিয়ে আসতে।

কংসাবতীর পাড় ভেঙে বিপত্তি, ভাসল দুই গ্রাম

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : কংসাবতীর সেচ খালের পাড় ভেঙে ফের বিপত্তি। অকালবন্যায় ভাসল বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের একাধিক গ্রাম ও কয়েকশো বিঘে আমনের জমি। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশ কিছু কাঁচাবাড়ি। বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর জলাধার থেকে সেচের জন্য লেফট ব্যাঙ্ক মেইন ক্যানালের পাশাপাশি রাইট ব্যাঙ্ক মেইন ক্যানালেও প্রায় এক হাজার কিউসেক জল ছাড়া রয়েছে। সেই জলের চাপ ও দীর্ঘদিন ধরে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটা নাগাদ রাইপুর ব্লকের কালাশোল লাগোয়া এলাকায় রাইট ব্যাঙ্ক মেইন ক্যানালের পাড় আচমকাই ধসে পড়ে। ক্যানালে আসা জল হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করে রাইপুর ব্লকের কালাশোল, শ্যামসুন্দরপুর ও ঝিঙা গ্রামে। গ্রামগুলির মানুষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোথাও এক কোমর, কোথাও আবার হাঁটু সমান জল জমে যায়। বেশ কয়েকটি কাঁচাবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলের নীচে কয়েকশো বিঘা চাষের জমি। ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় ব্লক প্রশাসন ও সেচ দফতরের আধিকারিকেরা।

পাড়া শিবিরে চার শিশুর অন্নপ্রাশন উদ্যোগী বিধায়ক

সংবাদদাতা, রায়না : রায়না ১ নম্বর ব্লকে রায়না জে এম আঞ্চলিক বালিকা বিদ্যালয়ে শুক্রবার আমাদের পাড়া শিবিরে সুপুষ্টি মাস উদযাপন উপলক্ষে চারজন শিশুর অন্নপ্রাশন করা হল। ওই চার শিশুর মুখে প্রসাদ ও ভাত তুলে দেন রায়নার বিধায়ক শম্পা ধারা ও বিডিও। বিধায়ক শম্পা ধাড়া

রায়না

জানান, বৃহস্পতিবার রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় সুপুষ্টি মাস উদযাপন হচ্ছে। তাই রায়না ১ নম্বর ব্লকের পক্ষেও সুপুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরেই চারটি শিশুর অন্নপ্রাশনের আয়োজন করা হয়। গোটা সেপ্টেম্বর মাসটাই প্রতি বছর সুপুষ্টি মাস হিসেবে পালন করা হয়। ছয় মাস পর্যন্ত শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে। তারপরে শিশুদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া হয়। তাই আজ আমরা সুপুষ্টি দিবসকে সামনে রেখে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্নপ্রাশন পালন করলাম।

■ মুখেভাতে বিধায়ক শম্পা ধাড়া।

মহালয়ার আগে শুরু কেলোমালের ঘোষবাড়ির ৪০০ বছরের প্রাচীন পুজো

তুহিনশুভ্র আগুয়ান, তমলুক

গ্রামের মধ্যে প্রাসাদোসম এক দুর্গাদালান। সাতজোড়া গোলাকার থাম যেন মেলে ধরছে ঐতিহ্যের বহর। তারই মাঝে চলছে চণ্ডীপাঠ ও দুর্গানাম জপ। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে কেলোমালের ঘোষবাড়ির প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন এই দুর্গাপুজো যেন ঐতিহ্যের উন্মুক্ত উদাহরণ। মহালয়ার ক'দিন আগে কৃষ্ণানবমী তিথি থেকে ঘট তুলে পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে প্রাচীন এই বনেদি বাড়িতে। ঢাক-ঢোল, খোল-করতালের মধুর ধ্বনি গোটা গ্রামে ছড়িয়ে দিচ্ছে মহামায়ার আগমনি বার্তা। পরিবারের প্রবীণদের কথায়, প্রাচীন এই বনেদি বাড়ির পিছনে রয়েছে বহু ইতিহাস। কেলোমালের এই ঘোষবাড়ির পুজো প্রথম চালু করেন করুণাময় ঘোষ। তাঁরা আগে হুগলি জেলায় থাকতেন। সেখান থেকে বাড়বড়িষায়। এরপরে সেই ভিটে ছেড়ে চলে আসেন তমলুকের কেলোমালে। করুণাময় ছিলেন দেবী চণ্ডীর পূজারি। তাঁর হাত ধরেই পুজোর জন্য তৈরি করা হয় আস্ত একটি দুর্গাদালান। তখন থেকেই কৃষ্ণানবমীতে বোধন হয়ে আসছে পুজোর। বাড়ির প্রতিষ্ঠিত পুকুর থেকে মাটি এনে মায়ের গায়ে ছোঁয়ানো হয়।

■ কৃষ্ণা নবমীতে বোধনের দিন ঘট নিয়ে আসছেন পুরোহিত।

এখানে পুজো হয় বৃহৎ নন্দীকেশ্বর পদ্ধতিতে। এপার ও ওপার দুই বাংলা মিলিয়ে এভাবে মোট পাঁচ জায়গায় পুজো হয়। পরিবারের সদস্য সোমনাথ ঘোষ বলেন, কৃষ্ণানবমীতে বোধন শুরু হয়। তখন থেকে প্রতিদিন এক লক্ষ বার মায়ের নাম জপ করা হয়। পুজোতে গ্রামের মানুষ অংশ নেন। তবে পুজোয় ভোগ নিবেদনের প্রথা নেই। এর কারণ এই পরিবার কায়স্থ। সেই চাল দিয়ে গ্রামের মানুষকে খাওয়ানো হত একসময়। তবে বর্তমানে পুরোহিতদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আগে সপ্তমীতে সাতটি পাঁঠা, অষ্টমীতে আটটি এবং নবমীতে আটটি পাঁঠা এবং একটি মহিষ বলি দেওয়া হত। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু বদল এসেছে। এখন সপ্তমীতে একটি পাঁঠা, অষ্টমীতে দুটি এবং সন্ধিপুজোতে দুটি বলি দেওয়া হয়। নবমীতে ভেড়া ও দুটি পাঁঠাবলি হয়। পরিবারের মতে, ১৩৪৯ সালে এক বিপর্যয়ের পর থেকে এই মহিষ বলির পরিবর্তে ভেড়া বলি দেওয়া শুরু। বেলুড়ের ধাঁচে কুমারীপূজার রীতি রয়েছে এই পরিবারে। সপ্তমী থেকে নবমী টানা তিন দিন চলে কুমারীপুজো। ব্রাহ্মণ বাড়ির কনিষ্ঠ কন্যাকে দেবী রূপে পুজো করেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের মহিলা মৌসুমী, শিখা, সুনীতারা বলেন, পুজোর কয়েকদিন আমরা যে কীভাবে আনন্দ করি তা বলার ভাষা নেই। কেউ আলপনা আঁকে, কেউ পুজোর প্রদীপ সাজায়।

মেমারি-সাতগাছিয়া রোডে মেমারিমুখী যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা মারলে ঘটনায় ৭ বাসযাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে মেমারি থানার পুলিশ মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়

জমি হস্তান্তর শেষ, ডেবরায় সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড রাজ্যের

সংবাদদাতা, ডেবরা: দীর্ঘদিন পর এলাকাবাসী, বাসযাত্রী ও বাসচালকদের দাবি মেনে ডেবরায় জাতীয় সড়কের পাশে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড। ফলে খুশি বাসযাত্রী থেকে বাস মালিকরা। ইতিমধ্যে জায়গা হস্তান্তরের কাজ শেষ হয়েছে, এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা। পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ডেবরা। ডেবরার ওপর দিয়ে প্রতিদিন শয়ে শয়ে বাস যাতায়াত করে। যাতায়াত করে ওড়িশা-কলকাতা, জামশেদপুর-হলদিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ রুটের বাস। তাছাড়া ডেবরার ওপর দিয়েই কলকাতা-ঝাড়গ্রাম, কলকাতা-বাঁকুড়া, কলকাতা-পুরুলিয়া, কলকাতা-মেদিনীপুর, কলকাতা-খড়্গপুর-সহ একাধিক রুটের বাস যোগাযোগ রয়েছে। ১৬ নং জাতীয় সড়কের পাশেই দ্বারিকাপুর এলাকায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড। এই বাসস্ট্যান্ডের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীরের তৎপরতায় সেই কাজ এবার শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। সরকারি বাস, দূরপাল্লার বাস, লোকাল বাস থাকবে এই সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে। দ্বারিকাপুর এলাকায় পূর্ত দফতরের দেড় একর জায়গা রাজ্য পরিবহণ দফতরের হাতে ক'দিন আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়। সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডের নকশা, প্ল্যান ও এস্টিমেটও রেডি। টাকা বরাদ্দ হলেই কাজ শুরু হবে। বিধায়ক জানান, আগামী তিনমাসের মধ্যেই আমরা কাজ শুরু করব। এতে উপকৃত হবেন অনেকেই। ক'দিন আগে জমি হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ দফতরের একাধিক অধিকর্তারা। তাঁরাও জানিয়েছেন, দ্রুত কাজ শুরু হবে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুশি ডেবরার এলাকাবাসী থেকে বাসযাত্রী ও চালকরা। এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বাসস্ট্যান্ডের নকশা দেখছেন বিধায়ক, পরিবহণ কর্তারা।

বাঁকুড়ায় পর্যুদস্ত রাম-বাম

আরও একটি সমবায় সমিতি জিতল তৃণমূল

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: রাজ্যে '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঁকুড়ায় আরও একটি সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী হল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া ২ ব্লকের ১২ আসন বিশিষ্ট শালবনি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন ছিল। এই নির্বাচনে বাম ও বিজেপির তরফে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হলেও ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায় সব ক'টি আসনেই জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। জয়ের খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দোৎসবে মেতে ওঠেন তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। বাঁকুড়া ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিধান সিংহ এই জয় প্রসঙ্গে বলেন, মানুষ বিরোধীদের ভাঁওতাবাজি ধরে ফেলেছেন, তাঁরা উন্নয়নের সঙ্গেই আছেন। এই জয়ের ফলে বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল কর্মীদের মনোবল আরও বৃদ্ধি পেল বলে তিনি দাবি করেন।

সমবায় ভোটে জয়ের পর সবুজ আবির মেখে উচ্ছ্বাস তৃণমূলের।

জেলায় জেলায় শুরু হল রাজ্যের পুজো অনুদানের চেক বিলি

পুরুলিয়া : পুজো অনুদানের চেক পেয়েই মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাল বরাবাজার মল্লপাড়া সর্বজনীন মহিলা দুর্গাপুজো কমিটি। এবার পুরুলিয়া জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ সুমিতা সিং মল্লর উদ্যোগে প্রথমবার পুজো করছেন তাঁরা। বরাবাজার থানায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনুদানের চেক তুলে দেন বিধায়ক তথা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন।

বোলপুর : শুক্রবার সিউড়ির দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি, পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ, পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, ডিএসপি ট্রাফিক কুণাল মুখোপাধ্যায়। সিউড়ি থানার পক্ষে ১৯৬টি ক্লাবকে চেক তুলে দেওয়া হয়। বিধায়ক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে ক্লাবগুলো সুন্দরভাবে পুজো করতে পারছে।

বাঁকুড়া : সোনামুখী এলাকার পুজো কমিটিগুলিকে পুজো অনুদানের টাকা দেওয়া হল শুক্রবার সোনামুখী থানার উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন সোনামুখী থানার আইসি-সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। সোনামুখীর একটি মহিলা পুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা বাবলি গোস্বামী এবং কমিটির অন্য মহিলাদের হাতে চেক তুলে দেন আইসি নিজে।

নাবালিকা খুনে কিনারা হয়েছে, জানালেন এসপি

সংবাদদাতা, সিউড়ি : রামপুরহাটে নাবালিকার নৃশংস খুনের কিনারা হয়েছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন বীরভূমে পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ। তিনি জানান, ইতিমধ্যে অভিযুক্ত পুলিশে হেফাজতে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা হচ্ছে খুনের উদ্দেশ্য কী ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যাতে অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া যায় সেজন্য অতিরিক্ত আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। এই মামলার তদন্তের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে রামপুরহাটের এসডিপিও গোবিন্দ শিকদারকে। নাবালিকার

রামপুরহাট

মৃত্যুর সুবিচার চেয়ে রামপুরহাট-দুমকা সড়কে আদিবাসীরা যে অবরোধ করেন পুলিশের আশ্বাসের পরে তা তুলে নেওয়া হয়। শুক্রবার মৃত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমরা পরিবারের পাশে আছি। অভিযুক্ত শিক্ষক মনোজ পালের যাতে ফাঁসি হয় আমরা সেই দাবি তুলেছি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারী সুরক্ষার জন্য যে অপরাজিতা বিল বিধানসভায় এনেছিলেন সেই বিল রাজ্যপাল প্রত্যাখ্যান করায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাবে। আমরা চাই রাজ্যপাল দ্রুত অপরাজিতা বিল পাশ করুন এবং এই আইন রাজ্যে বলবৎ হোক। তাতে আগামী দিনে এই ধরনের ন্যক্কারজনক অপরাধ যারা ঘটায় তারা ভয় পাবে।

পুতুলনাচের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধে প্রচার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্ধমান সর্বশিক্ষা অভিযান ও বর্ধমান ওয়েভ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার পুতুলনাচ ও নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে ১৮ বছরের নিচে মেয়ে আর ২১ বছরের নিচে ছেলেদের বিয়ে অপরাধ এবং তার সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়।

জেলাশাসকের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করছে। স্কুলছুট, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ, গুরুজন তথা শিক্ষকদের সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সচেতন করা চলছে।

পুরসভার অনুদান

সংবাদদাতা, বোলপুর : বোলপুর পুরসভার উদ্যোগে পুর এলাকার ঐতিহ্যবাহী বনেদি পুজো কমিটিগুলির হাতে ১৫ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান তুলে দিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদ। বোলপুরের পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ জানান, এবার প্রথম এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবার মোট ২৫টি পুজো কমিটিকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। পাশাপাশি শহরের আড়াইশো পুরোহিতকে ১ হাজার টাকা এবং সহকারী পুরোহিতকে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

ঐতিহ্য মেনে ৪০০ বছরের বেশি পেরোল মন্ত্রীর বাড়ির পুজো

মৌসুমী হাইত • পশ্চিম মেদিনীপুর

পায়ে পায়ে কয়েক শতাব্দী পার। এখনও বহাল একই প্রথা। একই নিয়মে দেবীর আরাধনা হয়ে আসছে সবং ব্লকের দশগ্রাম অঞ্চলের কোলন্দা গ্রামের ভুঁইয়া বাড়িতে। এই পুজোর আরও এক পরিচয়, এটি মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়ার বাড়ির পুজো। দেবীর আরাধনায় মিলেমিশে রয়েছে ঐতিহ্য ও সাবেকিয়ানা। এখন ভুঁইয়া বাড়ির ত্রয়োদশ প্রজন্মের পুজো ঘিরে পরিবারের সদস্যরা তো বটেই, গ্রামের মানুষজন মেতে ওঠেন। পরম্পরা ও রীতি মেনে ৪০০ বছরের বেশি সময় চলে আসছে এই পুজো। কথিত, গন্দপর্ণনারায়ণ ভূপাল দাস ভুঁইয়া বর্গিদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে কেলেঘাই নদীর পাড়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই শুরু এই পুজোর। বছরের পর বছর সেভাবেই হয়ে আসছে পুজো। এক সময় টেরাকোটার

সবংয়ের ভুঁইয়া বাড়ি

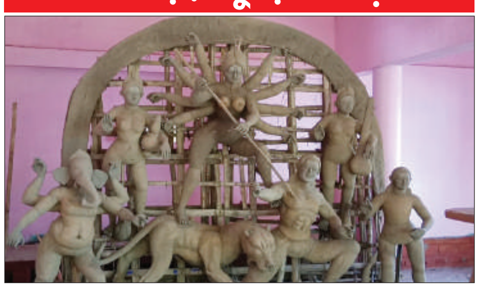

মন্দিরে দুর্গাপুজো হত, কিন্তু আজ তার ভগ্নপ্রায় দশা। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাস, এখানে দেবীর কাছে যে যা মানত করে, দেবী তার মনোস্কামনা পূর্ণ করেন। দুর্গামণ্ডপের পাশেই ভুঁইয়া পরিবারের কুলদেবতা শ্যামসুন্দর জিউ ও শ্রীরাধিকার মূর্তি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের পুজো চলে আসছে। কথিত আছে, পরিবারের একজন স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে কুলদেবতা পরিবারের সঙ্গেই থাকতে চান। তারপরেই কুলদেবতাকে দুর্গামন্দিরে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। তখন থেকেই দুর্গামূর্তির পাশেই বিরাজমান কুলদেবতাও পুজো পান। এই বাড়ির বৈশিষ্ট্য, বাইরের কোনও মিষ্টি ঠাকুরকে নিবেদন করা হয় না। বাড়িতে তৈরি করা মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া হয়। নবমীর দিন কুমারী পুজো, দশমীতে সিঁদুরখেলা হয় সাড়ম্বরে। সারা বছর রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকলেও পুজোর ক'টা দিন পরিবারের সঙ্গে কাটাতেই পছন্দ করেন মন্ত্রী। দেশ-বিদেশের আত্মীয়স্বজনও উপস্থিত হন গ্রামের বাড়িতে। সেই সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই সময় কাটান মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া ও তাঁর ছায়াসঙ্গী পত্নী গীতারানি ভুঁইয়া।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 September, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

আবেদনের একদিনের মধ্যেই প্রতিবন্ধী ভাতা পেল পড়ুয়া

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কেবলমাত্র একটি কর্মসূচি নয়, এটি বাংলার শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বলে দিচ্ছে—এই কর্মসূচি বাংলার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী কর্মসূচি। এক মাসে ১ কোটি। ক্যাম্প শুরু হওয়ার মাত্র একমাসেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই স্বপ্নের প্রকল্প এক কোটি মানুষকে ছুঁয়ে ফেলেছে। সাধারণ মানুষই বলছেন তাঁদের পাড়ায়-গ্রামে-অঞ্চলে-বুথে তাঁরা কী চান! কোনটা অগ্রাধিকার! সেইমতোই মিলছে সমাধান। শিবিরে সরকারি আধিকারিক, স্থানীয় তৃণমূল জনপ্রতিনিধিরা শুনছেন সাধারণের কথা। শিবিরের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখলেন জাগোবাংলার পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রতিনিধি **মৌসুমী হাইত**

শিবির সংখ্যা : ১২০০

পরিষেবা পেয়ে খুশি ৩ লক্ষেরও বেশি বাসিন্দা।

■ **সমাধান :** শিবির পরিদর্শন করেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরী। জেলাশাসক পরিদর্শনের সময় পিউ দে নামে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক পড়ুয়াকে চোখে পড়ে। মেয়েটি দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। মেয়েটি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন এবং বাম হাতের আঙুলগুলো অসাড় হয়ে রয়েছে। পিউ দে এবং তার অভিভাবক মাননীয় জেলাশাসকের কাছে ভবিষ্যতে পড়াশোনার খরচ ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারি সহযোগিতার অনুরোধ জানান।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান
আপনার মতামত, আপনার প্রয়োজন, আপনার সিদ্ধান্ত

তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক বিডিওকে বিষয়টি দেখতে বলেন এবং বাৎসল্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন। জেলাশাসক বলার সাথে সাথে পিউর আধার কার্ড, পিতা-মাতার আধার কার্ড, বইয়ের জেরক্স, পিউর ফটো, পিতার আয়ের শংসাপত্র জোগাড় করা হয়। এবং ওইগুলি জেলাশাসক পশ্চিম মেদিনীপুরের ই-মেইলে মেইল করে পাঠানো হয় যাতে মেয়েটির পড়াশোনার কোনও অসুবিধা না হয়। সেই মতো ক্যাম্পের দু'দিন পরেই ওই পড়ুয়ার পিতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সাহায্য ঢোকে। পিতা-মাতার আর্থিক সমস্যার একটা সুরাহা হয়। সেই মতো অর্ডার পাশ হয়েছে। ১৮ বছর পর্যন্ত প্রতিমাসে চার হাজার টাকা করে পাবে পিউর পরিবার। এই টাকা তার পড়াশোনার জন্য লাগবে। এতে খুশি পিউদের পরিবার। পিতা শঙ্কর দে বলেন, জেলাশাসক সমস্ত উন্নয়ন আধিকারিক এবং ডেবরা ব্লক প্রশাসনের তৎপরতায় আমাদের জীবনে নতুন সূর্য উদয় দেখছি। আমরা ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। ডেবরা ব্লকের বিডিও তোর আইডি জানান, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক পরিদর্শনে আছেন। সেখানেই ওই পড়ুয়াকে তাঁরা দেখতে পান। জেলাশাসককে কাছে পেয়ে সমস্যার কথা জানানো হয়। তারপরেই দু'দিনের মধ্যে ওই পড়ুয়ার পরিবারের অ্যাকাউন্টে পড়াশোনার জন্য সরকারিভাবে টাকা আসে। এতে খুশি পরিবারের লোকজন। জেলাশাসক জানান, ডেবরা ব্লকের এক ক্যাম্প থেকে ওই খুদে পড়ুয়া যেভাবে রাজ্য সরকারের সুবিধা পেয়েছে, ঠিক সেই ভাবে এই এলাকার প্রায় ২ হাজার প্রান্তিক চাষি রয়েছেন। যাদের প্রতি বছর বন্যায় চাষের ধান জলে ডুবে থাকে। এবার তাদের যাতে সেই সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তাও দেখা হবে।

বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ী ওই দিন পুরো সময় ধরেই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, অনেক মানুষ বাড়ি এবং সরকারি ভাতাগুলির আবেদন করেছেন। এদিনের ক্যাম্পে প্রায় ২০০-র বেশি ভাতার আবেদন জমা পড়েছে।

ডেবরা ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত। তার মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কর্মসূচি কমবেশি হয়েছে। কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভাল সাড়া মিলেছে।

ঘোরাল হরিণের দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : রায়ডাক নদী থেকে শুক্রবার বিকেলে উদ্ধার হল একটি হরিণের মৃতদেহ। এদিন দুপুরে কুমারগ্রাম ব্লকের পূর্বচকচকা এলাকায় রায়ডাক ২ নং নদী থেকে উদ্ধার হয় ওই হরিণের মৃতদেহটি। কালী প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়েছিলেন বারবিশা বটতলা সোসাইটির সদস্যরা। তখনই তাঁরা হরিণের দেহটি ভাসতে দেখতে পান। মৃতদেহটি বাঁশ দিয়ে আটকে রেখে তাঁরা খবর দেন ভক্সা রেঞ্জ অফিসের বনকর্মীদের। বনকর্মীরা এসে মৃত হরিণের দেহ উদ্ধার করে। এরপর সেটিকে ময়নাতদন্তের জন্য রাজাভাতখাওয়া পাঠানো হয়। তবে বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, হরিণটি ভুটানের জঙ্গলের। আর ওই প্রজাতির হরিণ পাহাড়ে থাকে। বনকর্মীদের অনুমান, ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি ঝোরা পার হতে গিয়ে কোনওভাবে হরিণটি জলে পড়ে গিয়েছিল। তারপর ভাসতে ভাসতে রায়ডাক নদীতে উদ্ধার হয়।

বানারহাটে দাপাল দাঁতাল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : সাতসকালে বানারহাট ব্লকের মগলকাটা চা-বাগানে হাতির দল ঢুকে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন স্থানীয় শ্রমিক ও পথচারীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হাতির দলে একটি শাবকও রয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ্রমিকদের পাশাপাশি বহু মানুষ ভিড় জমান এলাকায়। শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আশপাশের কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। বনকর্মীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, হাতিগুলিকে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদে জঙ্গলের দিকে ফেরানোই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, হাতির দলটি তোতাপাড়া লাগোয়া ডায়না ও মরারঘাট জঙ্গল থেকে এসেছে। বন দফতরের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে প্রতিদিনই লোকালয়ে হাতির প্রবেশ রুখতে এবং মানুষ-প্রাণীর সহাবস্থান বজায় রাখতে বিশেষ নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

পুলিশকর্মীদের জন্য জল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : পুজোর মরশুমে জনবহুল রায়গঞ্জ শহরে যানজট ও ভিড় সামলাতে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা। তাঁদের স্বাস্থ্য সতর্কতার দিকে নজর দিতে রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে শুক্রবার রায়গঞ্জ ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হল পানীয় জল এবং ওআরএস। পুজোর মরশুমে ট্রাফিকের বাড়তি চাপ সামলাতে শহরে বাড়ানো হয়েছে ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যাও। শহরের যানজটের জন্য ব্যবহৃত পুলিশ কর্মীদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতেই এবার ওআরএস ও পানীয় জলের বোতল প্রদান করা হল রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার তরফে। পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত দু'বেলাই এই পানীয় প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। বিষাক্ত কালাচ বিছানায় উঠে মাঝরাতে কামড় বসিয়েছিল এক মদ্যপের শরীরে। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সাপটিকে ধরে পালটা কামড় বসিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে সেই যুবক। কালাচটির মৃত্যু হলেও, এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে যুবকটি। তিরুপতির ঘটনা

কোভিড ভ্যাকসিন: বিজেপির দুর্নীতি বেআব্রু করল তৃণমূল

নয়াদিল্লি: বিজেপির দুর্নীতি ও বিভ্রান্তিকর প্রচারকে একেবারে বেআব্রু করে দিল তৃণমূল। কোভিড ভ্যাকসিনকে কেন্দ্র করে মোদি সরকারের দাবি কতটা ভিত্তিহীন তা দেখিয়ে দিল চোখে আঙুল দিয়ে। কোভিড ভ্যাকসিন দেশবাসীকে বিনামূল্যে দেওয়ার বিষয় নিয়ে যে দাবি বারবার মোদি সরকারের তরফে করা হয়েছে তা আসলে শুধুই মিথ্যাচার। ভ্যাকসিন দুর্নীতি চাপা দিতে মোদি সরকারের এই মিথ্যাচার এবার প্রকাশ্যে এনে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল। তথ্য তুলে ধরে তিনি দেখিয়ে দিলেন, করোনা মহামারীর সময় ভ্যাকসিন বাবদ মোদি সরকার ৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। বিদেশের একাধিক ব্যাঙ্ক থেকে এই বিপুল অর্থ ধার করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ভারতীয় টাকায় এর মূল্য ২৬ হাজার কোটি টাকার থেকে বেশি। শুক্রবার সমাজ মাধ্যমে এক পোস্টে এই তথ্য সামনে এনেছেন সাকেত গোখেল।

কেন্দ্রকে একহাত নিয়ে সাকেত বলেছেন, বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার নাম করে মোদি সরকার খেটে খাওয়া মানুষের উপর কর চাপিয়ে উসুল করছে এই মোটা অঙ্কের খরচ। তৃণমূল সাংসদের আরও দাবি, একদিকে মোদি সরকার পিএম কেয়ার ফান্ড নিয়ে দেশবাসীকে মিথ্যা বুঝিয়েছে, অন্যদিকে ভ্যাকসিন বাবদ মোটা অঙ্কের ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে সাধারণ নাগরিকদের ঘাড়ে। কোভিড পরবর্তী সময়ে পিএম কেয়ার ফান্ড নিয়েও তথ্য গোপন করেছে মোদি সরকার। তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল আরটিআই-এর মাধ্যমে এই তহবিলে অনুদান বাবদ অর্থের পরিমাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলে পিএম কেয়ারকে ব্যক্তিগত তহবিল বলে তথ্য গোপন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাকেতের বক্তব্য, দেশের মানুষ জানতে চায় পিএম কেয়ার ফান্ডের টাকা সরকার কোথায় কীভাবে খরচ করেছে। কিন্তু তা জানানো হয়নি। এই তহবিলের অর্থ ব্যক্তিগত গোপন তহবিল হিসাবে দেখাতে চেয়েছে সরকার। ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে।

গভীর শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকের

অকালে প্রাণ কাড়ল স্কুবা ডাইভিং

সিঙ্গাপুরে মৃত্যুর কোলে জুবিন

সিঙ্গাপুর : কাল হল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। অকালেই থেমে গেল সুরসাধক জুবিন গর্গের জীবন। শুক্রবার সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন অসম তথা দেশের অন্যতম জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী। এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউ'তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বছর ৫২-র জুবিন। জুবিনের এই আকস্মিক মৃত্যুতে দেশের শিল্পীমহলে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, আমার প্রিয় জুবিন ভাই, সুরের মাঝেই বিশ্রাম নাও। আমরা তোমাকে, তোমার মধুর কণ্ঠস্বর এবং তোমার অদম্য চেতনাকে মিস করব। সঙ্গীত আমাদের লড়াই করতে, শান্ত হতে এবং বিশ্বাস রাখতে শেখায়। তোমার গানই তোমার উত্তরাধিকার এবং তা অমর হয়ে থাকবে চিরকাল। ফেসবুকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, একজন বিরল প্রতিভার শিল্পী। তাঁর সঙ্গীত সীমানা, ভাষা, এবং প্রজন্মের পার্থক্য ঘুচিয়ে মানুষকে সুর ও আবেগে একসূত্রে বেঁধেছে। আজ আমরা এই অপূরণীয় ক্ষতিতে শোকপ্রকাশ করছি, একইসঙ্গে এমন একজন শিল্পীর উত্তরাধিকারের উদযাপন করছি যিনি তাঁর কালজয়ী গানের মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

সিঙ্গাপুরে শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া তিনদিনব্যাপী 'নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যাল'-এ যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি। এদিনই সন্ধ্যায় শো করার কথা ছিল জুবিনের। কিন্তু তার আগে দুপুর দেড়টা নাগাদ স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়েই বিপত্তি। শ্বাসকষ্টের সমস্যায় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন শিল্পী। তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে আইসিইউতে রাখা হয়। কিন্তু শতচেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো যায়নি। সিঙ্গাপুরের 'নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যাল'-এর উদ্যোক্তারা জুবিনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর জানান। জন্মসূত্রে অসমের শিল্পী হলেও ২০০৬ সালে বলিউডের 'গ্যাংস্টার' সিনেমায় 'ইয়া আলি' গানের মাধ্যমে গোটা দেশের নজর কাড়েন জুবিন। সঙ্গীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে বহু বাংলা ছবিতেও কণ্ঠ দিয়েছেন জুবিন। গানের পাশাপাশি বেশ কিছু অসমিয়া ছবিতে অভিনয়ও করেছেন তিনি। কিন্তু ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, বছরখানেক ধরেই শরীর ভাল যাচ্ছিল না জুবিনের। অত্যধিক মদ্যপানের অভিযোগে তাঁর একাধিক শো-ও বাতিল হয়েছে সাম্প্রতিক অতীতে। জুবিনের অকালপ্রয়াণে শোকস্তব্ধ বিনোদন জগৎ।

বন্যাবিধ্বস্ত মাণ্ডি, নিজের এলাকায় তুমুল বিক্ষোভের মুখে কঙ্গনা

সিমলা: প্রকৃতির রুদ্ররোষে ক্ষতিগ্রস্ত নিজের নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে জনতার রুদ্ররোষের মুখে পড়লেন মাণ্ডির বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। বৃহস্পতিবার মানালির বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় পা দেওয়া মাত্রই দুর্গতরা তাঁকে ঘিরে ধরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। 'গো ব্যাক' স্লোগান ওঠে। ক্ষুব্ধ জনতা গেরুয়া সাংসদের কাছে কৈফিয়ত চায়, এত দেরি কেন? এতদিন কোথায় ছিলেন সাংসদ? বিক্ষোভ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছায় যে রীতিমতো ভেঙে পড়তে দেখা যায় তারকা সাংসদকে। হাতজোড় করে তিনি বলেন, দয়া করে আমাকে আক্রমণ করবেন না। নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা তুলে ধরে কোনওরকমে নিজেকে বিক্ষোভমুক্ত করতে চেষ্টা করেন গেরুয়া সাংসদ। কান্নাভেজা গলায় তাঁর কাতর আর্জি, আমার রেস্তোরাঁয় মাত্র ৫০ টাকা আয় হয়েছে। অথচ কর্মীদের বেতন দিতেই খরচ হয় ১৫ লক্ষ টাকা। আমার কষ্টটাও ভেবে দেখুন। আমিও তো একজন হিমাচলী মহিলা। অর্থাৎ সহানুভূতির মোড়কে নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করলেন বিজেপি সাংসদ। নিজেদের অকর্মণ্যতা চাপা দিতে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মরিয়া চেষ্টা। কিন্তু কে কার কথা শোনে। শেষে স্থানীয় বিধায়ক এবং বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যান বিজেপির তারকা সাংসদ।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ললিত মোদির ভাই সমীর

নয়াদিল্লি: ইউরোপ ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরতেই দিল্লি বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হল ললিত মোদির ভাই সমীর মোদিকে। ২০১৯ সালের একটি ধর্ষণের মামলায় ধরা হল সমীরকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৯ সালে নিজের অফিসে এক মহিলাকে ধর্ষণ করেছিলেন তিনি। দিন পাঁচেক আগে এই নিয়ে দিল্লির নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি থানায় এফআইআরও করা হয় নির্যাতিতার পক্ষ থেকে। তারই ভিত্তিতে সমীর মোদির বিরুদ্ধে ওই থানা থেকে জারি করা হয় লুক আউট সার্কুলার। ইতিমধ্যে গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে, লন্ডন থেকে ভারতে ফিরছেন সমীর। বৃহস্পতিবার ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের জালে পড়েন তিনি। লক্ষণীয়, মোদি এন্টারপ্রাইজের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সমীর তাঁর বাবা কেকে মোদির রেখে যাওয়া প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকার উত্তরাধিকারী। কিন্তু মা বীণা মোদি ও বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠে। দায়িত্ব থেকে সরানো হয় তাঁকে। এবারে পুরনো ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার করা হল তাঁকে। সমীরের দাদা ললিত মোদির কুকীর্তি আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। হাজার হাজার কোটি টাকা জালিয়াতি করে এখন দেশছাড়া ললিত। ভাই সমীর কিন্তু ভারতেই ফেঁদে বসেছিলেন বিশাল ব্যবসা। মায়ের হাত থেকে বাঁচতে পুলিশি নিরাপত্তাও চেয়েছিলেন তিনি।

মণিপুরে হামলায় হত ২ জওয়ান

ইম্ফল: শুধুই ঢক্কানিনাদ। প্রহসনে পরিণত হল মোদির 'শান্তিবার্তা'। শুক্রবার সন্ধ্যায় মণিপুরে আসাম রাইফেলসের গাড়িতে বন্দুকবাজদের হামলা। প্রাণ হারালেন দুই জওয়ান। গুরুতর জখম আরও ৬ জন। ইম্ফল থেকে বিষ্ণুপুরের পথে এই অতর্কিত হামলা। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানের সঙ্গে দৌত্য, ইয়াসিনকে ধন্যবাদ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর?

নয়াদিল্লি: এক-আধজন নন, ৬ জন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে ব্যবহার করেছে জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানে গিয়ে লস্কর ই তইবার শীর্ষ নেতা পাকজঙ্গি হাফিজ সঈদের সঙ্গে তিনি জম্মু-কাশ্মীরের শান্তি নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা করেছিলেন। এই জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ধন্যবাদও জানান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন জঙ্গিসন্ত্রাসে অভিযুক্ত, যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত, তিহাড় জেলে বন্দি জম্মু-কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিক। দিল্লি হাইকোর্টে জমা দেওয়া একটি হলফনামায় এই দাবি করেছেন ইয়াসিন। এখানেই না থেমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন ইয়াসিন। তাঁর দাবি, মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার সময়েও তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয়েছিল। গোটা পরিস্থিতি পালটে যায় জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পরে, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে তিন দশকের পুরনো একটি ঘটনার জেরে সিবিআইয়ের মাধ্যমে দুটি মামলা এবং টাডা আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

উল্লেখ্য, যে ৬ জন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে তিনি দিল্লি হাইকোর্টে পেশ করা হলফনামায় দাবি করেছেন, তার মধ্যে আছেন ভিপি সিং, চন্দ্রশেখর, ইন্দ্রকুমার গুজরাল, এইচ ডি দেবেগৌড়া, অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং মনমোহন সিং। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি তাঁকে একটি ভারতীয় পাসপোর্ট দিয়েছিলেন ২০০১ সালে, সেই পাসপোর্ট নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, পাকিস্তানে গিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বক্তব্য রেখেছেন তিনি, দিল্লি হাইকোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় দাবি করেছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিক।

ব্রেন-ইটিং অ্যামিবার বাড়বাড়ন্ত উষ্ণ স্থির জলেই, সতর্কবার্তা বিশেষজ্ঞদের

প্রতিবেদন: বিপদের উৎস মূলত উষ্ণ এবং স্থির জল। ব্রেন-ইটিং অ্যামিবার রাজত্ব এবং বাড়বাড়ন্ত এই ধরনের জলেই। দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে তারা। সাঁতার কাটলে বা স্নান করলেই আক্রমণ করে বসতে পারে মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবা। যে কোনও মুহূর্তে সংক্রামিত হতে পারে তা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সংক্রামিত জল পান করলে কিন্তু সেই বিপদ নেই বললেই চলে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত অন্তত তাই। সেই কারণেই উষ্ণ এবং স্থির জলাশয়ে স্নান করতে বা সাঁতার কাটতে নিষেধ করছেন চিকিৎসকরা। তাঁরা মনে করছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এই ঝুঁকি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। বাড়ছে এই ধরনের

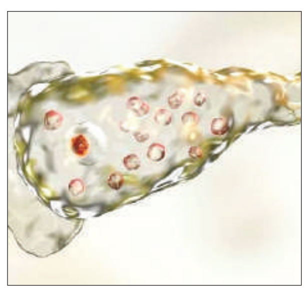

প্যাথোজেন, মানুষের সংস্পর্শে এসে ডেকে আনে মারাত্মক বিপদ। যাঁরা পুকুর বা হ্রদের মতো বদ্ধ মিষ্টি জলে সাঁতার কাটেন, ডুব দেন বা স্নান করেন, তাঁদের সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি প্রবল। বিরল সংক্রমণে ক্রমশই বিকল হতে থাকে স্নায়ুতন্ত্র, ফুলে যায় মস্তিষ্ক। এবং পরিণতিতে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

তবে স্বস্তির কথাও শুনিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এক মানবদেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলেও নয়। তথ্যের দাবি, সারা বিশ্বে ব্রেন-ইটিং অ্যামিবার আক্রমণে মৃত্যু যেখানে ৯৫ শতাংশ, কেরলে কিন্তু তা ৩০ শতাংশ।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০২১ সালে পালাবদলের সময় আফগানিস্তান ছেড়েছিল মার্কিন সেনা। তবে মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নজরদারি করতে আফগানিস্তানের বগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটি চাইলেন ট্রাম্প। যদিও আমেরিকার এই দাবি পত্রপাঠ খারিজ করেছে শাসক তালিবান

ট্রাম্পের আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষের শিকার হলেন ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ

পুলিশের গুলিতে মৃত্যু, তদন্তের দাবি পরিবারের

ওয়াশিংটন: ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকায় বাড়ছে বর্ণবিদ্বেষ ও অভিবাসীদের হেনস্তার ঘটনা। এবার পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হল ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর। নিহত যুবকের নাম মহম্মদ নিজামুদ্দিন (৩০)। তেলেঙ্গানার মেহবুবনগরের বাসিন্দা ওই প্রযুক্তিবিদ কর্মসূত্রে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টাক্লারাতে থাকতেন বলে জানা গেছে।

সূত্রের খবর, গত ৩ সেপ্টেম্বর রুমমেটের সঙ্গে কোনও কারণে বচসা হয় ভারতীয় যুবকের। তিনি রুমমেটকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। এরপরই ঘটনার আইনানুগ তদন্ত না করেই মার্কিন পুলিশ ভারতীয় যুবককে গুলি করে হত্যা করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের সাফাই মানতে রাজি নয় মৃতের পরিবার। তাঁরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি করেছেন। নিজামুদ্দিনের পরিবারের অভিযোগ, বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েই মৃত্যু

হয়েছে এই মেধাবী ভারতীয় তরুণের। সঠিক পথে তদন্ত যাতে হয় তার দাবি করেছেন তাঁরা।

সূত্রের খবর, সান্টাক্লারার একটি বাড়িতে ছুরিকাঘাতের খবর জানিয়ে মার্কিন পুলিশের এমারজেন্সি নম্বরে ফোন যায়। সেইমতো ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেখতে পায় ভারতীয় যুবকের সঙ্গে তাঁর রুমমেটের ধস্তাধস্তি তখনও চলছে। পুলিশের দাবি, নিজামুদ্দিনের হাতে ছুরি ছিল, তাঁকে প্রতিহত করতেই গুলি চালাতে হয়। তাতেই মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় যুবকের। আক্রান্ত রুমমেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদিও মৃতের পরিবার এই অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁরা জানান, মেধাবী নিজামুদ্দিন খুবই শান্ত স্বভাবের ছিলেন। তাঁর পক্ষে এরকম ঘটনা ঘটানো সম্ভবই নয়। উল্টে ভারতীয় যুবকই পুলিশকে ফোন করে সাহায্য চেয়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের। বাড়ির ছেলের আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষের শিকার হওয়ার কথা বলছেন তাঁরা। পাশাপাশি ওই প্রযুক্তিবিদের অফিসেও গন্ডগোল হয়েছিল বলে অভিযোগ নিজামুদ্দিনের বাড়ির সদস্যদের। এই ব্যাপারে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের কাছে তাঁরা সাহায্য চেয়েছেন। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ছেলের মৃত্যুর বিষয়ে চিঠি লিখেছেন মৃত তরুণের বাবা মহম্মদ হাসানুদ্দিন।

বাংলার আবেগকে ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

পৃথিবীর যে-প্রান্তেই বাঙালি আছে সেখানে দুর্গাপুজো হয় এবং ক'টা দিন সকলে ছুটি কাটান এবং অন্য মেজাজে থাকেন। উৎসবমুখর কলকাতায় গোমড়া মুখে পরীক্ষা দিতে বসবেন আইবি সিকিউরিটির জন্য আবেদন করা প্রার্থীরা। ভরা পুজোর বাজারে তাঁরা সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারবেন কি না, ওঁদের বাড়ির লোক কী অবস্থায় থাকবেন তাঁরা কলকাতায় কীভাবে পৌঁছবেন, বিভিন্ন জেলার ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিতে আসবেন, তাঁরা কীভাবে আসবেন পুজোর মরশুমে, এসব কে ভাবে! ভাববার লোকই বা কোথায়? তাই ভরা শারদোৎসবের মাঝে একদল পরীক্ষার্থী যাবেন পরীক্ষা দিতে।

দিল্লির পুজোমণ্ডপে মোদির ছবিতে 'না'

(প্রথম পাতার পর)

ঔদ্ধত্য কোন চরমে পৌঁছলে তবে এই ধরনের ফরমান বা ফতোয়া জারি করা যায় তা ভেবেই অবাক হচ্ছেন পুজো কমিটির সঙ্গে জড়িত সকলে। তাঁদের বক্তব্য, পুজোর মণ্ডপে নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখতে হবে এ আবার কেমন কথা! পুজো পুজোর জায়গায়, রাজনীতি তার জায়গায়। এই ধরনের ফতোয়া মানার কোনও প্রশ্নই নেই। গোটা বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তর এই আপত্তিকর ফরমানে দিল্লি জুড়ে প্রচণ্ড বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপি মুখে যতই নিজেদের হিন্দুদের দল বলুক না কেন, তা আসলে ভোটের জন্য। কার্যক্ষেত্রে তারা কতটা রাজনীতিকরণ এবং গৈরিকীকরণ করতে আগ্রহী এটাই তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, পুজো পুজোর জায়গায়, রাজনীতি তার জায়গায়। পুজোর মধ্যে রাজনীতি আসবে কেন? সমস্ত পুজো কমিটিকে ধন্যবাদ— তাঁরা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই আপত্তিজনক ফতোয়াকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁদের নমস্কার জানাই। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানকার পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সাহায্য করেন। কই তিনি তো কখনও বলেননি তাঁর ছবি মণ্ডপে রাখতে! এই নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি বলত বাংলায় নাকি দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না অথচ আজ তাদের অবস্থা দেখুন! ভণ্ডকে নিজেদের ছবি রাখতে হচ্ছে তার ফরমান জারি করতে হচ্ছে! বিজেপি-নরেন্দ্র মোদি এরা ইতিহাস ভুলিয়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আগেকার সমস্ত প্রকল্পের নাম বদলে দিচ্ছে। নিজের নামে স্টেডিয়াম তৈরি করছে। পাঠ্যপুস্তকে নিজের নামে সমস্ত কিছু ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আর এখন চরম ঔদ্ধত্যে নরেন্দ্র মোদির ছবি দুর্গাপুজোর মণ্ডপে রাখতে ফতোয়া জারি করছে। এটাই হল বিজেপির আসল চেহারা।

রাষ্ট্রসংঘে বিএলএ-কে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আটকে দিল আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স

নয়াদিল্লি: পাকিস্তান ও চিনের যৌথ উদ্যোগে বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এবং মজিদ ব্রিগেডকে রাষ্ট্রসংঘে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আটকে দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। এই অবস্থান পাকিস্তানের জন্য বড় ধাক্কা। কারণ পাক সরকার ও সেনার বিরুদ্ধে বিএলএ আন্দোলন চালাচ্ছে স্বাধীন বালুচিস্তানের দাবিতে। ঘটনা হল, এর আগে এই দুই গোষ্ঠীকেই 'বিদেশি জঙ্গি সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা করেছিল ট্রাম্পের দেশ। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৯৯ সালের ১২৬৭ নম্বর রেজোলিউশনের অধীনে আল-কায়েদা, তালিবান এবং আইএসআইএল-এর সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত। এই রেজোলিউশনের অধীনেই পাকিস্তান ও চিন বিএলএ এবং মজিদ ব্রিগেডকে নিষিদ্ধ করার জন্য যৌথভাবে প্রস্তাব জমা দিয়েছিল। কিন্তু তাতেই জল ঢালল তিন দেশ। বিএলএ এবং এর আত্মঘাতী শাখা মজিদ ব্রিগেডকে রাষ্ট্রসংঘের ১২৬৭ রেজোলিউশনের অধীনে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আটকানোর কারণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা উল্লেখ করেছেন যে, এই গোষ্ঠীগুলির সাথে আল-কায়েদা বা আইএসআইএল-এর যোগসূত্রের পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই।

এদিকে রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আসিফ ইফতেখার আহমেদ বলেছেন, আইএসআইএলকে আল-কায়েদা, তেহরিক-ই-তালিবান (পাকিস্তান), বিএলএ এবং মজিদ ব্রিগেড সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আফগানিস্তান থেকে পরিচালনা করছে এবং সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে হামলা চালাচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, আফগানিস্তান থেকে উদ্ভূত সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রধান হুমকি। আহমেদ তালিবান-নেতৃত্বাধীন আফগান সরকারকে তাদের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রতিশ্রুতি পূরণের আহ্বান জানিয়েছেন।

মাত্র ১০ বছরেই মেয়রের দায়িত্বে আইরিন!

আমস্টারডাম: একরত্তি বঙ্গললনার নয়া রেকর্ড। নেদারল্যান্ডসের গেলড্রপ-মিয়ারলো পুরসভায় শিশু মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে ১০ বছর বয়সী আইরিন রায়। আইরিনের বাবা-মা ২০১৬ সাল থেকে নেদারল্যান্ডসে বসবাস করছেন।

বঙ্গললনার রেকর্ড

চলতি বছর ২৬ মে জুরিদের পক্ষ থেকে সব প্রার্থীর আবেদনপত্র থেকে প্রাথমিক বাছাইপর্ব হয়। এই জুরিতে ছিলেন পুরসভার মেয়র, যুব বিষয়ক মেয়র পারিষদ, যুব পরিষদ, সিটি কাউন্সিলের প্রতিনিধি এবং যুব ও শিক্ষানীতি

পরামর্শদাতা। এরপর ২০ জুন যুব বিষয়ক মেয়র পারিষদ ও একজন পুরকর্মী সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেন। সবশেষে আইরিন রায়কে শিশু মেয়র হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। শেষপর্যন্ত ১৫ সেপ্টেম্বর তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশু মেয়র হিসেবে নতুন পদে অভিষিক্ত করা হয়। নির্বাচনের পর আইরিন জানিয়েছে, আগামী এক বছর সামাজিক সংহতি ও বিভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কাজ করাই তার লক্ষ্য। এর পাশাপাশি পুরসভায় শিশুদের মতামত এবং অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিতে চায় আইরিন।

স্থানীয়রা আইরিনের এই উদ্যোগকে দারুণভাবে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে শিশু ও যুবদের ক্ষমতায়ন আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন।

পুদুচেরিতে পানীয় জলে হঠাৎ বিষক্রিয়া, মৃত ৬, অসুস্থ বহু

পুদুচারি: দূষিত জল পান করে মৃত্যু হল ৬ জনের। গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন আরও অনেকে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণের পুদুচেরিতে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে ব্যাপক আতঙ্ক। সে রাজ্যের বিজেপির জোট সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা এবং সমাজকর্মীরা। ঘটনার সূত্রপাত ১০ সেপ্টেম্বর। অরলিনপেটের গবিন্দ সালাই এবং নেলিথোপের একাংশের বাসিন্দাদের মধ্যে আচমকাই প্রকোপ দেখা দেয় বমি ও পেটে অসুখের। এর পরেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পেটের অসুখ। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, পানীয় জলে বিষক্রিয়ার পরিণতি এই অসুস্থতা। সরকারকে জানানো সত্ত্বেও কোনও গুরুত্ব দেয়নি তারা। সরকার সঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিলে এড়ানো যেত এই অসুস্থতা এবং মৃত্যু। জলের বোতল হাতে পূর্ত দফতর ঘেরাও করে উত্তেজিত জনতা। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, এতজন মারা যাওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রী তো দূরের কথা, কোনও মন্ত্রী দেখা করলেন না আক্রান্তদের সঙ্গে। শুনলেন না তাঁদের কথা।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে পরমাণু কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'আমরা গান করি আনন্দে' শীর্ষক অনুষ্ঠান। পরিচালনায় অরিত্র দাশগুপ্ত। সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পীরা

টেলি স্টেজ

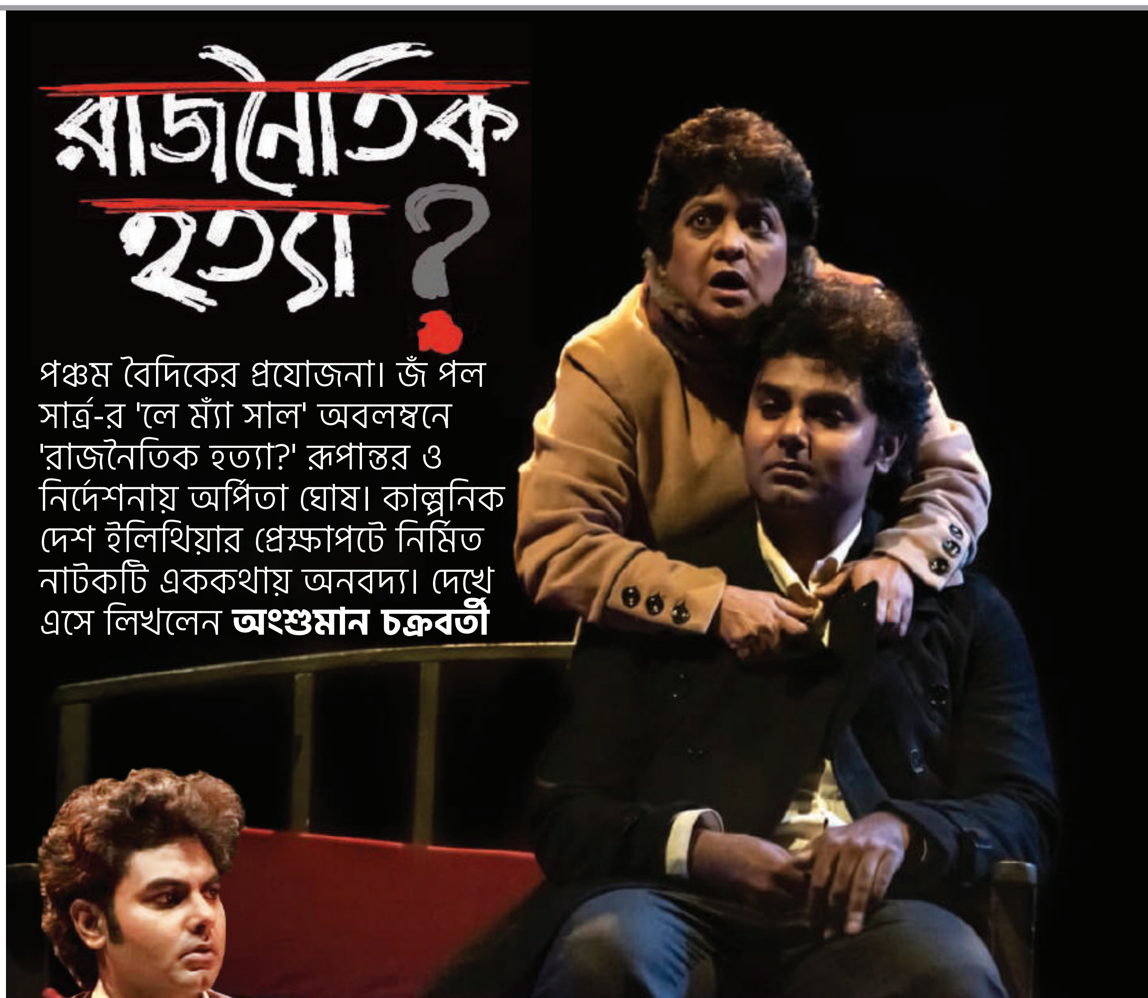

রাজনৈতিক হত্যা?

পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনা। জঁ পল সার্ত্র-র 'লে ম্যাঁ সাল' অবলম্বনে 'রাজনৈতিক হত্যা?' রূপান্তর ও নির্দেশনায় অর্পিতা ঘোষ। কাল্পনিক দেশ ইলিথিয়ার প্রেক্ষাপটে নির্মিত নাটকটি এককথায় অনবদ্য। দেখে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ফরাসি নাটককার-সাহিত্যিক জঁ পল সার্ত্র। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'লে ম্যাঁ সাল' অবলম্বনে পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে 'রাজনৈতিক হত্যা?' রূপান্তর ও নির্দেশনায় অর্পিতা ঘোষ। পঞ্চম বৈদিক এর আগে বেশকিছু ক্লাসিক উপহার দিয়েছে। নাটকটি নতুন সংযোজন। এককথায় মাস্টারপিস। কুড়ি বছর আগেও এই নাটক দর্শকদের সামনে এসেছে। শাঁওলী মিত্রের নির্দেশনায়। এবার মঞ্চস্থ হল নতুনভাবে।

আদর্শের জন্য একাকী মানুষের লড়াই। নাটককার দেখিয়েছেন, একজন ব্যক্তি যখন কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন, তখন তাঁর কাজ ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক উভয় উদ্দেশ্যেই চালিত হতে পারে। এটা অস্তিত্ববাদ ও নৈতিকতার একটি জটিল দিককে তুলে ধরে।

'রাজনৈতিক হত্যা?' ১৯৪০-এর দশকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে কাল্পনিক দেশ ইলিথিয়ার প্রেক্ষাপটে নির্মিত একটি রাজনৈতিক নাটক। কাহিনি একজন শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে। মূলত ফ্ল্যাশব্যাক আকারে উপস্থাপন করা

হয়েছে, যেখানে খুনি বর্ণনা করেছেন, তিনি কীভাবে তাঁর লক্ষ্য পূরণ করেছিলেন। খুনির পরিচয় শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠিত। তবে প্রশ্ন হল তাঁর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ছিল, নাকি ব্যক্তিগত? সুতরাং, কে এটা ঘটিয়েছেন সেটা নাটকটির মূল বিষয়বস্তু নয়, বরং কেন এটা ঘটানো হয়েছিল, সেটাই মূল বিষয়বস্তু।

নাটকটি দেখতে দেখতে বিস্ময় জেগেছে। এটা যে অভিনয়, বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ছিল মাঝেমধ্যেই। এতটাই একাত্ম হয়ে পড়ছিলাম। নিজেকেই মনে হচ্ছিল মঞ্চের একটি চরিত্র। যেন ঘটনার অংশ, কাহিনির অংশ।

কাহিনি জটিল। বাঁকবদল ঘটছিল বারবার। কে যে কোনদিকে, কার পক্ষে, বোঝা মুশকিল। ফেলা যাচ্ছিল না চোখের পলক। চুম্বক-টান এতটাই গভীর। শুরু থেকে শেষ, ফুটে উঠেছে দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব।

তরুণ ইউগো এই নাটকের প্রধান চরিত্র। রাজনীতি প্রিয় নায়ক তিনি। বুকে আগুন। অসীম সাহসী। স্পষ্টবাক। স্বপ্ন দেখেন। প্রকাশ করতে চান নিজেকে। আড়াল থেকে আলোয় আসতে চান। বিশ্বাসভাজন হতে চান রাজনৈতিক দলের উপরমহলের। তার জন্য যে কোনও রকমের ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত। স্বেচ্ছায় একটি হত্যার দায়িত্ব তুলে নেন নিজের কাঁধে। এমন একজনকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হন, যিনি একজন দুঁদে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নাম হোয়েডেরার। অদ্ভুত আকর্ষণক্ষমতা রয়েছে তাঁর। সবমিলিয়ে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে ইউগোর সঙ্গে ঘটে চলা নানা সদর্থক বা নঞর্থক ঘটনাপ্রবাহের আঁটোসাঁটো কাহিনি এই নাটক।

ইউগোর স্ত্রী জেসিকা। ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত মানসিকতার তরুণী। সুন্দরী। নিজের রূপ নিয়ে যথেষ্ট সচেতন। কারণে অকারণে মাঝেমধ্যেই বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। শেষপর্যন্ত ফল হয় মারাত্মক। তাঁর চরিত্রে অনেকগুলো স্তর।

ইউগো চরিত্রে মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যাঁরা দাপিয়ে কাজ করছেন, অর্ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অসম্ভব দৃঢ়তা তাঁর চোখেমুখে। স্পষ্ট উচ্চারণ। উপস্থাপনা সাবলীল। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগিয়েছেন দারুণভাবে। তাঁর ক্ষোভ দেখে ক্ষোভ জন্মায়, তাঁর কান্না দেখে কান্না। এই অভিনেতা লম্বা রেসের ঘোড়া। তাঁর থেকে চোখ সরানো কঠিন। অর্ণর বিপরীতে জেসিকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন তূর্ণা দাস। দারুণ স্মার্ট। সাবলীল অভিনয়। প্রশংসনীয় কাজ করেছেন তিনিও।

নির্দেশনার পাশাপাশি দাপুটে রাজনৈতিক নেত্রী ওলগা-র চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন অর্পিতা ঘোষ। তাঁর চরিত্রে আলো-কালো দুটি দিকই রয়েছে। হোয়েডারার চরিত্রে দেখা গেছে বাবু দত্তরায়কে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবকমল মণ্ডল, অনির্বাণ রায়চৌধুরি, ইন্দ্রনীল গুপ্ত, অনীক ঘোষ, বিহান মণ্ডল, স্বরূপ সরকার, রাহুল মজুমদার, রোহন ঘোষ। প্রত্যেকের কাজ প্রশংসার দাবি রাখে। দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের আলোক পরিকল্পনা আশ্চর্য মায়াজাল সৃষ্টি করে। সবমিলিয়ে অনবদ্য প্রযোজনা। দেখার মতো। ২২ অগাস্ট অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ মঞ্চস্থ হয়েছে। আজ মঞ্চস্থ হবে মধুসূদন মঞ্চে।

ছোটপর্দায় মহালয়া

পুজোর সুবাস বয়ে আনে মহালয়ার নরম ভোর। শিউলিঝরা সকাল শুরু হয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠের মধ্যে দিয়ে। রেডিয়োর 'মহিষাসুরমর্দিনী' ছাড়া মহালয়ার ভোর অসম্পূর্ণ। পাশাপাশি মহালয়ার ভোরে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে।

এবারও জি বাংলার পর্দায় মহালয়া উপলক্ষে ২১ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় 'জাগো মা জাগো দুর্গা' সম্প্রচারিত হবে। পার্বতী এবং মহিষাসুরমর্দিনী রূপে ধরা দেবেন ইধিকা পাল। দেবী জগদ্ধাত্রী রূপে দেখা মিলবে 'আনন্দী' অন্বেষা হাজরার। দেবী কৌশিকীর ভূমিকায় পর্দায় দেখা দেবেন আরাত্রিকা মাইতি। দিব্যাণী মণ্ডল অর্থাৎ 'ফুলকি'-কে দেখা যাবে ত্রিপুরাসুন্দরী হিসেবে। ভদ্রকালী হিসেবে দেখা যাবে 'পরিণীতা'র নায়িকা ঈশানী চট্টোপাধ্যায়কে। দেবী গন্ধেশ্বরী হিসেবে ধরা দেবেন কুসুম, অর্থাৎ তনিষ্কা তিওয়ারি। কালী রূপ ফুটিয়ে তুলবেন ছোট পর্দার আরেক অতি পরিচিত মুখ, মোহনা মাইতি। দুর্গা হিসেবে এবার এই চ্যানেলে দেখা যাবে শ্বেতা ভট্টাচার্যকে। রণজয় বিষ্ণুকে দেখা যাবে শিব রূপে। মহিষাসুর হিসেবে পর্দায় অবতীর্ণ হবেন রুবেল দাস।

সান বাংলায় মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেখা যাবে পায়েল দে-কে। এই চ্যানেলের মহালয়ার অনুষ্ঠানের নাম 'অকাল বোধন'। চ্যানেলের বিভিন্ন ধারাবাহিকের নায়িকাদের দেখা যাবে এই অনুষ্ঠানে, দেবীর বিভিন্ন অবতারে। 'পুতুল টিটিপি' ধারাবাহিকের পুতুল অর্থাৎ অভিনেত্রী খেয়ালী মণ্ডলকে দেখা যাবে দেবী চামুণ্ডা রূপে। অসুরের চরিত্রে দেখা যাবে জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রামচন্দ্রের ভূমিকায় থাকছেন রাহুল মজুমদার। মহালয়ার পুণ্যলগ্নে

মহিষাসুরমর্দিনীর অনন্য আখ্যান 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' দেখা যাবে স্টার জলসার পর্দায়। ২১ সেপ্টেম্বর, ভোর ৫টায়। দেবী দুর্গার ভূমিকায় দেখা যাবে কোয়েল মল্লিককে। এর আগেও তিনি দুর্গার রূপে ধরা দিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরের দেরি আছে। মেয়ে সামাইরার সঙ্গে 'ডোন্ট স্পিল দ্য ওয়াটার' খেলছেন রোহিত শর্মা

পিতৃবিয়োগ, দেশে দুনিথ

■ **দুবাই :** ম্যাচে তাঁর এক ওভারে পাঁচটি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি। খেলা শেষ হওয়ার পরেই আরও বড় দুঃসংবাদ পেলেন শ্রীলঙ্কার তরুণ স্পিনার দুনিথ ওয়েল্লালাগে। ম্যাচ চলাকালীনই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুনিথের বাবা সুরঙ্গ ওয়েল্লালাগের। প্রথমে দুনিথকে এই দুঃসংবাদ জানানো হয়নি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর, দলের ম্যানেজারের কাছ থেকে পিতৃবিয়োগের খবর পান দুনিথ। বৃহস্পতিবার রাতের বিমানেই তিনি আবু ধাবি থেকে দেশে ফিরে গিয়েছে। বাকি ম্যাচগুলো দুনিথ খেলবেন কিনা স্পষ্ট নয়।

ছাঁটাই জাহির

■ **নয়াদিল্লি :** মাত্র একটা মরশুম দায়িত্বে ছিলেন। তাতেই মোহভঙ্গ! মেন্টর জাহির খানকে ছেঁটে ফেলল লখনউ সুপার জায়ান্টস। জাহিরকে ছেঁটে ফেলার প্রধান কারণ কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল। টিমের অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সঙ্গে জাহিরের সম্পর্ক ভাল হলেও, কোচের সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। যার প্রভাব পড়েছিল দলের পারফরম্যান্সেও। মেন্টরের পাশাপাশি বোলিং কোচের দায়িত্বেও ছিলেন জাহির। লখনউ ইতিমধ্যেই বোলিং কোচ হিসাবে ভরত অরুণের সঙ্গে চুক্তি সেরে ফেলেছে।

প্রয়াত মৃত্যুঞ্জয়

■ **প্রতিবেদন :** মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ক্লাবে তাঁর মরদেহ আনা হলে মালা এবং সবুজ-মেরুন পতাকা দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান সচিব সৃঞ্জয় বোস ও ক্লাব কর্তারা। মোহনবাগানে মৃত্যুঞ্জয়ের সতীর্থ ছিলেন চুনী গোস্বামী, জার্নেল সিংদের মতো দিকপালরা। ১৯৬৩ ও ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনবার ডুরান্ড কাপজয়ী মোহনবাগান দলের সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫, কলকাতা লিগজয়ী দলেরও সদস্য ছিলেন। বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফি খেলেছেন। খেলেন ভারতের হয়েও।

র‍্যাশফোর্ডের দাপটে বার্সার রুদ্ধশ্বাস জয়

নাপোলিকে হারাল ম্যান সিটি

লন্ডন, ১৯ সেপ্টেম্বর : যত দিন গড়াচ্ছে, ততই বার্সেলোনার জার্সিতে নজর কাড়ছেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। এবার তাঁর জোড়া গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরু করল বার্সেলোনা।

গত জুলাইয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে লোনে বার্সায় যোগ দেওয়ার পর, ইংল্যান্ডের মাটিতে এটিই ছিল র‍্যাশফোর্ডের প্রথম ম্যাচ। আর দুরন্ত খেলে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখলেন ইংরেজ ফরোয়ার্ড। মজার কথা, বার্সেলোনার জার্সিতে এই প্রথমবার গোল করলেন র‍্যাশফোর্ড। তাও আবার ইংল্যান্ডের কোনও দলের বিরুদ্ধে। বিপক্ষের মাঠে শুরু থেকে দাপট দেখালেও, প্রথমার্ধে গোলের দেখা পায়নি বার্সা। ৫৮ মিনিটে সতীর্থ জুলস কুন্দের ক্রস থেকে বল পেয়ে জোরালো হেডে জাল কাঁপান র‍্যাশফোর্ড।

৬৭ মিনিটে র‍্যাশফোর্ডের দ্বিতীয় গোলটি তো এক কথায় অসাধারণ। প্রায় কুড়ি গজ দূর থেকে গোলার মতো শটে নিউক্যাসল গোলকিপারকে পরাস্ত করেন তিনি। তবে দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও লড়াই ছাড়েনি নিউক্যাসল। টানা আক্রমণের ঝড় তুলে বার্সেলোনা রক্ষণকে চাপে ফেলেছিল ইংল্যান্ডের ক্লাবটি। ৯০ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে ব্যবধান কমিয়েও ছিল নিউক্যাসল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

■ দ্বিতীয় গোলের পর র‍্যাশফোর্ডের উচ্ছ্বাস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে।

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য একটি ম্যাচে প্রায় গোটা ম্যাচই ১০ জনে খেলা নাপোলিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। টানা এক যুগ ম্যান সিটির জার্সি গায়ে খেলার পর, এবারই নাপোলিতে যোগ দিয়েছেন কেভিন ডি'ব্রুইন। তবে ২১ মিনিটে নাপোলি অধিনায়ক জিওভান্নি ডি লরেঞ্জো লাল কার্ড দেখায়, কৌশলগত কারণে ডি'ব্রুইনকে তুলে নেন নাপোলি কোচ। ৫৬ মিনিটে আর্লিং হালান্ডের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যান সিটি। ফিল ফোডেনের পাস থেকে বল পেয়ে গোল করেন হালান্ড। ৬৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জেরেমি ডোকু।

হার সিন্ধুর, শেষ চারে সাত্ত্বিকেরা

শেনজেন, ১৯ সেপ্টেম্বর : চিন মাস্টার্স সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টনে পিভি সিন্ধুর দৌড় শেষ। শুক্রবার বিশ্বের এক নম্বর তথা প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী দক্ষিণ কোরিয়ার আন সে ইয়াংয়ের কাছে হেরে, মেয়েদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিলেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার। কোরিয়ান শাটলারের বিরুদ্ধে এর আগে সাতটি ম্যাচ খেলে, সাতটিতেই হেরেছিলেন সিন্ধু। এদিনও মাত্র ৩৮ মিনিটে ১৪-২১, ১৩-২১ গেমে হেরে গেলেন। ফলে ইয়াংয়ের বিরুদ্ধে আপাতত ০-৮ ফলে পিছিয়ে রইলেন। তবে সিন্ধুর হারের দিনে সুখবর, পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। এদিন কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতীয় জুটির প্রতিপক্ষ ছিলেন চিনা জুটি রেন জিয়াংইউ ও হাও নান শি। ২১-১৪, ২১-১৪ সরাসরি গেমে ম্যাচ জিতে নেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

ফের মরিনহো

■ **লিসবন :** একটা দুটো নয়, দীর্ঘ ২৫ বছর! দু'যুগ পর ফের বেনফিকাতে ফিরলেন হোসে মরিনহো। ২০০০ সালে এই পর্তুগিজ ক্লাবেই প্রধান কোচ হিসাবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন মরিনহো। পর্তুগালের শীর্ষ লিগের সফলতম বেনফিকার সঙ্গে মরিনহোর চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সাল পর্যন্ত। তবে কোচ হিসাবে মরিনহোর সাফল্যের শুরু এফসি পোর্তো থেকে।

ভারতের জয়

■ **প্রতিবেদন :** অনূর্ধ্ব ১৭ সাফ ফুটবলের সেমিফাইনালে ভারত। শুক্রবার ভুটানকে ১-০ গোলে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই এক ম্যাচ হাতে রেখে শেষ চারের টিকিট আদায় করে নেয় ভারত। দুই অর্ধ মিলিয়ে অজস্র সুযোগ নষ্ট না করলে, আরও বড় ব্যবধানে জয় পেত ভারত।

সিঙ্গাপুর ম্যাচেই খেলবেন সন্দেশ

বেঙ্গালুরু, ১৯ সেপ্টেম্বর : কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জয় অতীত। খালিদ জামিলের পাখির চোখ এবার এএফসি এশিয়ান এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে। আগামী ৯ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ। এর পর ১৪ অক্টোবর ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে ভারতীয় ফুটবল দল। শনিবার থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হবে ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শিবির। তার আগে স্বস্তির খবর, চোট সারিয়ে সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগেই ফিট হয়ে যাবেন তারকা ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান।

অভিজ্ঞ সুনীল ছেত্রীকে রেখেই ৩০ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছেন খালিদ। নতুন করে তিনি ডেকেছেন মিডফিল্ডার ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ এবং ডিফেন্ডার আসির আখতারকে। শুক্রবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে খালিদ বলেন, সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে দুটো ম্যাচ আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে ফুটবলারদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আমি নিশ্চিত, ওরা মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটাই দেবে।

ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ আরও বলেছেন, সিঙ্গাপুর বাছাই পর্বে ভাল খেলছে। ওদের বিরুদ্ধে আমরাই চাপে থাকব। তবে আমি চাপ নিয়ে কাজ করতেই ভালবাসি। ঝিঙ্গানকে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে দুটো ম্যাচেই পাব। এতে আমাদের রক্ষণভাগের শক্তি বাড়বে। জানি আমাদের কাজটা কঠিন। তাই প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাই না। অ্যাওয়ে ম্যাচেও আমাদের লক্ষ্য থাকবে ইতিবাচক ফুটবল।

ফেডারেশনকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নতুন সংবিধান দ্রুত কার্যকর করতে হবে

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : আপাতত সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদে টিকে রইলেন কল্যাণ চৌবে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এখনই নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। বর্তমান কমিটি ২০২৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবে। একই সঙ্গে বিচারপতি এলপিএস নরসিংহ এবং বিচারপতি এএস চন্দ্রকরের বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, চার সপ্তাহের মধ্যে বৈঠক ডেকে ফেডারেশনকে নতুন সংবিধান কার্যকর করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে বর্তমান ভারতীয় ফুটবলে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, সেটা কাটবে বলেই মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ফিফার শাস্তিও এড়ানো যাবে। এর আগে ফিফা ও এএফসি জানিয়েছিল, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নতুন সংবিধান তৈরি করতে না পারলে, এআইএফএফকে নির্বাসিত করা হবে। এদিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর, তার আগেই সংবিধান কার্যকর করার সুযোগ পেয়ে গেল বর্তমান কমিটি।

বিচারপতিদের নির্দেশ, সংশোধনের যে নির্দেশগুলি দেওয়া হয়েছে, সেটা মেনেই নতুন সংবিধান কার্যকর করতে হবে। এই রায়ের ফলে, ফেডারেশনের বর্তমান কমিটি সব সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। অন্য কোনও সংস্থার সঙ্গে চুক্তিও করতে পারবে। ফলে ২০২৫-২৬ মরশুমের আইএসএল নিয়েও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি বা পরিকল্পনা করার ছাড়পত্র পেয়ে গেল বর্তমান কমিটি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

20 September, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

দুটি পরিবর্তন। হর্ষিত খেলছেন। দ্বিতীয় জন কে? অর্শদীপের নাম বলতে ভুলেই গেলেন সূর্যকুমার যাদব

চাপের ম্যাচ জিতে অপরাজিত ভারত

ভারত ১৮৮/৮ (২০ ওভার)
ওমান ১৬৭/৪ (২০ ওভার)

আবুধাবি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ওমান হারল বটে তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের টেনশন দিয়ে গেল। আমির কালিমের নাম আগে কে শুনেছে? হার্দিক ডিপ স্কোয়ার লেগে অসাধারণ ক্যাচে তাঁকে ফিরিয়ে ড্রেসিংরুমে স্বস্তি ফেরান। না হলে কালিম আর হাম্মাদ মির্জার (৫১) জুটিতে ৯৩ রান উঠে যাওয়ার পর অঘটনের গন্ধ উড়তে শুরু করেছিল। শেষমেশ অবশ্য ভারত জিতল ২১ রানে। জিতে গ্রুপে অপরাজিত থাকল।

সূর্য এদিন ব্যাট করতে নামেননি। কিন্তু ডাগ আউট বসে জনা দশেক ব্যাটারকে ২২ গজে পাঠিয়েছেন। পরে যখন ভারত ফিল্ডিং করল, তখন আটজনের হাতে বল তুলে দিলেন। ওমানের মতো প্রতিপক্ষ সামনে থাকলে এরকমই কিছু হওয়ার ছিল। কিন্তু কে জানত একটা অ্যাসোসিয়েট দল এমন চ্যালেঞ্জ দেবে চ্যাম্পিয়নদের।

সুপার ফোর নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এটা ছিল নিয়মরক্ষার ম্যাচ। ওমানকে হারিয়ে ভারত গ্রুপের সব ম্যাচ জিতে শীর্ষে থাকল। রবিবার আবার পাকিস্তান ম্যাচ। তাই ওমান কত ভাল খেলল সেই আলোচনায় পিছিয়ে পড়ছে। বরং হ্যান্ডশেক বিতর্ক পিছনে ফেলে জেগে উঠেছে দুবাই। গনগনে উত্তাপে ভারত-পাক ম্যাচের আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ওমানকে হারাতে আট বোলার লাগল কেন? আসলে দুই ওপেনার যতীন্দর সিং (৩২) আর আমির কালিম (৩৩) মিলে ৫৬ রান তুলে দেওয়ার পর ওমান কিন্তু প্ল্যাটফর্ম পেয়ে গিয়েছিল। পরে মির্জাও খুব ভাল ব্যাট করলেন। কিন্তু ২০ ওভারে তারা ১৬৭-৪-এর বেশি যেতে পারেনি। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা একটা ফ্যাক্টর হল। এদিনই আবার প্রথম ভারতীয় হিসাবে ৬৪ ম্যাচে ১০০ উইকেট হয়ে গেল অর্শদীপ সিংয়ের।

এই ম্যাচে পরিবর্তন হবে সেটা বোঝাই গিয়েছিল। বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়া হল। সঙ্গে বরুণ চক্রবর্তী। এলেন হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিং। আর সূর্য টসে জিতে আগে ব্যাট করলেন। তিনি বলছিলেন অনেকেই প্রথম দুটো ম্যাচে ব্যাট পায়নি। ভারত প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাট করেছে মোটে ২০.২ ওভার। সুপার ফোরের আগে সূর্যরা তাই ব্যাট করলেন। অতঃপর ২০ ওভারে ১৮৮/৮।

হাফ সেঞ্চুরির পথে সঞ্জু। শুক্রবার।

অচেনা প্রতিপক্ষ। কিন্তু যেভাবে শুক্রবার খেলা শুরু হল সেটা বেশ নাটকীয়। শাহ ফয়জল তাঁর প্রথম ওভারেই বোল্ড করে দিলেন শুভমন গিলকে (৫)। ম্যাচের সেটা দ্বিতীয় ওভার। বলটা ভিতরে এসেছিল। শুভমন ইনসাইড আউট খেলতে গিয়েছিলেন কভারে। বল ভিতরে ঢুকে এল। এই নিয়ে তিন ম্যাচে ব্যর্থ হলেন টেস্ট অধিনায়ক। আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট দুবাইয়ের মতো স্পিনার ফ্রেন্ডলি নয়। এই মুভমেন্ট শুভমন আন্দাজ করতে পারেননি।

পাওয়ার প্লে-র পর ভারত ছিল ৬০/১। সঞ্জু তিনে এসে প্রথমে সমস্যায় পড়েছিলেন। কিন্তু অভিষেকের পাশে দ্রুত সামলে নেন। অভিষেক শুরু থেকে চালিয়ে খেললেও সঞ্জু আগে ধাতস্ত হন। পরে তিনিও চালাতে শুরু করেন। কিন্তু অভিষেক ৩৮ রানে উইকেট দিয়ে গেলেন জিতেন রামানন্দিকে।

সূর্য হার্দিককে চারে তুলে আনেন। হার্দিক প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাট পাননি। কিন্তু এক বলে খেলে দুর্ভাগ্যবশত রান আউট হয়ে যান ১ রানে। ২ রানে দুই উইকেট চলে যাওয়ার পর এবার যিনি নামলেন সেই অক্ষরও (২৬) প্রথম দুটি ম্যাচে ব্যাট পাননি। সূর্য তাঁকেও আগে পাঠালেন। ততক্ষণে সঞ্জু ওয়েল সেট। সঞ্জু শেষমেশ ৫৬ রান করেছেন। তিলক ভার্মা পরে নেমে করেন ২৯ রান। সবাইকে নামিয়ে সূর্যর আর ব্যাট করা হয়নি।

হরমনদের থিম সং

দুবাই, ১৯ সেপ্টেম্বর : হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। শুক্রবার মেগা টুর্নামেন্টের থিং সং প্রকাশ করল আইসিসি। 'ব্রিং ইট হোম' নামের এই গানটি গেয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল। সুরের মূর্ছনার সঙ্গে র‍্যাপের দারুণ মিশেলে তৈরি এই গান এবারের বিশ্বকাপের মঞ্চ মাতাবে। গুয়াহাটিতে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও এই গান গাইবেন শ্রেয়া। অংশগ্রহণকারী আট দেশের ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে গানের মাধ্যমে শ্রেয়া বার্তা দেবেন— হৃদস্পন্দন কথা বলে, এবার বিশ্বকাপ ঘরে আনো। তবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাতটি দেশের ক্রিকেটাররা উপস্থিত থাকলেও, থাকছে না পাকিস্তান। পাক ক্রিকেটাররা নিজেদের ম্যাচ খেলবেন শ্রীলঙ্কার মাটিতে। ভারত অভিযান শুরু করবে ২০ সেপ্টেম্বর।

ভিডিও ফাঁস, শাস্তির মুখে পিসিবি

দুবাই, ১৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ খেলতে এসে একটার পর একটা বিতর্কে জড়াচ্ছে পাকিস্তান। এবার গোপন ভিডিও ফাঁস করে আইসিসি-র তোপের মুখে পাক ক্রিকেট বোর্ড। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে পিসিবিকে চিঠি দিয়েছে ক্ষুব্ধ আইসিসি। হতে পারে কড়া শাস্তিও।

ভারত-পাক ম্যাচে হ্যান্ডশেক বিতর্কে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ্টকে টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছিল পাক বোর্ড। যদিও সেই দাবি উড়িয়ে দেয় আইসিসি। আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে পাইক্রফ্টের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আঘা এবং কোচ মাইক হেসন। সেই বৈঠকের ভিডিও তোলেন পাকিস্তানের মিডিয়া ম্যানেজার নইম গিলানি। এরপর সেই বিতর্কিত ভিডিও প্রকাশ করে পিসিবি। আর এই কাজের

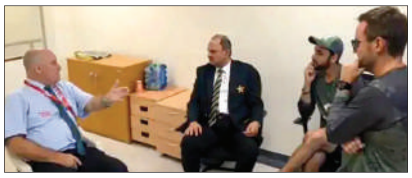

ফলে আইসিসি-র রোষের মুখে পড়েছে পাকিস্তান বোর্ড। পাইক্রফ্ট অবশ্য দাবি করেন, টসের ৪ মিনিট আগে তিনি জেনেছিলেন যে, দুই অধিনায়কের মধ্যে করমর্দন হবে না।

সংবাদ সংস্থার খবর, পিসিবিকে কড়া চিঠি পাঠিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। তাতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড প্লেয়ার্স অ্যান্ড ম্যাচ অফিসিয়ালস এরিনার নিয়ম ভঙ্গ করেছে। কোনও টুর্নামেন্ট চলাকালীন, ওই এরিনাতে ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ এবং ম্যাচ অফিসিয়াল ছাড়া কেউ যেতে পারেন না। সেখানে কোন নিয়মে পাকিস্তানের মিডিয়া ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন? ওই প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে, আমিরশাহি ম্যাচের আগে ওই বৈঠকে পাক মিডিয়া ম্যানেজারকে আটকে দিয়েছিলেন আইসিসির দুর্নীতিদমন শাখার প্রধান। কিন্তু তখন পাকিস্তানের তরফ থেকে হুমকি দেওয়া হয়, মিডিয়া ম্যানেজারকে ঢুকতে না দিলে, তারা আমিরশাহি ম্যাচ বয়কট করবে। এরপর ওই বৈঠকে প্রবেশ করে ভিডিও তোলেন পাক মিডিয়া ম্যানেজার। যা আইসিসির নিয়মের পরিপন্থী এবং অপরাধ। এর জন্য আইসিসি শাস্তি দিতে পারে পিসিবিকে। এদিকে পাকিস্তান বোর্ড আবার পাল্টা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, মিডিয়া ম্যানেজার দলেরই সদস্য। তাই কোনও নিয়ম ভাঙা হয়নি। ফলে চিঠি ও পাল্টা চিঠির লড়াই শুরু হয়েছে।

গতিই হাতিয়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ভারত সফরের আগে স্যামি

কিংস্টন, ১৯ সেপ্টেম্বর : ৪২ বছরের খরা কাটাতে ড্যারেন স্যামির হাতিয়ার গতি! আগামী মাসে ভারতের মাটিতে দু'টেস্টের সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের মাটিতে শেষবার ক্যারিবিয়ানরা কোনও টেস্ট সিরিজ জিতেছিল সেই ১৯৮৩ সালে। এবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চান ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কোচ স্যামি।

ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ দিয়েই ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শুরু করবে ভারত। শেষবার ঘরের মাঠে খেলা টেস্ট সিরিজে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ফলে বিধ্বস্ত হয়েছিল গৌতম গম্ভীরের দল। এবার স্যামিও দাবি করছেন, ভারতের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা তৈরি। দলের তিন ফাস্ট বোলার শামার জোসেফ, আলজারি জোসেফ ও জেইডেন সিলসের উপর বাজি ধরছেন তিনি।

শুক্রবার ক্যারিবিয়ান কোচ বলেছেন, আমাদের পেস আক্রমণ যেকোনও পরিবেশে সফল হওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমাদের বোলিংয়েও বৈচিত্র রয়েছে। শামারের অস্ত্র ওর গতি। জেইডেন দু'দিকেই সুইং করাতে পারে। আলজারি আবার উচ্চতার জন্য পিচ থেকে বাড়তি বাউন্স আদায় করে নিতে পারে। স্যামির সংযোজন, গত দু'বছরে আমরা বিদেশের মাঠে ভাল খেলেছি। ভারতের মাটিতেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে চাই। ২০ উইকেট না নিলে টেস্ট জেতা যায় না। আমাদের বোলারদের ভারতের বিরুদ্ধে ২০ উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা আছে। স্যামির হুঙ্কার, আমরা জেতার মানসিকতা নিয়েই ভারতে যাব। নিউজিল্যান্ড কী করেছে সেটা আমরা দেখেছি। ওরা যেভাবে ভারতীয় পরিবেশ কাজে লাগিয়েছে, আমরাও সেটা করতে চাই।

পাড়িক্কল ১৫০

বেঙ্গালুরু, ১৯ সেপ্টেম্বর : ধ্রুব জুরেলের পর দেবদূত পাড়িক্কল। অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে চারদিনের বেসরকারি টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকালেন ভারত এ দলের আরেক ব্যাটার। আগের দিন ৮৬ রানে অপরাজিত ছিলেন পাড়িক্কল। শুক্রবার তিনি আউট হন ১৫০ করে। আরেক নট আউট ব্যাটার জুরেলের অবদান ১৪০। ফলে ৭ উইকেটে ৫৩১ রান তুলে নিজেদের ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছিল ভারত এ। জবাবে অস্ট্রেলিয়া এ নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ৫৬ রান তোলার পর, ম্যাচ ড্র বলে ঘোষণা করেন দুই আম্পায়ার।

মরশুম শেষে নীরজ হতাশ

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : টানা দ্বিতীয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ের হাতছানি ছিল তাঁর সামনে। কিন্তু বৃহস্পতিবার টোকিওতে আয়োজিত টুর্নামেন্টে হতাশ করেছেন নীরজ চোপড়া। ভারতের সোনার ছেলে শেষ করলেন আট নম্বরে। সেরা থ্রো ৮৪.০৩ মিটার। যা নীরজের সেরা পারফরম্যান্সের ধারেকাছেও নয়।

গত সাত বছরে এই প্রথমবার কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট থেকে খালি হাতে ফিরলেন নীরজ। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়াতে এই নিয়ে আক্ষেপ করেছেন তিনি। নীরজের বক্তব্য, এভাবে মরশুমটা শেষ করতে হবে, ভাবতেই পারিনি। তাও আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মতো টুর্নামেন্টে। অথচ যাবতীয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমি দেশের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দিনটা আমার ছিল না।

নীরজ হতাশ করলেও, বড় চমক দিয়েছেন আরেক ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার শচীন যাদব। মাত্র ৫০ সেন্টিমিটারের জন্য ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হয়েছে তাঁর। সতীর্থের প্রশংসা করে নীরজ আরও লিখেছেন, শচীনের জন্য আমি খুব খুশি। নিজের সেরা থ্রো করে আর একটু হলেই পদক জিতে নিয়েছিল। আমাকে সমর্থনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আরও শক্তিশালী হয়ে ফেরার শপথ নিচ্ছি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

20 September, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

দশপ্রহরণধারিণী

দেবী দুর্গা। তাঁকে ঘিরে অপার বিস্ময়, ঘোর রহস্য। যা আজও অজানাই। তার প্রধান কারণ হল দেবীর রূপকল্প। দশহাত, দশরকম অস্ত্র, অলঙ্কারমণ্ডিতা বেশভূষা, সিংহবাহনা রণং দেহি মাতৃমূর্তি। কেন তিনি দশভুজা? তাঁর দশহাতে দশরকম অস্ত্রের ব্যাখাই বা কী? কেন তাঁর বাহন সিংহ লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে দুর্গা শব্দের অর্থ হল 'দ' অক্ষর যিনি দৈত্য বিনাশ করেন, উ-কার যিনি বিঘ্ন নাশ করেন, রেফ অর্থাৎ যিনি রোগ নাশ করেন, 'গ' অক্ষর যিনি পাপ নাশ করেন এবং আ-কার হল যিনি শত্রু নাশ করেন। একসঙ্গে করলে এর অর্থ দাঁড়ায়— দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। তিনি অদম্য এবং অজেয়।

এই দশহাত-দেবীকে নিয়ে এক মহাবিস্ময়, ঘোরতর রহস্য আজও রয়ে গেছে মানুষের মনে। ভিন্নমতে তিনি দুর্গ নামের অসুরকে বধ করেছিলেন তাই তিনি দুর্গা। চণ্ডীতে দেবী দুর্গা হলেন মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর সমন্বিত রূপ এবং দেবী পার্বতীর উগ্র অবতার। তিনি মহামায়া নামেও পরিচিত। এই গ্রন্থে বলা আছে দুর্গা অসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করার জন্য একটি উগ্র রূপ ধারণ করেন, যা চণ্ডী নামে পরিচিত। চণ্ডী এবং দুর্গা একই দেবীর বিভিন্ন রূপ, যেখানে চণ্ডী হলেন যুদ্ধ ও বিনাশের প্রতীক, আর দুর্গা হলেন রক্ষা ও প্রতিপালনের প্রতিমূর্তি। তিনি জগৎ-পালিকা আদ্যাশক্তি ও সনাতনী।

পুরাকালে মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালবাসী ত্রাহি ত্রাহি রব করছেন। স্বর্গের দেবতারা একপ্রকার বিতাড়িত হয়ে ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও মহাদেবের কাছে সাহায্য প্রার্থনায় উপস্থিত হলেন। তখন প্রবল পরাক্রমশালী মহিষাসুরকে বধ করার জন্য ত্রিদেব তাঁদের তেজ এবং সমস্ত দেবতার অংশ থেকে এক অপূর্ব নারীর সৃষ্টি করলেন। তিনি দেবী দুর্গা। সেই দেবীর দশহাত। নারী তো সৃষ্টি হল কিন্তু যে কাজের জন্য, তাঁর সৃষ্টি তার কী হবে! মহিষাসুরের সঙ্গে লড়াই করবেন কীভাবে! তাঁর কাছে অস্ত্র কোথায়? কোথায় বা যুদ্ধসাজ? যুদ্ধে তিনি যাবেনই বা কীসে! বাহন কোথায়? এই সময় দেবতারা তাঁকে অস্ত্র, অলংকার, বস্ত্র দিয়ে সাজান।

তার পরবর্তীতে মর্ত্যে দুর্গাপুজোর প্রচলন নিয়ে নানান কাহিনি আমরা দেখতে পাই।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বর্ণনা করা হয়েছে প্রাচীনকালে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য সর্বহারা হয়ে নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করে বনে চলে যান। বনের মধ্যে তাঁরা মেধা মুনির দেখা পেলেন। সেই ঋষি সব শোনার পর তাঁদের বলেন, বিশ্ব সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জগতের পালন কর্তা বিষ্ণুর যে মহামায়া শক্তি তারই প্রভাবে এই রকম হয়। সেই মহামায়া প্রসন্না এবং বরদা হলে মানবের মুক্তি লাভ সম্ভব। মুনির উপদেশ পেয়ে সুরথ ও সমাধি মাটির প্রতিমা গড়ে ৩ বছর কঠোর তপস্যা করলেন তখন দেবী তুষ্ট হয়ে তাদের দেখা দেন এবং মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করেন। পরবর্তীতে বসন্তকালে তিনি মাতৃ আরাধনায় বাসন্তী পুজোর প্রচলন করেন।

রামায়ণ অনুসারে শারদীয়া দুর্গাপুজো বা অকালবোধনের সূচনা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। তিনি রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য লঙ্কা যাওয়ার আগে অকালবোধন করে শরৎকালে দুর্গার পুজো করেন। রামচন্দ্রের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেন দেবী।

দেবী দুর্গার যুদ্ধাস্ত্রের মহিমা অপরিসীম। এর নানা ব্যাখা রয়েছে। বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র অনুযায়ী পৃথিবীর দশ দিকের প্রতিভূ এই দশ হাত। পুরাণে বলা আছে কুবের, যম, ইন্দ্র, বরুণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই দশ দিক থেকে মহিষাসুরকে বধ করার উদ্দেশ্যে দেবী দুর্গার দশটি হাত সৃষ্টি করেছিলেন। দুর্গার বাম চোখ চন্দ্রের প্রতীক, ডান চোখ সূর্যের। কপালের নেত্র অগ্নির প্রতীক। দেবীর আবির্ভাবের পর দেবীকে সুসজ্জিত করার জন্য দেবতারা অস্ত্র প্রদান করেন। দেবতারা শুধু যে দেবীকে অস্ত্র দেন তা নয়, দেবীর শরীরের বস্ত্র, অলংকারও দেবতারা প্রদান করেন। তাই দেবী দুর্গাকে দশপ্রহরণধারিণী বলা হয়ে থাকে। প্রতিটি অস্ত্রের আলাদা গুরুত্ব এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখাও রয়েছে।

ত্রিশূল

দেবাদিদেব মহাদেব দেবীকে প্রদান করেছিলেন তাঁর ত্রিশূল। যা ত্রিকাল দণ্ডস্বরূপ। এই ব্রহ্মাস্ত্রেই দেবী মহিষরূপী অসুরকে বধ করেছিলেন। শাস্ত্র মতে ত্রিশূল হল ত্রিগুণের প্রতীক। এই ত্রিগুণ হল সত্ত্বগুণ, রজঃগুণ এবং তমঃগুণ।

সত্ত্বগুণ হল সাত্ত্বিকগুণ বা অর্থাৎ সন্ন্যাসীর মতো নিরহংকার, ত্যাগের প্রতীক। রজগুণ বা রাজসিকগণ যা মনুষ্যকুল বা জীবকুলের গুণ। অর্থাৎ, মানুষ যেমন শোক, লোভ, মায়া, মোহ, কাম, দুঃখ দ্বারা সর্বদা জর্জরিত থাকে। এই গুণ জীবকুলের মায়াস্বরূপ। জীবনের মোহ আচ্ছন্ন করে রাখে চরাচরকে। বিলাস, ব্যসন এগুলো রাজসিকতার প্রকাশ।

তমঃগুণ হল রাক্ষস বা ঋণাত্মক শক্তির প্রকাশ। সব ধ্বংসের মূলে রয়েছে এই গুণটি। ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা, বিলাসিতা, প্রতারণা, চুরি, হত্যা ইত্যাদি অপরাধমূলক কার্যকে বলে। আর এই ত্রিগুণাতিত হল ত্রিশূল। ত্রিশূলের মধ্য ভাগের ফলাটি সত্ত্বগুণের প্রতীক এবং বাকি দুই দিকের সমান উচ্চতার ফলা দুটো রজঃগুণ ও তমঃগুণের প্রতীক।

চক্র

ভগবান বিষ্ণু দেবী দুর্গাকে চক্র বা সুদর্শন চক্র প্রদান করেন। স্বয়ং দেব বিশ্বকর্মা সুদর্শন চক্র নির্মাণ করেছিলেন শ্রীবিষ্ণুর জন্য। 'সু' অর্থাৎ সুন্দর আর 'দর্শন' অর্থাৎ দৃশ্যমান। সুদর্শনচক্র হল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীকস্বরূপ। যে চক্রে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। যার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সমস্ত তেজশক্তি সঞ্চারিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে। এই ব্রহ্মাণ্ড হল ঠিক চক্রের মতো আকার বিশিষ্ট। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য এই সুদর্শন চক্রের সৃষ্টি। দেবতাদের অসুর বিনাশের আকুতি দেখে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু চক্রটি দেবী দুর্গাকে প্রদান করেন। চক্র দেবীর ডান হাতে থাকে। দেবী প্রকৃতিস্বরূপা আদ্যাশক্তি। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী।

(এরপর ১৭ পাতায়)

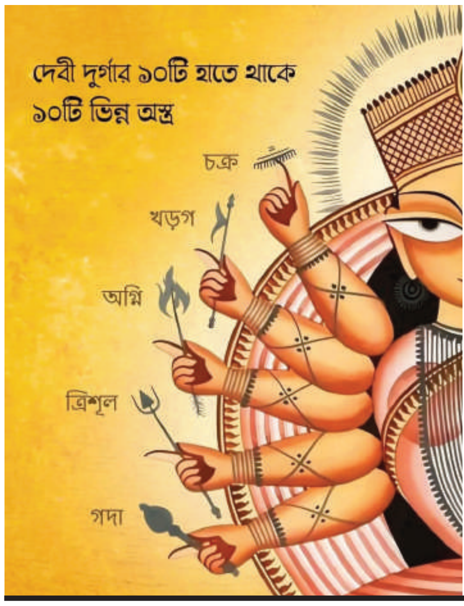

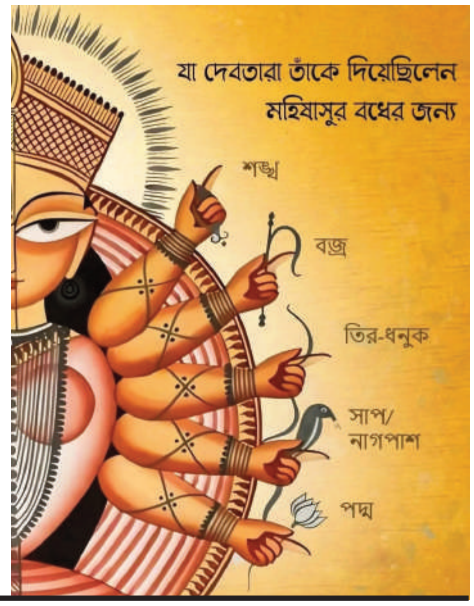

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

20 September, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

দশপ্রহরণধারিণী

(১৬ পাতার পর)

অর্থাৎ কাল বা সময় এবং ব্রহ্মাণ্ড যার মধ্যে বিকশিত জীবজগৎ তার মূল চালিকাশক্তি হলেন দেবী দুর্গা।

গদা বা কালদণ্ড

মা মহামায়াকে মহিষাসুর নিধন যজ্ঞের উদ্দেশ্যে গদা প্রদান করলেন স্বয়ং ধর্মরাজ যম। এই গদা ‘কালদণ্ড’ নামেও পরিচিত। দেবী দুর্গার বামহাতে গদা বা কালদণ্ড থাকে। গদা হল কাল বা মহাকালের প্রতীক। মহা প্রীতি ও আনুগত্যের প্রতীক। শাস্ত্রমতে গদা মানুষের মোহকে চূর্ণ করে। এই কাল বা মহাকালের দ্বারাই গোটা জগৎসংসার নিয়ন্ত্রিত। তাই কালের প্রতি আমাদের সর্বদা অনুগত থাকতে হয়। দেবী দুর্গার হাতে গদা বা কালদণ্ডকে এক সম্মোহনী শক্তি হিসেবে দেখা হয়। মহিষাসুরকে বধ করার উদ্দেশ্যে বা সম্মোহিত করার জন্য গদা বা কালদণ্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অস্ত্র ছিল।

খড়্গ

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী চামুণ্ডার উল্লেখ রয়েছে। যিনি অসুর নিধনকালে হয়েছিলেন রক্তবর্ণা। সেই রক্তবর্ণা দেবী খড়্গ দিয়ে অশুভের নাশ করেন। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে যে ৪৮ মিনিট সময় থাকে সেই সময় মা দুর্গাকে ১০৮টি শস্য, পুষ্প, বিল্বপত্র ও দীপ সহকারে দেবী চামুণ্ডারূপেই আরাধনা করা হয়। সাধারণত বলি প্রদান এই সময় হয়। খড়্গ হল বলি প্রদানের অস্ত্র।

খড়্গ হচ্ছে ষড়রিপু দমনের প্রতীক। খড়্গ হল বলি প্রদানের অস্ত্র। বলির এখানে অর্থ হল মনের যত অশুভ কু সেই বিবেক-বুদ্ধির নিধন। সহজে বলতে গেলে আমাদের যে ষড়রিপু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য তার দমন এবং নিজের আত্ম শক্তিকে পরিশুদ্ধির প্রক্রিয়া। দেবীর ডান হাতে থাকা খড়্গ যা পরম মোক্ষেরও প্রতীক। মোক্ষ হল মুক্তির পথ। যা মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই খড়্গ আমাদের অভয় প্রদান করে।

ধনুর্বাণ বা তির-ধনুক

পবন দেব ইতিবাচক শক্তির প্রতীক হিসেবে মা দুর্গাকে দিয়েছিলেন তির-ধনুক। দেবী দুর্গার বাম হাতে ধনুর্বাণ বা তির-ধনুক থাকে। দেবীর হাতে এই দুই অস্ত্র তাঁর শক্তিরূপকেই বর্ণনা করে। ধনুক শক্তির প্রতীক আর তির গতিশক্তির প্রতীক। তাই যুদ্ধে জয় পেতে বা লক্ষ্য স্থির রাখতে তীর-ধনুক কাল্পনিক লক্ষ্যভেদের অস্ত্র হিসেবে দেবীর হাতে সজ্জিত থাকে। ধনুর্বাণ লক্ষ্যস্থির করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোকে নির্দেশিত করে। এর অন্য ব্যাখ্যা হিসেবে আমরা বলতে পারি জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের পরীক্ষার মুখে ফেলে দেয় তাই লক্ষ্য,স্থির থাকলে যে কোনও যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব।

শঙ্খ

বরুণদেব দেবীকে প্রদান করলেন শঙ্খ। যা জাগরণের প্রতীক। পুরাণ মতে, শঙ্খ থেকে যে শব্দের উৎপত্তি হয় তার থেকেই জীবজগতের সমস্ত প্রাণের সৃষ্টি হয়। শঙ্খ বা শাঁখ দেবী দুর্গার বাম হাতে থাকে। এটি ঠিক অস্ত্র নয়। সমগ্র জীবজগতের স্পন্দনস্বরূপ এই অস্ত্র দেবীর হাতে সজ্জিত থাকে। যুদ্ধের সময় শঙ্খ বাজিয়ে যুদ্ধের সূচনা হত। পুরাণমতে, পৃথিবী সৃষ্টির সময় জলমগ্ন ছিল আর তখন শ্রীবিষ্ণু একটি শঙ্খের রূপধারণ করে সমুদ্রের গভীর তলদেশে অবস্থান করেছিলেন। এই শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়েই মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন দেবী দুর্গা। এর বৈজ্ঞানিক ব্যখা হল অ্যামিবা নামক এককোশী জলজ প্রাণীর মধ্যেই প্রথম প্রাণের স্পন্দনের সাড়া মিলেছিল। শাঁখ একধরনের জলজ সামুদ্রিক শামুক গোত্রীয় প্রাণীর দেহকোষ থেকে নির্মিত। তাই শাঁখ হিন্দুধর্মের জগৎ সৃষ্টির প্রাণের প্রথম স্পন্দনস্বরূপ।

ঘণ্টা

দেবীর বাম হাতে থাকে ঘণ্টা। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত ঘণ্টা অস্ত্রটি দেবীকে প্রদান করেন। শঙ্খের মতোই ঘণ্টার ধ্বনিতে যুদ্ধের সূচনা হয়। শাঁখ-ঘণ্টার মিলিত নিনাদে অশুভ শক্তির বিনাশের কাল ঘোষিত হয়ে থাকে। ঘণ্টা আসুরিক শক্তিকে দুর্বল করে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বর্ণিত আছে দেবী মহিষাসুরকে যখন যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছিলেন তখন তিনি অট্টহাসি হেসেছিলেন এবং শাঁখ ও ঘণ্টার ধ্বনিতে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। শব্দ এমন তরঙ্গ যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সেই সুদূরপ্রসারী শব্দ তরঙ্গ বার্তা বাহক হিসেবেও কাজ করে।

শাস্ত্র অনুযায়ী একটি স্তোত্রে বলা হয়েছে ‘সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতামইব’। অর্থাৎ ভক্তরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করছে, মা তোমার ওই যে ঘণ্টা অসুরদের তেজ হরণ করেছিল আমরাও সেই ঘণ্টার শরণাপন্ন হচ্ছি, আমাদের পাপকে সেই ঘণ্টা যেন হরণ করে নেয়।

বজ্র

দেবীর বাম হাতে থাকে বজ্র। দেবরাজ ইন্দ্র দেবী দুর্গাকে বজ্র প্রদান করেন। বৌদ্ধ ধর্মে জাগতিক বন্ধন থেকে চেতনাকে মুক্ত করতে বজ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হিন্দু মতে দেবীর বজ্র মিথ্যা ও অজ্ঞতাকে ধ্বংস করে। বজ্র দৃঢ়তা এবং সংহতির প্রতীক। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ও চরিত্রে কঠোর সংযমের প্রয়োজন। সেই সংযম এবং সংহতি সব মানুষের কাম্য। তাই দেবীর হাতে বজ্র শোভা পাচ্ছে।

সর্প বা নাগপাশ

সর্প বা নাগপাশ বিশুদ্ধ চেতনার প্রতীক। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীক এই সাপ। অনন্তনাগ দেবীকে দিয়েছিলেন দেন সর্প বা নাগপাশ। ভিন্নমতে মহাদেব দিয়েছিলেন তাঁর নাগকে। দেবী দুর্গার বাম হাতে নিচের দিকে সর্প বা নাগপাশ থাকে। আসুরিক প্রবৃত্তি লাঘব এবং মনে বিশুদ্ধ চেতনার বিকাশে দেবী দুর্গার হাতে সর্প বা নাগপাশ শোভা পায়। দেবী যখন মহিষরূপী অসুরকে নিয়ন্ত্রণ করতে ক্লান্ত তখন ক্ষণে-ক্ষণে রূপ পরিবর্তনকারী ছলনাময় অসুরকে এক মাত্র নাগপাশেই আবদ্ধ করে তার কেশ বাম মুঠোয় ধরেছিলেন। আর নাগপাশে জর্জরিত অসুর বুঝতে পারেন যে তিনি দেবীর নিকট বন্দি হয়েছেন।

পদ্ম, অক্ষমালা ও কমণ্ডলু

দেবী দুর্গাকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীও বলা হয়। পদ্ম আলোর প্রতীক। দেবী দুর্গাকে পদ্ম, অক্ষমালা, কমণ্ডলু প্রদান করেন প্রজাপতি ব্রহ্মা।

হিন্দুশাস্ত্রের প্রায় সব দেবদেবীদের অধিষ্ঠান প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর। পদ্মকে সর্বশক্তির আধার ধরা হয়। পদ্মফুলের জন্ম পাঁকেও হয় এর গূঢ় অর্থ হল অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরণ। সেই উত্তরণের প্রতীক হল পদ্ম। এছাড়া দেবী দুর্গার দক্ষিণ হাতে থাকে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু। অক্ষমালা ও কমণ্ডলু পবিত্রতার প্রতীক।

দেবীর বাহন সিংহ

পুরাণ শাস্ত্র অনুযায়ী পর্বতরিজ হিমালয় তাঁকে দেন সিংহ বাহন। সংস্কৃত শব্দ ‘বাহ’ অর্থ হল বহন করা। বাহন শব্দটির আক্ষরিক অর্থই হল বহন করে যে। সিংহ হল ধর্ম, শক্তি, সুরক্ষা, দৃঢ়তা ও ক্ষমতার প্রতীক। আবার এই নিয়ে একটা অন্য গল্প আছে। দেবী পার্বতী হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন শিবকে স্বামী হিসাবে পেতে। তখন একটি সিংহ তাঁকে খেতে আসে। কিন্তু দেবীকে তপস্যায় দেখে চুপটি করে সে বসে থাকে। এরপর অনেক বছর কেটে যায় দেবী তপস্যারত আর সিংহও নড়ে না, চড়ে না। একদিন দেবীর ধ্যান ভাঙে। কথিত আছে যেহেতু সিংহটি বহু বছর অপেক্ষা করেছিল সেহেতু দেবী তাকেই বাহনরূপে গ্রহণ করেন।

এরপর দেবীকে অলঙ্কারে ভূষিত করলেন কুবের, সূর্যদেব। তাঁরা দেবীকে কাঞ্চন বর্ণের সৌন্দর্যময় দ্যুতি প্রদান করেন। সবকিছু মিলিয়ে দেবী হয়ে ওঠেন অপার রূপের প্রতীক। বিশ্বকর্মা প্রদান করেন দুর্ভেদ্য কবচ-কুণ্ডল ও অক্ষয় বস্ত্র। এতে দেবীর সুরক্ষিত হয়ে উঠেন। দেবতাদের মিলিত তেজ আর শক্তিতে দেবী দুর্গা হয়ে ওঠেন বলীয়ান। অসুর নিধন করে মহিষাসুরমর্দিনী রূপ লাভ করেন তিনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

20 September, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো

কলকাতায় এবং জেলায় এমন অনেক বনেদি বাড়ি রয়েছে যাদের দুর্গাপুজো কোনওটা একশো, দুশো বা তিনশো বছর পেরিয়েছে। সেই পুজোগুলোয় একটা স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ্য করা যায়। কোনও বাড়ির ভোগে বিশেষত্ব তো কোনও বাড়ির প্রতিমায়। আবার কোনও বাড়ির নিয়ম-রীতিতে রয়েছে একেবারে ব্যতিক্রম। পূর্বপুরুষদের হাত ধরে শুরু-হওয়া এইসব পুজোর সাবেকিয়ানার ইতিহাস নিয়েই লিখেছেন

তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চারক

দ্বারিকাবাড়ির দুর্গা প্রতিমা

দ্বারিকাবাড়ি

ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কোণের বাড়িটি হল দ্বারিকাভবন। ১৬৯ বছর অতিক্রম করল এই পুজো। এই বছরে ১৭০ পড়ল। ১৮৫৫ সালে শ্রীদ্বারিকানাথ দত্ত এই পুজোর প্রতিষ্ঠা করেন।

শিব অঙ্কে মা দুর্গা।

দেবীর ডান পাশে ওপরের দিকে ধনদাত্রী লক্ষ্মী ও নিচে সিদ্ধিদাতা গণেশ। বাম পাশে বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, নিচে শৌর্য-বীর্যের প্রতীক কার্ত্তিকেয়। অর্থাৎ সপরিবার পূজিতা হন মা।

আঁইয়া গ্রামে গাঙ্গুলি বাড়ির কুমারী পুজো

এইখানে মায়ের রূপ শান্ত। এই পরিবারের সদস্য অপূর্ব দত্ত জানালেন, মায়ের রূপও একটু ভিন্ন। মায়ের দুটি হাত। এই ঠাকুর স্বপ্নে পাওয়া। মৃন্ময়ী মূর্তি সাজেন রূপালি সাজে। এই পরিবারে কুলদেবতা শ্রীধর জিউ এবং কুলদেবী লক্ষ্মীমাতাঠাকুরানি। ষষ্ঠীর দিনে পরানো হয় অলংকার। হার, নথ মায়ের পায়ের নূপুর, টিকলি, টায়রা— সমস্ত দিয়ে সাজানো হয়। প্রতিবছর জাগ্রত শিব-দুর্গার প্রতি পরিবারের অনেকেরই মানসিক থাকে। সেই কারণে মায়ের অলংকার বেড়েই চলেছে। ১৬ মন চাল ও ১৩ মন চিনি দিয়ে দেবী মায়ের নৈবেদ্য তৈরি হয়। এই পুজোয় কোনওরকম অন্নভোগ হয় না। বাটা চিনির নৈবেদ্য, লুচি, কচুরি, আলুর ছোকা, পাপড়, খাজা, গজা, লেডিকেনি, সন্দেশ, দরবেশ নিবেদন হয় মায়ের ভোগ হিসাবে। রান্নায় নুন হিসাবে সন্ধৈব নুন ব্যবহার করা হয়। এই পুজো দশদিনের। মহালয়ার পরের দিন থেকেই ঘট-পাতা হয়। একে বলা হয় বোধনঘট। যে ঘরে এই ঘট বসে সেখানে দু'বেলা আরতি হয়।

ষষ্ঠীর দিনে ঘটটি নিয়ে যাওয়া হয় মায়ের সামনে।

সপ্তমীর চক্ষুদানের পর কুলদেবতা ও কুলদেবী লক্ষ্মীনারায়ণকে আনা হয় ঠাকুর দালানে।

অষ্টমী পুজো হয়ে যাওয়ার পর ধুনো পোড়ানো হয়। তবে এখানেও একটি বিশেষ নিয়ম রয়েছে। তাঁরাই ধুনো পোড়াতে পারেন যাঁদের দীক্ষা নেওয়া হয়েছে। সন্ধিপুজোর দিনে দেবীর চালচিত্রে যে দশ হাতের দেবী দশভুজার ছবি থাকে তাকে উপলক্ষ করে দেবী চামুণ্ডার পুজো হয়।

নবমীতে কুমারী পুজো হয়। নবমীর পুজো শেষ হলে দক্ষিণান্ত রীতি রয়েছে। পুরোহিতকে মোহর এবং গিনি দক্ষিণাস্বরূপ দিয়ে এই পুজোর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। বাড়ির মহিলাদেরও এই পুজোর প্রত্যেকটা দিনে বিশেষ সাজের নিয়ম। ষষ্ঠীতে সোনার নথ, গলার হার, পায়ের মলে সেজে ওঠেন অন্দরমহলের মহিলারা। সপ্তমীতে মিনের গয়নার সাজ ও অষ্টমীতেও বিশেষ সাজ থাকে। হীরে ও পান্নার গয়নায় সাজেন দ্বারিকাবাড়ির মহিলারা। নবমীতে মুক্তো ও দশমীতে সোনায় সাজার রীতি।

লাহাবাড়ি

প্রায় ২২৫ বছর আগে মধুমঙ্গল লাহা চুঁচুড়োয় এক চালচিত্রে দুর্গাপুজো করতেন। চুঁচুড়ো থেকে কলকাতায় এসে প্রথমে কলুটোলা স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে পুজো আরম্ভ করেন। ১৮৫৭ সালে প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ লাহা এক নম্বর বেচু চ্যাটার্জির স্ট্রিটে বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস শুরু করেন এবং ওই জায়গাতেই দুর্গাপুজো শুরু করেন। মতভেদে আবার এও বলা হয়ে থাকে যে, মহানন্দ লাহা দুর্গাপুজো প্রথম প্রবর্তন করেন। সেই হিসেব ধরলে লাহাদের পুজোর বয়সের সময়সীমা হচ্ছে প্রায় ৮০০ বছরের পুরনো। পরিবারের দুর্গামূর্তির একটি বিশেষত্ব রয়েছে। শিব বৃষের ওপর উপবিষ্ট। মা দুর্গা বসে থাকেন স্বয়ং শিবের কোলে। বাঁদিকে সরস্বতী ও কার্তিক ডানদিকে লক্ষ্মী ও গণেশ, একই চালচিত্রে আসীন। দেবী দুর্গা ছাড়াও লাহাদের অন্যতম আরাধ্যা দেবী হলেন শ্রীশ্রী জয় জয় মাতা। দুর্গাপুজোর সময় মৃন্ময়ী হর-পার্বতীর মূর্তির সামনে কুলদেবীর মূর্তিটি এনে ঠাকুরদালানে স্থাপন করে পুজো করা হয়ে থাকে।

ষষ্ঠীর দিনে অর্থাৎ দেবীর বোধনের দিনে কুলদেবীকে নতুন জরির বেনারসি, সোনার গয়নায় সুসজ্জিত করা হয়।

নৈহাটির সরকার বাড়ির ঠাকুরদালান

সপ্তমীর সকালে জলঝরা ছড়িয়ে নবপত্রিকাকে ছাতার নিচে রেখে, বাজনা বাজিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে আবার তাঁকে স্নান করিয়ে, আলতা, সিঁদুর, হলুদ ছুঁয়ে একটি লাল চেলির কাপড় পরানো হয়। তারপর সেটিকে গণেশের ডানদিকে স্থাপন করা হয়। জয় জয় মাতাকে ওই দিন স্নান করিয়ে ঠাকুর ঘর থেকে নিয়ে এসে ঠাকুর দালানে একটি রুপোর সিংহাসনের ওপর রাখা হয়।

(এরপর ১৯ পাতায়)

বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো

(১৮ পাতার পর)

বিধিমতে, সেদিনেই বেদাগি বোঁটা-সহ একটি ছাঁচি কুমড়ো বলিদান করার রীতি এবং ঠাকুর দালানের প্রাঙ্গণে আঠাশটি প্রদীপ জ্বালানো হয়।

অষ্টমীর সন্ধিপুজোয় একশো আটটি প্রদীপ জ্বালানো হয়। এবং লাহাবাড়ির মহিলারা দেবী দুর্গা ও জয় জয় মা-কে সামনে রেখে, মাথায় এবং দু'হাতে মাটির সরা রেখে তাঁদের মানসিক ইচ্ছা ও সংকল্পকে স্মরণ করে ধুনো পোড়ান।

নবমীর দিন একটি হোম-যজ্ঞের আয়োজন করা হয় ও একশো আটটি প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। হোমের পর দেবী পুজোয় ন'টি কোলহাঁড়ির ব্যবস্থা করে দেবীর সঙ্গে রাখা হয়। এরপরে কুমারী পুজো হয়।

লাহাবাড়ির কন্যা সুস্মেলী দত্ত জানালেন, দশমীর বিসর্জনের দিন শুধুমাত্র লাহাবাড়ির পুরুষেরা পুষ্পাঞ্জলি দেন। কনকাঞ্জলি দেন যাঁর পালা পড়েছে সেই পরিবারের গৃহমাতা। বিসর্জনের সময় মৃন্ময়ী মূর্তিটিকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া হলে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে দেবী ঘট নিয়ে ফিরে এলে বাড়ির কর্তা বাইরে থেকে প্রশ্ন করেন তিনবার— 'মা আছেন ঘরে?'

গৃহকর্ত্রী বাড়ির ভেতর থেকে উত্তর দেন আছি। তবেই সদর খুলে দেওয়া হয় ও বিসর্জনের পর মাটি ধুয়ে ফেলে কাঠামোটিকে সাদরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। কথিত আছে, একবার নাকি বিসর্জনের সময় সদর খুলে দেওয়াতে বাড়ির মধ্যে কেউ একজন প্রত্যক্ষ করে একটি সালাংকারা কন্যা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সেই না দেখে তাড়াতাড়ি সদর বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। সেই থেকে নিয়ম অনুযায়ী এই ব্যবস্থাটি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে এবং দায়িত্বের সঙ্গে পালন করা হয়। লাহা পরিবারের দেবী দুর্গা ছাড়া অন্য ঠাকুরের মূর্তি-পুজো নিষিদ্ধ।

ভোজেশ্বর পালচৌধুরীবাড়ি

ওপার বাংলা থেকেই শুরু হয়েছিল ভোজেশ্বর পালচৌধুরী বাড়ির পুজো। এই পুজোর দেশভাগের পর ভৌগোলিক স্থানবদল ঘটলেও রীতিনীতি নিয়মকানুন একই রেখে চলছে। এই পুজো শুরুর পেছনে একটা গল্প রয়েছে। বন্দরের ব্যবসার কাজ সেরে একদিন বাবা ও তিন ছেলে নদীপথে নৌকো করে বাড়ি ফিরছিলেন। সন্ধে নেমে আসছে, ঠিক এই সময়ে লাল পাড়, সাদা শাড়ি পরিহিত অল্পবয়সি এক রমণী এসে তাঁদের অনুরোধ করেন তাঁকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিতে। স্বপ্নে জানতে পারেন ওই রমণী ছিলেন স্বয়ং দুর্গা। সেই স্বপ্নে-পাওয়া পুজোর আদেশ থেকে বংশ-পরম্পরায় চলছে এই বাড়ির পুজো। ৩৫০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে এই বাড়ির পুজো। স্বপ্নে-পাওয়া দেবী দুর্গার রূপ এখনও চলে আসছে। সাধারণত দেবী দুর্গার ডান দিকে লক্ষ্মীর পাশে থাকেন গণেশ আর বাঁদিকে সরস্বতীর পাশে থাকেন কার্তিক। ভোজেশ্বর পালচৌধুরীর বাড়ির ঠাকুরের ডানদিকে লক্ষ্মীর পাশে থাকেন কার্তিক এবং বাঁদিকে সরস্বতীর পাশে গণেশ। স্বপ্নে এভাবেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন স্বয়ং মা দুর্গা। ওপার বাংলা থেকে চলে আসা সেই রীতি আজও অক্ষুণ্ণ।

৩৫০ বছর পেরিয়েও একইভাবে পুজো পরিচালনা করাও একটা সহজ কাজ নয়। পরিবারের সদস্য সৌম্য পালচৌধুরী জানালেন, পুজো দেখভালের জন্য রয়েছে ট্রাস্টি বোর্ড। শরিকদের বাড়িতে নিয়ম করে হয় পুজো, কখনও ৪ বছর পর কখনও আবার ১৬ বছর পেরিয়ে।

এই বছর এই বাড়ির পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিউ টাউনে। চৌধুরী পরিবারের সদস্য সৌম্য পালচৌধুরীর মুখে জানলাম, রথযাত্রার দিন ঠাকুর বায়নার নিয়ম। মা বাড়িতে আসেন তৃতীয়া বা চতুর্থীর দিন। দেবী প্রতিমা এখানে সাজেন বিশেষ নথে। দেবীর অস্ত্রশস্ত্র সব রুপোর। রয়েছে ভোগেরও নানা আয়োজন। বাড়ির মহিলারা বানান নাড়ু, মোয়া। নিয়ম ও রীতি আছে— পুজোর ভোগ হবে শুকনো। অন্ন ভোগের প্রথা নেই। মন্ডা, মিঠাই, ক্ষীর-নাড়ু ছাড়াও নানারকম সন্দেশ, নারকেলের, খইয়ের উপরা-সহ হরেকরকমের ফল রোজ মাকে নিবেদন করা হয়। নেই পুজোয় কোনও বলিদান প্রথা। নবমীর দিন পাতে পড়ে ইলিশ। তবে নিয়ম মেনে দশমীর পর আর বাড়িতে ইলিশ ঢোকে না। দশমীতে খাওয়া হয় পুঁটিমাছ। ভোজেশ্বর পালচৌধুরী পরিবারের পুজোর অন্যতম এক আচার হল টাকা যাত্রা। আগেকার দিনে ব্যবসা করতে যাওয়াকে টাকা যাত্রা বলা হত। তখন মানুষজন ব্যবসার কাজে দু-তিন মাসের জন্য বাইরে যেতেন। বাড়িতে থাকা স্বর্ণমুদ্রা মা দুর্গার পায়ে ছুঁইয়ে বাড়িতে রাখা হত। সেই মুদ্রায় প্রণাম করে ব্যবসার কাজে যেতেন তাঁরা। পালচৌধুরী পরিবারে এখনও চলে আসছে সেই টাকা যাত্রার রীতি। দেবী মায়ের পায়ে ছোঁয়ানো হয় সোনার বা অন্য ধাতুর মুদ্রা। দশমীর দিন দর্পণ বিসর্জনের পর হয় এই টাকা যাত্রা।

হুগলির আঁইয়া গ্রামের গাঙ্গুলিবাড়ির পুজো

মশাট, সিঙ্গুর পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় হুগলি জেলার আঁইয়া গ্রাম। সেই গ্রামের বিখ্যাত কে ডি গাঙ্গুলির বাড়ির পুজো। কৃষ্ণধন গাঙ্গুলি এই দুর্গাপুজোর প্রতিষ্ঠাতা। আঁইয়া গ্রামে চাটুজ্জে বাড়িতে তিনি একসময় পৌরোহিত্য করতেন। পৌরোহিত্য করার সময় তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে মায়ের পুজো নিজের মতো করে নিজ ভদ্রাসনে করার। পরবর্তী সময়ে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় আসেন। কলকাতার বড়বাজারে লোহার ব্যবসা শুরু করেন এবং সে ব্যবসা অল্প সময়ের মধ্যেই ফুলেফেঁপে ওঠে। একটা সময়ে কে ডি গাঙ্গুলি অ্যান্ড সন্স নামের সেই দোকান ব্রিটিশদের সাথে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা চলত। আজও রয়েছে সেই দোকানের একাংশ। এরপর আঁইয়া গ্রামে কৃষ্ণধন গাঙ্গুলির ছোট জমিদারিও শুরু হয়। পাশাপাশি তাঁর সেই দুর্গাপুজোর স্বপ্ন সফল হয়।

বাড়িতেই শুরু করেন দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোর পাশাপাশি ওঁর আরেকটি লক্ষ্য ছিল লোকজন খাওয়ানো। সে-সময় চার-পাঁচটা গ্রামে পুজোর চার-পাঁচদিন ধরে উনুন জ্বলত না। গ্রামের লোকেরাই নয়, ইংরেজরাও সেই সময় আসতেন কৃষ্ণধন গাঙ্গুলির দুর্গাপুজো দেখতে।

পুজোর আয়োজনে ভোজেশ্বর পালচৌধুরী বাড়ির মহিলারা

লাহাবাড়ির ধুনো পোড়ানো

তবে নিয়মের কড়াকড়ি ছিল। যেহেতু ওঁরা ম্লেচ্ছ তাই ঠাকুরদালানে ওঠার অনুমতি ছিল না। এঁদের ঠাকুর দেখার জন্য আলাদা সিঁড়ি ছিল। গাঙ্গুলি বাড়ির কুলদেবতা রাধাগোবিন্দ। নিত্যপুজো এবং ভোগ হয়।

যে পটুয়ারা প্রথম থেকে তৈরি করছেন এই দেবীমূর্তি সেই পটুয়ারাই বংশানুক্রমে আজও করে চলেছেন ঠাকুর তৈরির কাজ। গাঙ্গুলিবাড়ির চতুর্থ প্রজন্মের সদস্যা মহুয়া গাঙ্গুলি জানালেন— মাকে বেনারসি, সোনার গয়না ও অন্যান্য অলংকারে সাজানো হয়। প্রতিদিন ভোগ হয়। ভোগেও বিশেষত্ব রয়েছে। জলখাবারে প্রত্যেকদিন থাকে খিচুড়ি ও পাঁচ ভাজা। এরপর দুপুরে থাকে ভাত, পোলাও, শুক্তো, ডালভাজা, মাছ, মাংস, চাটনি, পায়েস, দই-মিষ্টি। তিন-চার রকমের মিষ্টি নিয়ম করে মাকে নিবেদন করা হয়। আঁইয়া গ্রামের গাঙ্গুলি বাড়ির পুজোয় ভোগ কিন্তু আমিষ হয়। রোজ মাছ-মাংস তো থাকেই, তবে তা পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া। এই গাঙ্গুলিবাড়িতে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত একটি সুবিস্তৃত দিঘি এবং একটি ছোট পুকুর। একটা সময় পর্যন্ত এই নিয়ম ছিল যে দিঘির জলে স্নান করলে তবেই ভোগ রান্নার অনুমতি এবং যে-কোনও পুজোর কাজের অনুমতি মিলত। আগে মহিষ বলি হত এখন তিনদিন ধরেই পাঁঠাবলি হয়। অনেকেরই মানসিক থাকে। দেবী মায়ের ভোগ তৈরি হয় মাটির বাসনে এবং উনুনে।

নৈহাটির সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো

১৭০০ উত্তর চব্বিশ পরগনার নীলকণ্ঠ দে সরকার নৈহাটির গঙ্গা-তীরবর্তী অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। এবং বাড়ির ঠাকুর দালানে তিনি দুর্গাপুজো এবং কালীপুজো শুরু করেন। ইংরেজদের সঙ্গে সে-সময় তিনি জাহাজের ব্যবসা করতেন। নিত্যপ্রয়োজন ও নারায়ণের নিত্যসেবার জন্য সেই সময় দিনে তিনি গঙ্গার ঘাট নির্মাণ করেন। যুগ থেকে যুগেও ওই একই ঘাট থেকে প্রতিমা নিরঞ্জন করার রীতি আজও চলে আসছে।

মহালয়ার দিন প্রতিমাকে ঠাকুর দালানের বেদিতে আনা হয়। নারায়ণ মন্দিরে ঘটস্থাপন করে প্রতি পদের দিন থেকেই পুজো শুরু হয়।

স্বপ্নাদেশের পুজো। রামানন্দ দে সরকার পুজো শুরু করেন। ডাকের সাজের প্রতিমা। অসুর সবসময় সবুজ রঙের এবং মোষের মাথা কাটা থাকে।

দেবীর বোধন হয় পুজোর দালানের বিপরীত দিকে। ঢাকের বোলেও আছে বিশেষত্ব। ঢাকিরা বংশপরম্পরা থেকে চলে আসছেন। ঠাকুর দালানের ঢাক বাজলে ঢাকের আওয়াজ শুনতে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। এই পরিবারে বলিপ্রথা নেই। এই পরিবারেরই সদস্য অনীক সরকার জানালেন ভোগের নিয়মের এক অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্যের কথা। খিচুড়ি রান্নার সমস্ত উপকরণ সবজি, চাল, ডাল, নুন তেল, মশলাপাতি সমস্ত কিছু মায়ের সামনে কাঁচা সাজিয়ে দিতে হয়। রান্না করার নিয়ম নেই।

আঁইয়া গ্রামের গাঙ্গুলি বাড়ির মহিলাদের দুর্গা বরণ

পুজো হয়ে যাওয়ার পর ব্রাহ্মণকে সেই জিনিসগুলো মায়ের ভোগ হিসেবে দিয়ে দেওয়া হয়। সন্দেশ দেওয়ার নিয়ম নেই। অষ্টমীর দিনে লুচি-পায়েস এবং নারকলনাড়ু হয়। যা এই বাড়ির পুজোর ভোগের এক বিশেষ উপকরণ। এই সমস্ত প্রসাদও সমস্ত দর্শনার্থী আত্মীয়-পরিজন সবার মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব
সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম
» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু-কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় সন্ময় দে
» শঙ্কর ঘোষ
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হবে মহালয়ায়

আজই হকারবন্ধুকে বলে রাখুন